বিপর্য্যয়

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

ব্যারেটস্ অফ দি উইম্‌পোল্ ষ্ট্রীট্

রুডোলফ্ বেসিয়ার।

১৩৪২

অনুবাদিকা—

শ্রীগীতা দেবী

উৎসর্গ
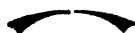
পূজ্যতম পিতামহদেব

৺যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

এম, এ ; বি, এল,

"দাদামণির অলক্ষ্য চরণে——————"

বিপর্য্যয়

—••⟩◊⟨••—

[৫০, উইম্পোল ষ্ট্রীটে এলিজাবেথ ব্যারেটের কক্ষ। কক্ষের পশ্চাৎ-ভাগে একটি গবাক্ষ, বাঁ দিকে দ্বার, দক্ষিণে অগ্নিস্থান। একান্তে সোফা, বড় টেবিলের পার্শ্বে আরাম কেদারা, ক্যাবিনেটে বিভিন্ন ভাষার কাব্য গ্রন্থ। একটি ঘন পল্লবিত আইভিলতা বাতায়ন-দ্বার শ্যাম ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। কাল সন্ধ্যা। দ্বার ও জানালায় পর্দ্দা টানা। টেবিলের ওপর মৃদু ভাবে ল্যাম্প জ্বলছে।

এলিজাবেথ সোফায় শায়িতা, পদযুগল কম্বলে ঢাকা। প্রবীন ডাক্তার মিঃ চেম্বার্স তার পাশে বসে নাড়ীর গতি পরীক্ষায় রত। বেতের ঝুড়ির ভিতর এলিজা বেথের প্রিয় কুকুর 'ফ্লাস' নিদ্রিত। টেবিলের ওপর ট্রেতে ভূক্তাবশিষ্ট আহার্য্য ও একটা ধাতু নির্ম্মিত পাত্র]

ডাক্তার—(রোগিণীর হাত ছেড়ে ঘড়ী পকেটস্থ করতে করতে) হুঁ, এঃ ভাবিয়ে তুললে। জীবনী শক্তি একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে!

এলিজাবেথ—(সহজভাবে) ডাক্তারবাবু যাকে বছরের পর বছর একটা ঘরে বন্দী করে রেখেছেন, তার কাছে প্রাণশক্তি বা স্বাস্থ্য কি করে আশা করেন? আচ্ছা একটা নতুন কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না? যাতে বেশ উদ্দীপনা হয়?

ডাক্তার—উদ্দীপনা! মানে?

এলিজা—এই যেমন রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে বেড়ানো, ডাম্বেল ভাঁজা কিম্বা ধরুণ দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা?

চেম্বার্স—সে কি করে হবে? অসম্ভব!

এলিজা—এ সব কল্পনা এখন অসম্ভবই মনে হয় বটে। কিন্তু জানেন ডাক্তারবাবু, ছোটবেলায় আমি বেজায় দুরন্ত আর দুঃসাহসিক ছিলুম?

চেম্বার্স—হ্যাঁ শুনেছি। এখনও তোমার শরীর অশক্ত হলেও প্রাণ বেশ সতেজ আছে। তবে তোমার মস্তিষ্ক খুব সবল নয়, খুব বেশী পড়াশুনা করছ না তো?

এলিজা—না, অল্প সল্প পড়ি, প্রবন্ধও লিখতে হয় মাঝে মাঝে।

ডাক্তার—ও সব মাথা ঘামানোর কাজ না করাই উচিৎ। তার চেয়ে বরং কবিতা লেখা সোজা ও পরিশ্রম কম।

এলিজা—(সহাস্যে) কবিতা লেখা সোজা? কাল যখন মিঃ রবার্ট ব্রাউনিং আসবেন একথাটা তাঁকে নিশ্চয়ই বলতে হ'বে।

ডাক্তার—সেই কবি?

এলিজা—হ্যাঁ, তাঁর লেখা দেখেছেন নিশ্চয়ই?

ডাঃ—না মাপ করো, ও কাব্য জিনিষটা আমার ধাতে মোটেই সয় না।

এলিজা—ওঃ তাই বলুন! মিঃ ব্রাউনিংএর "সর্ডেলো" পড়ে এসে তবে আমায় বলবেন কবিতা লেখা সোজা।

—আচ্ছা, সে বিষয়ে ভেবে দেখা যাবে। তবে তোমার মন যাতে খুসী থাকে, তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

—শুধু খুসী কি বল্‌ছেন; সাহিত্য চর্চ্চার সুযোগ না থাক্‌লে আমার জীবন আরো কত দুঃসহ হ'ত কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে।

ডাঃ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, খুব ঠিক, রোগীর কথা ছেড়ে দিলেও এ বাড়ীতে বাস করা যে কোন লোকের পক্ষে মারাত্মক।

এলিজা—বাস্তবিক বাবা যদি একটু—সুখী হতেন, এই বাড়ীই স্বর্গ হতে পারত।

ডাক্তার—একটু সুখী! কি বল তুমি? স্বাস্থ্য পূর্ণ নিরোগ শরীর, প্রচুর অর্থ, ছেলে মেয়ের চাঁদের হাট থাকতেও তিনি স্বেচ্ছায় কি করে নিজের জীবন দুর্ব্বহ করে তুলতে পারেন আমি তো ভেবে পাইনা। এটা বিষম আশ্চর্য্য—হ্যাঁ কি বলছিলুম, এই জঘন্য শীতকালটা তোমার পক্ষে ইংলণ্ডে থাকা মোটেই ভাল নয়। এ সময় ইটালী ভারী চমৎকার।

এলিজা—ইটালী? ওঃ ডাক্তার বাবু, আমার কাছে সে একটা মধুর স্বপ্ন।

ডাঃ—হ্যাঁ, স্বপ্নই না থেকে যায় চিরদিন। আহা তোমার এই নিরানন্দ আবহাওয়া থেকে সরিয়ে রাখবার কোন রকম ব্যবস্থা যদি করতে পারতুম, কি ভালই হত। আচ্ছা এলিজাবেথ তুমি সম্প্রতি কোন দিন চলবার চেষ্টা করেছ?

এলিজা—না সাহস হয় না। সেই বছরে পড়ে যাওয়ার কথা মনে পড়লে বড় ভয় করে। সকালে বাবা, কিম্বা কোন ভাই বিছানা থেকে তুলে এনে সোফায় বসিয়ে দেয় আবার রাত্রে শুইয়ে দিয়ে আসে।

ডাক্তার—এখন চলবার সাহস হচ্ছে? এলিজা—বিশেষ নয়।

ডাক্তার—আচ্ছা, আমি তোমায় ধরছি, খুব আস্তে আস্তে চেষ্টা করত।

(ডাক্তারের সাহায্যে দাঁড়িয়ে উঠে এলিজাবেথ একটু টলে গেল, তিনি ধরে ফেল্লেন)

ডাক্তার—কি, মাথা ঘুরছে?

এলিজা—অল্প অল্প।

ডাক্তার—চোখ বুজিয়ে আমার ওপর ভর দাও, এখুনি সেরে যাবে…কি কমল?

এলিজা—হ্যাঁ, কমে গেছে।

ডাক্তার—আচ্ছা এবার সাবধানে চলবার চেষ্টা করত, কোন ভয় নেই আমি ধরে আছি। (ডাক্তারের হাত ধরে সে কম্পিত পদে দু" এক পা হাঁটলে) না না, নীচের দিকে চেয়োনা, মাথা সোজা করে চল, বাঃ বাঃ এই তো ঠিক হ'য়েছে।

(আরো দু' এক পা চলে এলিজাবেথের পা টল্‌মল্ করতে লাগল) এলিজা—উঃ ডাক্তার—"

(ত্রস্তে তাকে ধরে ফেলে সোফায় শুইয়ে দিয়ে) ডাক্তার—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে?

এলিজা—না, না, আমি ঠিক আছি, আমি, সত্যি কেবল পা দুটো আমার বইতে পারছে না, আর—আর কিছু না।

ডাক্তার—তা হ'লে তারা বড়ই অপদার্থ তো।····· ক্ষিদে কি রকম? খাবার তো পড়ে আছে দেখছি।

এলিজা—আমায় যা দেয়, খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করি সব সময়েই, কিন্তু তেমন ক্ষিদে কখনই বোধ করি না। (কি ভেবে নিয়ে) হ্যাঁ মনে পড়েছে, আচ্ছা, ডাক্তার বাবু, আমাকে মদ্য জাতীয় কিছু, মানে পোর্টার দেবার কথা যে বাবা আপনাকে বলেছেন, সেটা কি খুব উপকারী?

ডাক্তার—নিশ্চয়ই, একেবারে ধন্বন্তরী যাকে বলে।

এলিজা—ক্ষমা করবেন, দিনে দুবার পোর্টার খেয়ে আমার তো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, সত্যি ডাক্তার বাবু অসহ্য হ'য়েছে একেবারে।

ডাক্তার—কিন্তু রক্ত তৈরী করতে এমন জিনিষের জোড়া নেই। ব্রেক-ফাষ্টের সময় চপ বা মাংসের সঙ্গে এক পাইণ্ট পোর্টার পেলে আমি তো আর কিছুই চাই না।

এলিজা—(চমকে উঠে) ব্রেকফাষ্টের সময় ! ওরে বাবা, আমার কাছে অমন ভীষণ আর কিছু নেই। দেখতে খারাপ, গন্ধ আরো বিশ্রী, আর খেতে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। যে জিনিষের রূপ রস গন্ধ সবই জঘন্য, তা কখনও স্বাস্থ্যের অনুকূল হ'তে পারে না। আমি বাবাকে বললে কোন ফল হ'বে না, তাঁর বিরুদ্ধ কল্পনাই অসম্ভব। কিন্তু আপনি, লক্ষ্মীটি ডাক্তার বাবু, যে কোন অন্য জিনিষ, তা যত খারাপই হোক, ওর বদলে দেবার প্রস্তাব করবেন তাঁর কাছে—মিনতি করছি।

ডাক্তার—(সহাস্যে) আহা, বেচারা ! আচ্ছা, নিশ্চয়ই বলব।

এলিজা—ওঃ, অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। ডাক্তার—আচ্ছা ওর বদলে দুবার দু কাপ্ গরম দুধ খেতে রাজী আছ ?

এলিজা—দুধও আমার প্রিয় নয়। তবু যদি পোর্টারের হাত থেকে আমায় বাঁচান, তবে সারাদিন ধরে দুধ খেতে রাজী আছি।

(পরিচারিকা উইল্‌সনের প্রবেশ, সুশ্রী সুবেশা তরুণী)

উইল্‌সন—মনিব বল্লেন যে ডাক্তারবাবু যেন তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করে যান্।

ডাক্তার—নিশ্চয়ই। (ঘড়ী দেখে) এঃ অনেক দেরী হয়ে গেছে, তিনি পড়বার ঘরে আছেন তো ?—আচ্ছা, গুডবাই মিস্ এলিজাবেথ।

এলিজা—গুড্ বাই (নিম্নস্বরে) ভোলেন্ নি তো ?

ডাক্তার—কি ?

এলিজা—(বানান করে) P-o-r-t-e-r,

ডাক্তার—(সহাস্যে) ওঃ হ্যাঁ। এখুনি বলব তাঁকে।

এলিজা—অসংখ্য ধন্যবাদ।

(ডাক্তারের প্রস্থান)

(ডাক্তার মিঃ চেম্বার্সের প্রস্থানের পর)

এলিজা—(উত্তেজিত ভাবে) শীগ্‌গীর, উইলসন, ওটা আমার সামনে থেকে এই মুহূর্ত্তে সরিয়ে নিয়ে যাও, এক্ষুণি।

উইল্—(হতভম্ভ হয়ে) কি মিস্ ?

এলিজা—ওটা খাবার নামে হৃদ্‌কম্প হ'চ্ছিল তাই কেবল সময় পিছিয়ে দিচ্ছিলুম।

উইলসন্—ওঃ! আপনার পোর্টারের কথা বলছেন ?

এলিজা—হাঁ, ডাক্তার বল্লেন আর খেতে হবে না। যাও, যাও, নিয়ে, যাও, আর দেখ আমার কাছে ওর নাম কোরনা কখনও।

উইল্—কিন্তু পোর্টার না খেলে কি—

এলিজা—(দুই হাতে কান চেপে অসহিষ্ণুভাবে) আঃ, বলছি নাম উচ্চারণ কোরনা, নিয়ে যাও দয়া করে লক্ষ্মীটি!

উইল—যে আজ্ঞা—(এলিজাবেথকে স-শব্দে হাস্‌তে দেখে ট্রে হাতে চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল।)

(হেনেরিটার প্রবেশ—সে অপূর্ব্ব সুন্দরী, তেজস্বী স্বভাবসম্পন্না)

হেনে—তুমি অত হাসছ কেন এলা ?

এলিজা—উইলসন্ ভাবছে আমি পাগল হ'য়ে গেছি।

উইল্—পাগল ? না, না আমি তো—

এলিজা—(হাস্‌তে হাস্‌তে) তুমি ঐ কদর্য্য জিনিষটা সরাবে কি না ?

উইল—এই যে, যাচ্ছি (প্রস্থান)

হেনে—বাপ্, আজ আমাদের যা তৃপ্তিকর ডিনার হ'য়েছে তা আর কহতব্য নয়। প্রাণ গেছে বল্লেই হয়।

এলিজা—কেন, বাবা কি—

হেনে—হ্যাঁগো, তিনি ছিলেন এবং সব চেয়ে শোচনীয় মেজাজে ছিলেন। খিটখিট্ করা খারাপ মানি, রাগে চীৎকার করা আরো খারাপ, কিন্তু অন্ধকার মুখে চুপ করে থাকা সব চেয়ে অসহ্য।

এলিজা—তা ঠিক। বোধ হয় কিছু—

হেনে—বোধ হয় টোধ হয় না, সকলেই খাওয়ার সম্বন্ধে কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর রুক্ষ চাউনি দেখে কারুর কথাই ঠোঁটের সীমার বাইরে এল না। এই আধঘণ্টা ধরে শুধু নিস্তব্ধ ঘরে ছুরী কাঁটার শব্দ হ'য়েছে, তিনি উঠে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, বাবা।

এলিজা—এখন বোধ তিনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছেন?

হেনে—হ্যাঁ।—আমাদের সকলের মধ্যে তুমিই তাঁর বেশী প্রিয়।

এলিজা—ছিঃ, হেনা!

হেনে—(এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে অনুতপ্তস্বরে) আমায় মাপ কর এলা, ও কথা বলা উচিৎ হয় নি। তবে আমি হিংসে করছি না। পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে তোমার স্বস্থতাই আমার শ্রেষ্ঠ কাম্য তা তো জানো ভাই!

এলিজা—জানি বৈ কি। বোকা মেয়ে কোথাকার। তবে বাবার অমন নিন্দে করতে নেই, সব ছেলে মেয়েই তাঁর সমান প্রিয়।

হেনে—হ'তে পারে। তবে যে রকম অবস্থা তাঁর, এখন কোন শুভ সংবাদ পেলেও আরো ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠবেন (হঠাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে) এলা, ডাক্তার তোমার অবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট হন নি তো? আরো কি খারাপ বোধ করছ?

এলিজা—না, না, আমি সেই এক রকমই আছি, ভালও নয় মন্দও নয় আগের চেয়ে।

(আরাবেলের প্রবেশ—সে দীর্ঘাঙ্গী শ্যামলী, গম্ভীর প্রকৃতির।)

আরা—ও, তুমি এখানে হেনেরিটা! এই নাও বাবা তোমায় চিঠি দিয়েছেন।

হেনে—আমাকে? কি সর্ব্বনাশ, বাবা যখন কথা না বলে চিঠি পাঠান তখনই জানি ঝড়ের পূর্ব্ব সূচনা—দেখি (পড়তে লাগল)

"তোমার পিসে, পিসিমা, তাঁদের মেয়ে বেলাকে নিয়ে লণ্ডনের কেন্ট্‌স্‌ হোটেলে এসে উঠেছেন খবর পেলুম। বেলা ও তার ভাবি স্বামী মিঃ বেভন কাল তিনটের সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আরাবেল ও তুমি অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থেকো। এলার শরীর ভাল থাকলে তাদের ওপরে নিয়ে দেখা করিও। আগামী বৃহস্পতিবার তাঁদের স-পরিবারে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছি।"

আরা—এখন বোঝা গেল ডিনারের সময় কেন বাবা অত অপ্রসন্ন হ'য়ে ছিলেন।

হেনা—লোকের সঙ্গে মেলামেশা বা ভদ্রতা দেখানো বাবা খুবই ঘৃণার চোখে দেখেন, দায়ে পড়ে যখন তা করতে হ'চ্ছে তখন রেগে যাবেনই তো।

এলিজা—এটা কি তোমার ন্যায্য কথা হ'ল হেনা? বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের তিনি আলাপ করতে দিতে অসম্মত হ'ন না।

হেনে—হ্যাঁ, তাঁর অনুপস্থিতিতে কদাচিৎ কাউকে এক কাপ্‌ চা খাওয়াতে পারি বটে। যাক্‌গে—সব চেয়ে রাগ হ'চ্ছে এই ভেবে, কাল ঠিক ৩টের সময় এক বন্ধুর আসবার কথা আছে তাঁকে বাধ্য হ'য়ে বিদায় দিতে হবে।

আরা—বিদায় দেবে কেন, বেলা বা তার স্বামী তোমার বন্ধুকে তো খেয়ে ফেলবে না।

হে—(রাগত ভাবে), তাতে তোমার কি দরকার! আমার ব্যাপারে অন্য কারুর হস্তক্ষেপ আমি পছন্দ করি না।

(স-শব্দে দরজা বন্ধ করে দ্রুত পদে প্রস্থান করলে)

আরা—ওমা, কি হবে, আজ ওর হ'ল কি? অন্যদিন ক্যাপ্টেন কুকের বিষয়ে ঠাট্টা করলে রাগেনা তো, বরং হাসে।

এলিজা—এখন ঘনিষ্টতা আরো জটিল হয়েছে বোধ হয়।

আরা—অসম্ভব। দু বছর আগে মিঃ পালফ্রে ওকে যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, বাবার সঙ্গে তাঁর কি সংঘর্ষ মনে নেই তোমার?

এলিজা—সে মনে রাখতেও ভয় করে।

আরা—বাবা প্রাণ থাকতে এ পরিবারের কাউকে বিয়ে করতে দেবেন না হেনেরিটা এখনও তা বুঝতে পারেনি? তুমি আর আমি একরকম শান্তিতে আছি। কোন ভদ্রলোক ভুলেও আমাদের প্রতি আসক্ত হয় না।

এলিজা—(হাস্য সহকারে) আমার প্রতি!!

আরা—হ্যাঁ, বাবা থাকুন বা না থাকুন এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিন্তু যখন তুমি সুস্থ সবল ছিলে তখনও কোন প্রণয় -ব্যাপার তোমার দেখিনি।

এলিজা—(রহস্য করে) তখনও কোন ভদ্রলোক আমার ভেতর আকর্ষণীয় কিছু পায়নি বোধ হয়।

আরা—বাঃ তা কেন, তখন তুমি খুবই সুন্দর ছিলে।

এলিজা—ক্যাপ্টেন্ কুককে কেমন দেখতে? সুন্দর?

আরা—হ্যাঁ নিশ্চয়। তবে তিনি কথা খুব কম বলেন, কেবল মুগ্ধ হয়ে হেনেরিটার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

এলিজা—সত্যি সে অপরূপ সুন্দরী।

আরা—কিন্তু বাবা যদি আভাসেও ক্যাপ্টেন্ কুকের অভিপ্রায় জানতে পারেন সেই মুহূর্ত্তে গলা ধাক্কা দেবেন।

এলিজা—বেচারা হেনেরিটা। (হেনেরিটা দ্রুতপদে পুনঃ প্রবেশ করে আরাবেলাকে চুম্বন করলে) হেনে—আমি বড় অন্যায় করেছি ভাই।

আরা—না ভাই সত্যি তোকে রাগাবার জন্যে কিছু বলিনি।

হেনে—(কপট গাম্ভীর্য্যে) তা বলনি শুধু অসন্তুষ্ট করেছিলে। (হেসে উঠে) ওঃ আমি ঠিক বাপ্ কা বেটী!

এলিজা—বেলারা এলে আরাবেল তাদের আমার কাছে নিয়ে আসবে, তুমি সেই সময় ড্রয়িং রুমে ক্যাপ্টেন্ কুকের সঙ্গে দেখা করতে পার।

হেনে—(এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে) এই রকম বুদ্ধির জন্যেই তোমার এত সুনাম্ এলা!

এলিজা—কিন্তু ঠিক সাড়ে তিনটের সময় আমার ঘর খালি হ'য়ে যাওয়া চাই। মিঃ ব্রাউনিং আসবেন সে সময়।

হেনে—বাঃ তবেই তো মুস্কিল! অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তুমি পত্রালাপ কর জানি, কিন্তু তাদের অনেক উপরোধেও কিছুতে দেখা করতে চাওনা তো—আর—মিঃ ব্রাউনিংএর বেলায় ব্যতিক্রম করলে কেন? শুনেছি তিনি আবার নাকি আশ্চর্য্য সুন্দর লোক!

এলিজা—(সহাস্যে) আঃ, হেনা তুমি শাসনের বাইরে চলে গেছ দেখছি।

আরা—মিঃ কেনন্ বলছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি খুব উৎসুক।

হেনে—কিন্তু তুমি সেদিন নিজেই বল্লে যে দেখা করতে চাও না?

এলিজা—বলেছিলুম এবং এখনও বল্‌ছি।

হেনে—কেন?

এলিজা—(শান্তস্বরে) মনে মনে আমি ভীষণ ভীরু, লোকে আমার কবিতা পড়ে কল্পনা করে বুঝি কবিও তেমনি সুন্দর, জীবন্ত, সুষমাময়। আমায় চাক্ষুষ দেখলে তাদের সব স্বপ্ন চুরমার হ'য়ে যাবে—এই আমার ভয়।

হেনে—কক্ষণো না। এখনও তুমি ছবির মত মনোরম আছ।

এলিজা—(হাস্‌তে হাস্‌তে) গাইড্‌ বুকে যেমন ধ্বংস স্তুপের বর্ণনা থাকে ঠিক সেই রকম না?

হেনে—যাঃ আমি বুঝি তাই বল্‌ছি—

এলিজা—তা জানি হেনা। মিঃ ব্রাউনিং এর জেদের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে শেষকালে সম্মতি দিলুম আজ। তবে তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গের শোচনীয় দৃশ্যের সামনে আমি অন্য কোন দর্শক রাখতে চাই না। তাই বলছিলুম তখন ঘর খালি চাই।

(অক্টোভিয়াসের প্রবেশ—সে আঠারো বছরের যুবক)

অক্টো—কেমন আছ এলা, আজ?

এলিজা—ভালই।

আরা—অকি বাবার চিঠি পড়ো।

অক্টো—(চিঠি পড়ে) বৃহস্পতিবার তাহলে বিষম ব্যাপার হ'বে তো।

(একে একে অন্যান্য ভাই সেপ্টিমাস্,অ্যালফ্রেড্‌ চার্লস্‌ হেনরীও জর্জ্জের প্রবেশ, বয়সের পার্থক্য পরস্পরের খুবই কম, প্রত্যেকেই পীড়িতা ভগ্নীর কুশল প্রশ্ন করলে এবং সে একই উত্তর দিলে)

অক্টো—সবাই শুনছ? হিডলী-পরিবার গায়ের জোরে বাবার কাছে নিমন্ত্রণ আদায় করেছে এই বৃহস্পতিবার!

চার্লস্‌, অ্যাল্‌ফ্রেড—সর্ব্ব রক্ষে, বল কি ?

হেন্‌রী—শুভ খবর। তাঁরাও আমাদের মতন পরমানন্দে ডিনার উপভোগ করবেন, আজ যেমন হ'য়েছে।

সেপ্টিমাস্‌—এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ একটা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

জর্জ্জ—তোমরা শুনে খুসী হবে বোধ হয়, যে বাবা আগামী সপ্তাহে প্লাইমাউথে যাচ্ছেন কি একটা কাজে এবং…(এলিজাবেথ ছাড়া সমস্ত ভাই বোন সমস্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠল)

হেনে—বল, বল জর্জ্জ "এবং" ?

জর্জ্জ—এবং পনেরো দিনের আগে ফিরছেন না। (সকলের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত)

হেনে—ওঃ জর্জ্জ ! কি শুভ সংবাদ !
কি করি ভেবে পাচ্ছিনা, আচ্ছা তুমি "পোলকা" নাচতে পারো ?

জর্জ্জ—ছেলেমানসী করনা হেনা।

হেনা—বেশ তবে আমি একলাই নাচচি।

(গুণ গুণ করে গান গেয়ে সে নাচ আরম্ভ করে দিলে, অন্য সবাই কৌতুকোজ্জ্বল মুখে দেখছে অক্টোবিয়াস মাথা নেড়ে, হাঁটুর ওপর তাল দিচ্ছে, এমন সময় নিঃশব্দে দ্বার খুলে এডয়ার্ড ব্যারেটের প্রবেশ, বয়স যাট, স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিত দেহ)

এলিজা—বাবা ! (মুহূর্ত্তে একটা অশান্তিকর স্তব্ধতা, ঘরের মাঝখানে হেনেরিটা গাউনের প্রান্ত হাতেই বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ব্যারেট পলকের জন্য ভাব লেশহীন দৃষ্টিতে ঘরের অবস্থা দেখে নিলেন) শুভ সন্ধ্যা বাবা ! (প্রত্যুত্তর না দিয়ে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্নি স্থানের কাছে এসে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন, অখণ্ড নীরবতা, সকলে স্পন্দন রহিত)

ব্যারেট—(কঠোর স্বরে) আমি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছি। (একটু চুপ করে) তোমাদের বলা হয়েছিল এ ঘরে তিনজনের বেশী ভিড় না হয়। সে কথা তোমরা অমান্য করেছ। কোন রকম উত্তেজনা তোমাদের পীড়িতা বোনের পক্ষে খুবই খারাপ জেনেও বেয়াড়া শিশুর মত তার কাছে লাফালাফি করছ। আমি এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

(হেনেরিটা চেষ্টা সত্ত্বেও খুক্ করে হেসে ফেল্লে)

আমি আশাকরি কোন মজার কথা বলিনি হেনেরিটা !

হেনে—আমি—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি বাবা।

ব্যারেট—আমি যখন এলুম ঠিক সে সময় তোমরা কি করছিলে জিজ্ঞেস করতে পারি ?

হেনে—কি রকম ভাবে পোল্‌কা নাচে এলাকে তাই দেখাচ্ছিলুম।

ব্যারেট—বটে ! (আবার নিঃশব্দ)

অক্টো—(ভীতভাবে) আচ্ছা, এলা এবার আমি বিদায় নিতে পারি এবং—

ব্যারেট—আপনি যদি দয়া করে আমার কথা শেষ করবার অনুমতি দেন তো বাধিত হই।

অক্টো—ও, মাপ করবেন। ভেবেছিলুম আপনার বক্তব্য শেষ হ'য়েছে

ব্যারেট—(রুক্ষস্বরে) তুমি কি অশিষ্টতা করছ না ?

অক্টো—আজ্ঞে বাস্তবিক—আমি মোটেই—

ব্যারেট—যে আজ্ঞা—এখন—

এলিজা—(আকুল ভাবে) আমার সম্বন্ধে যদি আপনি অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন বাবা তা'হলে বাস্তবিক বলছি মাঝে মাঝে একটু গোলমাল আমার ভালই লাগে। (একটু থেমে) আর—আর সব ভাই বোনকে একত্রে

দেখা আমার তো খুবই আনন্দজনক মনে হয়, এ:তে বোধ হয় শরীরের ক্ষতি হ'বে না।

ব্যা— এলিজাবেথ ! তোমার ভালমন্দের শ্রেষ্ট বিচারক তুমি নও এ কথা বল্লে আমায় মাপ করবে আশাকরি এবং ঐ কথা বলবার জন্যই এসেছি। ডাক্তার চেম্বার্স বল্লেন তুমি জোর করে পোর্টার বন্ধ করার অনুমতি আদায় করেছ তাঁর কাছে ?

এলিজা—বেশী অনুরোধের দরকার হয়নি বাবা! পোর্টার আমি ঘৃণা করি শুনে তখুনি তিনি তার বদলে দুধের ব্যবস্থা দিলেন। প্রবল ঘৃণার সঙ্গে ওষুধ খেলে তাতে কোন সুফল হয় বলে মনে হয় না।

ব্যারেট—আমি তো এই মাত্র বল্লুম তোমার ভাল মন্দের শ্রেষ্ঠ বিচারক তুমি নও স্বেচ্ছাচারের চেয়ে অনুবর্ত্তিতা বেশী মঙ্গলকর তা বোধ হয় নতুন করে বোঝাতে হবে না !

এলিজা—আপনি যদি ভেবে থাকেন দুধ খেতে চাওয়া আমার লোভনীয় স্বেচ্ছাচারিতা তা হলে আপনার ধারনা ভুল বাবা দুধও আমি পছন্দ করি না, তবে পোর্টারের চেয়ে একটু ভাল, এই যা।

ব্যারেট—এ ক্ষেত্রে তোমার পছন্দ অপছন্দের প্রশ্নই আসতে পারে না।

এলিজা—কিন্তু বাবা—

ব্যারেট—শোন তোমার মঙ্গল ছাড়া আমি আর কিছু দেখতে চাই না। যদি পোর্টার না খাও আমায় ভীষণ অসন্তুষ্ট করবে বলে দিচ্ছি।

এলিজা—(নিরুপায় ভাবে) কিন্তু ডাক্তার যখন—

ব্যারেট—তর্ক কোরনা, ডিনারের সময় পোর্টার খেয়েছিলে ?

এলিজা—না।

ব্যারেট—তবে শোবার আগে নিশ্চয় খাবে।

এলিজা—না বাবা, এটা আমার ওপর অত্যন্ত পীড়ন করা হ'বে। ঐ কদর্য্য জিনিষ আমি প্রাণ থাকতে খেতে পারবনা!

ব্যারেট—বেশ, তোমায় জবরদস্তি করতে চাইনা, তুমি এখন শিশু নও। তবে তোমার স্বভাবের উন্নতির—চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। এক পাত্র পোর্টার তোমার বিছানার পাশে থাকবে এবং আশা করি কাল সকালে আমায় বলতে পারবে যে তুমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেছ!

এলিজা—আমি খুবই দুঃখিত বাবা, কিন্তু কিছুতেই তা পারবনা।

ব্যারেট—হেনেরিটা যাও রান্নাঘর থেকে এক পাত্র পোর্টার নিয়ে এস।

হেনে—না।

ব্যারেট—তোমার কাছে হাত জোড় করতে হ'বে?

হেনে—(ক্রোধকম্পিত স্বরে) এটা পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, এলা পোর্টার দারুণ ঘৃণা করে আপনি জানেন। ডাক্তার ওকে মুক্তি দিলে অথচ আপনি যন্ত্রনা দিচ্ছেন, কারণ ওটা আপনার প্রিয় স্বভাব।

ব্যারেট—তোমায় আমি পোর্টার আনতে বলেছি।

হেনে—আমি আনবনা।

ব্যারেট—কতবার বলতে হ'বে তোমায়? (হঠাৎ চীৎকার করে) এই মুহুর্ত্তে যাও।

এলিজা—(তীক্ষস্বরে) বাবা! হেনেরীটা যাও এখুনি নিয়ে এস, আমি আর সইতে পারছি না এসব।

হেনে—না আমি কিছুতেই—

এলিজা—লক্ষীটি হেনা যাও আর কষ্ট দিওনা। (একমুহূর্ত্তে কি ভেবে হেনেরিটা চলে গেল)

ব্যারেট—(কিছুক্ষণ নীরবতার পর শান্তভাবে) এবার তোমরা সবাই যেতে পার।

(ভাইবোনেরা প্রত্যেকে এলিজাবেথকে শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করে প্রস্থান করলে, ব্যারেট একভাবে দণ্ডায়মান, এলিজাবেথ উদাস দৃষ্টে—দ্বার পথে চেয়ে আছে, কিছুক্ষণ পরে হাতে ট্রের ওপর পোর্টারের পাত্র নিয়ে হেনেরিটা প্রবেশ করে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল)

এলিজা—আমায় দাও হেনা। (তার হাত থেকে পাত্র নিয়ে মুখে তুলতে যাবে, হঠাৎ ব্যারেট এসে বাধা দিলেন)

ব্যারেট—না। (ট্রে নিজের হাতে নিয়ে হেনেরিটাকে) তুমি যেতে পার। (সে রাত্রির অভিবাদন জানাতে বোনের কাছে এগিয়ে যেতেই ব্যারেট তাকে সরিয়ে দিলেন) যাও। (তাঁর দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত করে হেনেরিটা প্রস্থান করলে)

(ব্যারেট ম্যাণ্টাল পিসের ওপর পানপাত্র রেখে সোফার কাছে এসে এলিজাবেথের অপলক ভীতি বিস্ফারিত চোখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন)

ব্যারেট—এলিজাবেথ!

এলিজা—(অস্ফুটস্বরে) আজ্ঞে!

ব্যারেট—(হাত দিয়ে তার মাথা পিছনে ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে) তুমি অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন এলা? ভয় পেয়েছ?

এলিজা—(পূর্ব্ববৎ) ন্—না।

ব্যারেট—তুমি কাঁপছ যে, কেন?

এলিজা—কি জানি—আমি—আমি জানি না।

ব্যারেট—আমাকে ভয় করছে? (সে কি বলবার চেষ্টা করলে)

না, না, সে কথা তুমি বলোনা। সে চিন্তাও আমার অসহ্ (পাশে বসে তার হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন) এলা, তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার কেউ নেই তাতো জানো। যদি আমায় ভালবাস তা'হলে কখনই ভয় পেতে পারনা। তুমি আমায় ভালবাস? বল এলা, তোমার বাবাকে তুমি ভালবাস ?

এলিজ—(অস্ফুটে) হ্যাঁ।

ব্যারেট—(ব্যগ্রভাবে) তবে আমার কথা পালন হবে তোমার ভালবাসার সত্যতা প্রমাণ করবে তো ?

এলিজা—আমি কিছু বুঝতে পারছিনা আমি ত খেতে যাচ্ছিলুম—

ব্যারেট—হ্যাঁ, কিন্তু সে ভয়ে, ভালবেসে নয়। শোন, এলা তোমায় ত বলেছি আমাকে অমান্য করলে আমি খুবই অসন্তুষ্ট হ'ব, আমি পোর্টার ফিরিয়ে নিচ্ছি, তার জন্যে তোমায় তিরস্কার করবনা এবং তুচ্ছ অনুরোধ রক্ষা না করে তোমার বাবাকে যে কি রকম আহত করলে তারও কিছু মাত্র আভাস আমার কাজে বা ব্যবহারে তুমি জানতে পারবে না।

এলিজা—ওঃ, বাবা থামুন! এ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা হ'চ্ছে। দিন্ আমায় পোর্টার—

ব্যারেট—তুমি স্বেচ্ছায় খাচ্ছ, আমার প্ররোচনায় নয়, মনে থাকে যেন।

এলিজা—ও কথা ভুলে যেতে দিন, সামান্য একপাত্র পোর্টার যদি সমস্ত বাড়ী অশান্তি পূর্ণ করে তোলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

(ব্যারেটের হাত থেকে পাত্র নিয়ে সে এক নিঃশ্বাসে সমস্ত পোর্টার গলাধঃকরণ করলে। পাত্র যথাস্থানে রেখে ব্যারেট উৎসুক ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে)

ব্যারেট—আজ অন্য দিনের চেয়ে শরীর খারাপ হ'চ্ছে কি ?

এলিজা—(ক্লান্তভাবে) না, বাবা।

ব্যারেট—ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছে ?

এলিজা—হ্যাঁ, ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছে।

ব্যারেট—তা হ'লে এখন আমার চলে যাওয়া উচিৎ। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটু প্রার্থনা করব ?

এলিজা—(নিস্পৃহস্বরে) করুণ।

(ব্যারেট নতজানু, করযোড়ে মুদিত চক্ষে উন্নত মুখে বসলেন। এলিজাবেথের যুক্ত কর, কিন্তু চোখ খোলা)

ব্যারেট—হে সর্ব্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, দয়া করে আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। তোমার কন্যা এলিজাবেথের দুঃখ যন্ত্রনার ভেতরেও দুর্জ্ঞেয় কল্যান নিহিত আছে। দীর্ঘদিন সে রোগ ভোগ করছে, যতদিন তুমি দয়া করে তাকে কাছে টেনে না নাও তত দিনই করবে। তোমার প্রিয়জনকেই তুমি দুঃখ দাও, তা যেন সে বুঝতে পারে। সে যেন ধৈর্য্য সহকারে যন্ত্রনা সহ্য করতে পারে।

তার আসন্ন স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তাকে প্রস্তুত কর। তার রাত্রি সমস্ত অপ্রিয় চিন্তা—বিমুক্ত কর। তোমার প্রিয় পুত্র যীশুখৃষ্টের নাম নিয়ে এই স-কাতর প্রার্থনা জানাই। আমেন্।

এলিজা—আমেন্।

(ব্যারেট দাঁড়িয়ে উঠে তার ললাট চুম্বন করলেন)

ব্যারেট—শুভ রাত্রি এলা।

এলিজা—(নির্ব্বিকারে) শুভ রাত্রি বাবা। (ব্যারেটের প্রস্থান)

(এলিজাবেথ স্থির হ'য়ে সম্মুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। উইল্‌সনের প্রবেশ)

উইল্—আপনি এখন শোবেন, মিস্ এলা?

এলিজা—উঃ, উইলসন্ আমি ক্লান্ত—অত্যন্ত ক্লান্ত। এর কি আর শেষ নেই?

উইল্—কিসের শেষ মিস্?

এলিজা—এই সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর জীবন্মৃততার?

উইল্—ছিঃ, ওকথা বলা উচিত নয়।

এলিজা—ঠিক, উচিত নয়। (একটু নীরব থেকে) আজকের রাতটা কি রকম উইলসন্?

উইল্—ভারী চমৎকার, বেশী ঠাণ্ডা নেই—আর সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

এলিজা—(ব্যগ্রস্বরে) সুন্দর চাঁদ! ওঃ। আচ্ছা এখান থেকে দেখা যাবেনা।

উইল্—ঠিক বলতে পারি না।

এলিজা—(অধীর হয়ে) পর্দ্দা সরিয়ে দাও, খড়খড়ির পাখি তুলে দাও উইল্সন্। (উইল্সন্ যথারীতি আদেশ পালন করতেই, জ্যোৎস্না-স্রোত এলিজাবেথের শীর্ণপাণ্ডুর মুখ পরিপ্লাবিত করে দিলে)

উইল্সন্—ঐ দেখুন ঠিক চিমনির ওপরেই চাঁদ।

এলিজা—(স্বপ্নাতুরভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, উইলসন্, লক্ষীটি আমায় একটু একলা থাকতে দাও। আলোটা নিবিয়ে দিও।

উইল—যে আজ্ঞে। (আদেশ পালনান্তে প্রস্থান)

(জ্যোৎস্না-স্নাতা এলিজাবেথ মুগ্ধ বিস্ফারিত চক্ষে চাঁদের প্রতি চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ নিঃশ্বাস দ্রুততর হ'য়ে তার সমস্ত শরীর অব্যক্ত আবেগে কাঁপতে লাগল, দুই হাতে সে মুখ ঢেকে ফেললে। নি-স্তব্ধ কক্ষে তার চাপা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(উক্ত বৃহস্পতিবারের অপরাহ্ন, পরদা অপসৃত, উন্মুক্ত আলোক-বিবরের মধ্য দিয়ে অজস্র সূর্য্যালোক ঘরে এসে পড়েছে। এলিজাবেথের সোফার পার্শ্বে ছোট টেবিলের উপর অভুক্ত আহার্য্য। সে পুরু রাগে পা ঢেকে অর্দ্ধশায়িতা ও আত্মবিস্মৃত ভাবে একটি বই পড়তে মগ্ন। ললাটের চূর্ণ অলকগুলি কখনো আঙ্গুলে জড়াচ্ছে, কখনো পাশে সরিয়ে দিচ্ছে। বাস্কেটে ফ্লাশ শুয়ে আছে)

এলিজা—(মুগ্ধ আবেগে)

"পরিপূর্ণ মহিমায় পুষ্প ওঠে হেসে,
তুচ্ছ করি কাঁটার সংঘাত—

(দ্বারে করঘাত এলিজাবেথের কর্ণগোচর হ'লনা পূর্ব্ববৎ কপালে হাত দিয়ে) "জীবনের রিক্ত পাত্র—(পুনরায় আঘাত)

ভরি' ওঠে মরণ সুধায়—

—কে ?

(উইলসনের প্রবেশ)

—ও, তুমি ? আমি লাঞ্চের জন্য প্রস্তুতই আছি।

উইল্—(বিমূঢ় হ'য়ে) আপনার লাঞ্চ খাওয়া তো হ'য়ে গেছে মিস্ এলা !

এলিজা—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ খেয়েছি বৈকি।—এই বইটা আমার ভারী ভাল লাগছে কিনা—

উইল—আপনি কেবল একটু মাছ খুটে খেয়েছেন পুডিং, জ্যাম কিছুই ছোঁন্‌নি দেখছি।

এলিজা—(একটু বিস্ময়ের সহিত আহার্য্যের প্রতি চেয়ে) ওঃ, তা আর কি করা যাবে, এখন সময় নেই আর। (সে আবার বইএ মন নিলে)

উইল—(মেজার গ্লাসে ওষুধ ঢেলে এনে) আচ্ছা, আপনার কোন দরকার যদি না থাকে, এখন ফ্লাশকে বেড়াতে নিয়ে যাই ?

(পাঠ মুগ্ধা এলিজাবেথ কোন উত্তর দিলেনা। ওষুধ তার সামনে ধরে)

—এটা খেয়ে ফেলুন।

এলিজা—(চোখ না তুলে হাত বাড়িয়ে ওষুধ নিয়ে) ধন্যবাদ।

উইল—ব্লাইণ্ডগুলো একটু নামিয়ে দিই, আপনার পক্ষে বেশী রোদ ভাল নয়। (সে আলোক বিবরগুলি অর্দ্ধোন্মুক্ত করে রাখলে)

এলিজা—(তেমনি ঔষধ পাত্র হাতে পুস্তকাবদ্ধ দৃষ্টিতে) ধন্যবাদ।

উইল—আপনার ওষুধ—

এলিজা—ওঃ। (বিকৃত মুখে ঔষধ পানান্তে উইলসন্‌কে পাত্র প্রত্যর্পণ করে)—উইলসন্‌ দরজাটা খুলে রাখো, আজ কয়েকটী বন্ধু আসবেন। আহা, জান্‌লাটা খুলে রাখতে পারলে বড় ভাল হত।

উইল—(চমকে উঠে) জান্‌লাখুলে—

এলিজা—(দীর্ঘনিঃশ্বাস)—

জানি ডাক্তারের কড়া নিষেধ। থাক্—দরজাই খুলে দাও ভাল করে।

উইল—তাহলে ভাল করে আপনাকে চাপা দিই। (আকণ্ঠ র‍্যাগ টেনে দিয়ে) কে বন্ধু আসবেন ?

এলিজা—আমার পিস্‌তুতো বোন্ বেলা, তার ভাবি স্বামী আসবে। তারপর মিঃ রবার্ট ব্রাউনিং আসবেন।

উইল—ওমা, তাই নাকি। যে ভদ্রলোক প্রায় আপনাকে ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দেন?

এলিজা—হ্যাঁ। (সে আবার পড়তে লাগল)

উইল—হাত দুটো ঢেকে রাখলে ভাল হতনা? এই বসন্ত কালের হাওয়া বড় খারাপ।

এলিজা—(উত্তেজিত হয়ে উঠল) না,—আমি পারবনা, কক্ষনো না।

উইল—মাপ করবেন মিস্—।

এলিজা—(সহসা কোমল স্বরে) উইল সন!

উইল—আজ্ঞে!

এলিজা—(পূর্ব্ববৎ) আচ্ছা, আজ আমার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখছ কি?

উইল—অস্বাভাবিকতা?

এলিজা—হ্যাঁ, যেমন—বুদ্ধিহীনতা বা জড়তা এই রকম কিছু?

উইল—না, না, তবে একটু অন্যমনস্ক দেখছি, আর কিছু নয়।

এলিজা—আমার পাগল মনে হচ্ছে না তো?

উইল—ভগবান্ রক্ষে করুন! পাগল? বলেন কি?

এলিজা—মনে হচ্ছেনা তো?, আচ্ছা এটা মন দিয়ে শোন ত, কি মনে হয়—

মেঘাবৃত আকাশের অন্ধকার-শেষে
দীপ যদি জলে অকস্মাৎ,
পরিপূর্ণ মহিমায় পুষ্প ওঠে হেসে
তুচ্ছ করি কাঁটার সংঘাত।

জীবনের রিক্ত পাত্র ভরি ওঠে মরণ সুধায়,
চোখে লাগে স্বপনের ঘোর,
আনন্দের গীতোচ্ছল নির্ঝর ধারায়
মিশে যায় অশ্রুর সায়র।

উইলসন—(উচ্ছসিত হয়ে)—এটা যে খুব সুন্দর শুধু এই টুকুই বলতে পারি।

এলিজা—এর মানে বুঝতে পারলে ? উইল—না মিস্।

এলিজা—তোমার মনের কোন কথার সঙ্গে মেলে ?

উইল—না মিস্। কবিতা মানুষের জীবনের সঙ্গে মেলেনা। বিশেষতঃ আপনার কবিতা সম্পূর্ণ স্বর্গীয় !

এলিজা—(সহাস্যে) এটা কিন্তু আমার নয়, মিঃ ব্রাউনিংএর লেখা।

উইল—তিনি তো বেশ প্রতিভাবান দেখছি।

এলিজা—নিশ্চয়ই। (উইলসন্ ফ্লাশকে তুলে নিয়েছিল, তাকে নিজের কোলে নিয়ে) কি রে ফ্লাশি, বেড়াতে যাচ্ছিস ? দুষ্টমী করিস্নি যেন। আজ একে কোথায় নিয়ে যাবে উইলসন্ ?

উইল—পার্কে যাব ভাবছি।

এলিজা—বেশ, ফুলগুলো ভাল করে দেখতে ভুলোনা, ফিরে এলে তাদের কথা শুনব। ল্যাবারনাম এতদিনে ফুরিয়া গেছে বোধ হয়, তবে যে টিউলিপ, নতুন গোলাপ নিশ্চয়ই অজস্র ফুটেছে—ওঃ ফ্লাশ, আমি যদি তোর সঙ্গে বাইরে যেতে পারতুম—আমার যা কিছু দান করে দিতুম তার বিনিময়ে। (ফ্লাশকে উইলসনের হাতে প্রত্যর্পণ করতে সে বেরিয়ে গেল)

অক্টোভিয়াস—(বাইরে থেকে) ঘরে যেতে পারি।

এলিজা—এস, অকি! (অক্টোভিয়াসের প্রবেশ) এমন সুন্দর বিকেল বেলায় তুমি ঘরের কোণে কি করে রয়েছ! আশ্চর্য্য।

অক্টো—বাবার হুকুম, প্রণয়ী যুগলের অভ্যর্থনা করতে হবে।

এলিজা—কেন, আরাবেল, হেনেরিটা তো আছে!

অক্টো—বাবার হুকুম অন্ততঃ একজন পুরুষও বাড়ীতে থাকা দরকার। তাঁর যে কথা সেই কাজ হওয়া চাই-ই। ঠিক্ না?

এলিজা—(স-নিঃশ্বাসে) ঠিক্। তবে আজ একটু মুস্কিল আছে, বেলারা যখন আসবে, ঠিক ঐ সময়ে ক্যাপ্টেন্ কুক্ আস্ছেন হেনেরিটার সঙ্গে দেখা করতে।

অক্টো—এই রে! তারপর?—

এলিজা—আমি বলছি যে বেলা ও মিঃ বেভনকে নিয়ে আরাবেল যখন ওপরে আসবে, তুমিও সেই সঙ্গে এস। তা'হলে হেনেরিটা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ একান্তে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে।

অক্টো—ওঃ, তাই বল! কিন্তু এতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

এলিজা—মোটেই না।

অক্টো—কিন্তু এরকম অবৈধ প্রেমকে উৎসাহিত করা কি উচিত?

এলিজা—নিশ্চয়, খুব উচিত।—দেখ, অকি, কাল যখন তোমরা ছয় ভাই আমাকে নৈশ অভিবাদন জানিয়ে এঁকে একে চলে গেলে, হঠাৎ আমার মনে হল তোমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণহীন স্বতঃচালিত যন্ত্র।

অক্টো—কি সর্ব্বনাশ।

এলিজা—ঠিক যন্ত্রের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে উঠছ, খাচ্ছ কাজ করতে যাচ্ছ, আবার যন্ত্রের মত বাড়ী ফিরে ডিনার খেয়ে ঘুমোতে যাচ্ছ।

অক্টো—কিন্তু—

এলিজা—একটু ভিন্ন প্রকৃতির হলেও আরাবেলেও প্রকারান্তরে তাই। জীবনকে গতিশীল প্রাণবন্ত করতে যা কিছু বিদ্রোহ, উত্তেজনা, সাহস, ভালবাসা, সরলতা—তোমরা সব কেটে নির্ম্মূল করে দিয়েছ।

অক্টো—সে জন্যে আমরা দায়ী নই ভাই। বাবাই নিপুণ হাতে এই অস্ত্রোপচার করেছেন।

এলিজা—তা জানি।

অক্টো—এখন না হয় তোমার অসুখ। কিন্তু সুস্থ থাকলেই বা তুমি কি করতে? বাবার ওপর নির্ভর করে সকলকেই বাঁচতে হচ্ছে, হবে এবং এই রকম ভাবেই মরতে হবে। তুমি কি বিদ্রোহ করতে বল?

এলিজা—না, তবে সহ্য করতেও বলিনা নির্ব্বিবাদে। নিজের সত্তা বাঁচিয়ে রাখো। আমার ভয় হয় পাছে তোমরা প্রত্যক্ষ মৃত্যুকে জীবন ভ্রম করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো। হেনেরিটার ভিতরেই একটু যা প্রাণের দীপ্তি আছে।

অক্টো—বিরুদ্ধ আচরণ করে তারই বা কি লাভ? রোজকার চেয়ে দুএকটি বেশী পদাঘাত ভাগ্যে জুটবে বৈ ত নয়।

এলিজা—কিন্তু চেতনার জন্য পদাঘাতেরও প্রয়োজন আছে।—শান্তি যদি চাও হেনেরিটাকে বাধা দিও না, যদিও ওর—অনেক দুঃখ আছে বুঝতে পারছি।

অক্টো—নিশ্চয় আছে।

এলিজা—অনড় জড়তার চেয়ে সে দুঃখ সহস্র গুণে ভাল।

অক্টো—বেশ তা যেন হল কিন্তু তোমার কি গতি হবে?

এলিজা—আমার?

অক্টো—হ্যাঁ, আমরা না হয় সাধ্যমত বাঁচবার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু তুমি যে কোনদিন কিছু বিরুদ্ধ সংগ্রাম করতে পারবে তা তো মনে হয় না; কাল শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে পোর্টার খেতে হলই তো?

এলিজা—(শুষ্ক হাস্য) ওঃ, আমার কথা-আমি ভাবিনা, তোমাদের সামনে এখনও আশাপূর্ণ ভবিষ্যত বিস্তৃত আছে। আমার তো দিন ফুরিয়ে গেছে।

অক্টো—ছিঃ, ওকথা বোলনা।

(হেনেরিটার প্রবেশ) হেনেরিটা—একি, তুমি এখানে কি করছ, অকি?

অক্টো—(গম্ভীর মুখে) বাবার হুকুম। তিনি কোন রকমে জানতে পেরেছেন যে ক্যাপ্টেন্ কুক এখানে বিশেষ উদ্দেশ্যে আস্ছেন তাই তাঁকে অর্দ্ধ-চন্দ্র দেবার ভার দিলেন আমাকে।

হেনেরিটা—(সন্ত্রস্ত রুদ্ধস্বরে) তিনি কি করে জানলেন? নিশ্চয়ই এলা কিম্বা আরাবেল—

এলিজা—অকি ভারী দুষ্টু, না রে সব মিথ্যে কথা।

অক্টো—রাগ কোরনা, ঠাট্টা করছিলুম।

হেনেরিটা—(গরম স্বরে) ঐ জন্য তোমায় দুচোখে দেখতে পারি না।

অক্টো, ইচ্ছে হয় তো আমায়, একটা চড় মারো।

হেনেরিটা—(হেসে ফেলে)—যাও, ইয়ারকী ভাল লাগে না। ঐ, গাড়ীর শব্দ হল—(জানালার ধারে ছুটে গিয়ে) এলা, বেভন-পরিবার এসে পড়েছে। বাবাঃ, বেলার কি পোষাকের বাহার দেখ, চমৎকার। আর বেভনকে দেখে অকির নিশ্চয়ই হিংসে হবে, (অক্টোভিয়াসকে ঠেলে দিয়ে) যাও যাও, ওদের অভ্যর্থনা কর গিয়ে। আমি জান্লায় দাঁড়িয়ে

থাকি, ক্যাপ্টেন কুক এলেই পালাব, তখন তোমরা বেলাদের ওপরে এনো। যাও শীগগীর (তাকে ঠেলে দিয়ে দ্বার বন্ধ করে দিলে। তারপর আবার ছুটে জানালায় গিয়ে ব্যগ্রভাবে মুখ বাড়ালে) কটা বাজলো ?

এলিজা—(মৃদু হেসে) তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট।

হেনেরিটা—বেজে পাঁচ ?

এলিজা—হ্যাঁ।

হেনেরিটা—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বলেছিল তিনটে—(হঠাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে) আচ্ছা এলা আজ বৃহস্পতিবার, না ?

এলিজা—হ্যাঁ ভাই।

হেনেরিটা—(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) ও, তাই। আজ যদি সে ইউনিফর্ম্ম পরে আসে বেশ হয়, মিঃ বেভনের তাহলে নিশ্চয় দর্প চূর্ণ হবে। (এলিজাবেথ হাসলে) ঐযে এসেছে, (সে ছুটে চলে গেল)

এলিজা—দরজাটা বন্ধ করে যাও। (তৎক্ষণ সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটু হেসে এলিজা আবার বই তুলে নিলে)

(অক্টোভিয়াসের প্রবেশ)

অক্টো—এবার ওদের নিয়ে আসি ?

এলিজাবেথ—নিশ্চয়ই

(অক্টোভিয়াসের প্রস্থান)

(অক্টোভিয়াসের প্রস্থান, কিছুক্ষণ পরে, বেলা হিড্‌লীর প্রবেশ—সে আশ্চর্য্য সুন্দরী তরলস্বভাবা, ভাব প্রবণ, তার পেছনে আরাবেল, মিঃ বেভন ও অক্টোভিয়াস্। মিঃ বেভন অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র, কণ্ঠস্বর ও ব্যবহার মনকে আকৃষ্ট করে)

বেলা—(আনন্দ মধুর স্বরে) এলিজাবেথ— ।

এলিজা—(হাত বাড়িয়ে) এস— এস।

বেলা—(সোফার পাশে নতজানু হ'য়ে এলিজাবেথকে আলিঙ্গন করে) ওঃ, কতদিন পরে দেখা হ'ল এলা। কিন্তু আহা তোমার কি চেহারা হ'য়ে গেছে। শীর্ণ, পাণ্ডুর, যেন পাপড়ি ঝরা ফুলের মত— ।

এলিজা—তুমি কিন্তু ছোট বেলার চেয়ে আরও অনেক সুন্দর হ'য়েছ বেলা।

বেলা—(কপট রোষে) খোসামোদ করা হ'চ্ছে বুঝি ?—আচ্ছা, তোমাদের পরিচয় করে দিই। ইনি হচ্ছেন আমার—মিঃ হেনরী বেভন, আর মিঃ বেভন—এই মিস্ এলিজাবেথ ব্যারেট্।

বেভন—(মাথা নত করে)—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, মিস্ ব্যারেট্।

বেলা—(বেভনের হাত ধরে) না, না, ওকি তুমি—হ্যাণ্ড্ শেক্ কর এমন সুন্দর ছোট্ট, শীর্ণ হাতখানি।

বেভন—(এলিজাবেথের হাত নিজের হাতে নিয়ে স-সম্ভ্রমে চুম্বন করে)—শুধু তাই নয়, দীপ্ত প্রতিভাময় করপল্লব। আমি ধন্য হ'লুম মিস্ ব্যারেট্।

এলিজা—ধন্যবাদ। আপনাদের দুজনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার নিশ্চয় খুব সুখী হ'বেন মিঃ বেভন।

বেভন—ধন্যবাদ মিস্ ব্যারেট্, বাস্তবিক আমি ভাগ্যবান্।

বেলা—তোমার কবিতা আমার খুব ভাল লাগে এলা, বিশেষ যখন হেনরী পড়ে শোনায়।

বেভন—আমি আপনার কবিতার অত্যন্ত ভক্ত মিস্ ব্যারেট্।

এলিজা—আমার সৌভাগ্য।

অক্টো—আমার বাবার সঙ্গে এখনও আপনার দেখা হয়নি মিঃ বেভন।

বেভন—না, এখনও সে সৌভাগ্য লাভ হয়নি।

অক্টো—আলাপ হ'লে আপনি নিশ্চয় আনন্দ পাবেন।

বেলা—হ্যাঁ, সে আর বল্‌তে। মামা ভারী সাদাসিদে মানুষ, মা প্রায় সে কথা বলতেন। তবে মামার কতকগুলো গোঁড়া মতের জন্য বাবার সঙ্গে একটু গরমিল হ'য়ে গেছে, এই যা।

এলিজা—বিয়ের কবে স্থির হ'য়েছে ?

বেলা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, হেনেরিটা কোথায় ? বিয়ের দিন ? আগষ্টের প্রথমেই। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে) কৈ, হেনেরিটাকে দেখতে পাচ্ছিনা যে ?

অক্টো—সে এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে নীচে।

বেলা—ও, তাকে একটু দরকার ছিল। বন্ধু ? সেই ভদ্রলোকটি, যিনি নীচে বসে ছিলেন ?

এলিজা—হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন্ সার্টিস্ কুক্।

বেলা—বাবা, ক্যাপ্টেনের মতই চেহারা বটে ! ও, তা তিনি বুঝি হেনেরিটার বন্ধু ?

এলিজা—হ্যাঁ, তাকে কি দরকার বলছিলে ?

বেলা—তাকে আমি নীত কনে করতে চাই।

(হেনেরিটার প্রবেশ, বেলা লাফিয়ে উঠে তার হাত ধরে) এই যে, হেনেরিটা, এইমাত্র তোমার কথা বলছিলুম। তোমায় ভাই নীত কনে হ'তেই হ'বে বুঝ্‌লে ?

হেনেরিটা—নীত কনে ? ও, তোমার বিয়ের সময় ? বেশ তো,

আমি সানন্দে রাজি আছি, কিন্তু বাবা—তা তিনি বোধহয় আপত্তি করবেন না।

বেলা—আপত্তি করবেন? মামা? বাঃ, কেন?

হেনে—না, না, তিনি নিশ্চয়ই বাধা দেবেন না।

বেলা—বাঃ, বাধা দেবেন কেন? তোমায় তো কনে হ'তে বলছি না, শুধু নীত কনে হ'বে।

হেনে—তা জানি, কিন্তু—সে খুলে বলা শক্ত—

বেভন—(আশান্বিত ভাবে) বোধ হয় মিঃ ব্যারেট্ বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে নীত কনে রাখা অনাবশ্যক। সৌখীনতা মনে করেন!

হেনে—না, মিঃ বেভন তা নয়—এ হ'চ্ছে—(হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে) কি জানেন, এ বাড়ীতে তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছু হবার যো নেই। সমস্ত সভ্যদেশ থেকে ক্রীত-দাস-প্রথা বিলুপ্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাবা সেই দাসত্বপ্রথা পুনরুদ্ধার করে এ বাড়ীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমরা সকলেই তাঁর ক্রীতদাস।

আরাবেল—ছিঃ, হেনেরিটা!

(বেভন ও বেলা পরস্পরের দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইল)

হেনে—কেন' লুকাবার কি আছে? এলা, অকি! আমরা তাই নই? তাঁর অনুমতি বিনা আমরা এক পা চলতে পারি না, আমাদের প্রাণ বলে জিনিষ নেই, একজনেরও না। তোমায় সত্যি বলছি বেলা, সব কেবল তাঁর মেজাজ সাপেক্ষ।

অক্টো—চায়ের কতদূর?

হেনে—ইস্, বলতে ভুলে গেছি—চা তৈরী।

অক্টো—চল, চল সবাই, ক্যাপ্টেন কুক্ হয়তো এতক্ষণ সব খেয়ে ফেলেছে।

হেনে—তিনি চলে গেছেন। (সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল)

বেলা—(এলিজাবেথকে চুম্বন করে) তোমায় দেখে কি খুসী যে হলুম এলা। আমি আবার আসতে পারি শীগ্গীর! সেবার তোমায় আমি নিজস্ব ভাবে চাই—মানে আমি একলা আস্‌ব।

এলিজা—তোমার যখন খুসী এস, ভাই।

বেভন—আমায় বঞ্চিত করবে কেন ?

বেলা—কারণ একজন বিশেষ লোকের সম্বন্ধে এলাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে, সে সব শুন্‌লে তাঁর আত্মশ্লাঘা হ'তে পারে।

বেভন—(সহাস্যে) ও, এই জন্যে! আচ্ছা, গুড্‌বাই মিস্ ব্যারেট্।

এলিজা—গুড্‌বাই। আপনারা যে দয়া করে আমাকে দেখ্‌তে এলেন তাতে অত্যন্ত সৌভাগ্য বোধ করছি।

বেভন—তা মোটেই নয়। আপনার সঙ্গে আলাপের সম্মান পাবার লোভ আমার বহুদিনের।

বেলা—গুড বাই—এলা।

এলা - গুড বাই। (হেনেরিটা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)। বাতায়নবর্ত্তিনী হেনেরিটার দিকে সস্নেহ মৃদু হাস্যে চেয়ে এলিজাবেথ হাতে বই তুলে নিলে। কিছুক্ষণ পরে

হেনে—(ঝাঁঝালো স্বরে) তুমি কিছু বলছ না কেন এলা ?

এলিজা—(উদাস ভাবে) কি বলব বল ?

হেনে—(কাছে সরে গিয়ে) বল্‌বার কিছুই নেই জানি, আমি যে

ক্ষমার অযোগ্য তাও জানি কিন্তু তুমি আমায় তিরস্কার করো না। আমার শোচনীয় অবস্থা—

এলিজা—(ব্যস্ত হ'য়ে) শোচনীয়? কেন?

হেনে—হ্যাঁ, আমি সুখীও খুব। কিন্তু এলা, বাবা যদি এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন তুমি তো কখনই মিথ্যে বল্‌তে পারবে না, সত্য কথা বল্লেও তাঁর রাগ অনেকটা তোমার ওপর পড়বে, কারণ, সময় থাকতে তাঁকে খবর দাওনি।

এলিজা—সে তোমায় ভাব্‌তে হ'বেনা, আমায়—সব খুলে বল।

হেনে—ক্যাপ্টেন্ আমাকে বিয়ে করতে চায়।

এলিজা—হ্যাঁ। কিন্তু—

হেনে—আমি সম্মতি দিয়েছি তা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং ভবিষ্যতে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী তাও জানিয়েছি।

এলিজা—তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষের মত কথা কইছ, আসল কথা বল দিকি? কি হ'য়েছে?

হেনে—কি হ'য়েছে জানি না। আমরা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবেসেছি আর কিছু জানি না।

এলা—আমার কি উপায় আছে আর সার্টিস্ যা উপার্জ্জন করে তাতে দুজনের স্বচ্ছলতা সম্ভব নয়, আমার তো এক কপর্দ্দকও নেই। তোমার মত যদি বাৎসরিক চারশো পাউণ্ডের সংস্থান আমার থাক্‌তো বাবাকে গ্রাহ্যও করতুম না, বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে সার্টিস্‌কে বিয়ে করতুম।

এলিজা—আমি সানন্দে তোমায় দিতে রাজি আছি, টাকা নিয়ে আমার কি লাভ ভাই?

হেনে—তুমি দেবে তা জানি। কিন্তু বাবা যখন জান্‌তে পারবেন তুমি ষড়যন্ত্রের সাহায্য করেছ, তখন তোমার জীবন আরো কত দুর্বিসহ হ'বে জানো? কিন্তু এ পরিবারের একজনও যদি মুক্তিলাভ করে সুখী হয়, সেটাও আনন্দের বিষয় নয় কি? (হঠাৎ ব্যগ্র হ'য়ে) আচ্ছা, এলা, কোন রকমেই কি বাবার এই বিবাহ বিদ্বেষ টলানো যাবেনা? ভালবাসা চাওয়া বা মাতৃত্বের গৌরব কামনা কি অন্যায়? বলত!

এলিজা—কখনই নয়, তবে এ প্রশ্নের সমাধান করার আমার কি অধিকার? প্রেম বা মাতৃত্বের স্থান আমার জীবনে কণামাত্র নেই।

হেনে—তা জানি। অনেক সাধু এর বিপক্ষে অস্ত্র ধরেন, আমি সাধু নই—কিন্তু বাবা নিজে কি বিয়ে করেন নি এবং—

(উইলসনের প্রবেশ)

উইল্—মিঃ রবার্ট ব্রাউনিং এসেছেন মিস্।

এ—(রুদ্ধশ্বাসে) মিঃ—মিঃ ব্রাউনিং?

উইল্—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেনে—তবে আমি যাই এখন।

এলিজা—(তাকে ধরে ফেলে বিচলিত ভাবে) না, না, বস, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবনা, শরীর ঠিক নেই—পারব না।

হেনে—(অবাক হ'য়ে) বাঃ, তুমি কালই তো বল্লে—

এলিজা—জানি, জানি, কিন্তু বাস্তবিক শরীরটা সুস্থ মনে হ'চ্ছে না। উইল্‌সন্, তাঁকে বলো যে, অসুস্থতার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত।

হেনে—এ কিন্তু সত্যি কথা নয় এলা। তাকে আমন্ত্রণ করে ফিরিয়ে দেওয়া ভারী অভদ্রতা ও অন্যায় হ'বে।

এলিজা—কিন্তু—তাঁর সঙ্গে দেখা না হ'লেই আমি খুসী হ'ব।

হেনে—যাও, বাজে বকোনা। আমি নিজে তাঁকে ডেকে আন্‌ছি মিঃ কেনন্ বলেন তিনি নাকি আশ্চর্য্য সুন্দর ও সৌখীন লোক। (হেনেরিটা চলে গেল)

এলিজা—আমার—আমার চুলটা ঠিক আছে ?

উইল—হ্যাঁ মিস—

এলিজা—তুমি চট্ করে র‍্যাগ্‌টা ঠিক করে দাও।

(উইলসন্ তার পায়ে চাপা দিলে)

ধন্যবাদ। আর উইলসন্ দেখ—না থাক্—আচ্ছা ধন্যবাদ, যাও।

(উইল্‌সনের প্রস্থান)

(শঙ্কিত উত্তেজনায় সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হেনেরিটার প্রবেশ)

হেনে—মিঃ রবার্ট ব্রাউনিং—

(মিঃ ব্রাউনিংএর প্রবেশ—দীর্ঘ সমুন্নত দেহ, সুপুরুষ যুবা, একটু অতি মাত্রায় সুরুচিসম্পন্ন। তাঁর ব্যবহার কৃত্রিমতাবিহীন, ভাষা ওজস্বী ও প্রাণময়)

ব্রাউনিং—(দ্বারপ্রান্তে এক মুহূর্ত্তে থেমে দু এক পা অগ্রসর হ'য়ে মিস্ ব্যারেট্— ?

এলিজা—(হস্ত প্রসারণ করে) আসুন, ভাল আছেন মিঃ ব্রাউনিং

ব্রাউনিং—(ক্ষিপ্র হস্তে টুপি, ছড়ি ও দস্তানা সরিয়ে রেখে, এলিজাবেথের হাত দু'হাতে গ্রহণ করে)—মিস্ ব্যারেট, অবশেষে, (হাতে অধ স্পর্শ করে) অবশেষে দেখা পেলুম আপনার।

এলিজা—(নবাগন্তুকের প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ ব্যগ্রতায় বিমূঢ় নিশ্চল ভাবে)—আমি—আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার দেখা পাবার আনন্দকে এতদিন সরিয়ে রাখতে বাধ্য হ'য়েছিলুম।

ব্রাউনিং—(তার হাত ধরেই) আমি যদি এত জেদ্ করে আপনাকে হায়রান না করতুম তা'হলে কোন দিন আমায় দেখা দিতেন ?

এলিজা—আমার চিঠিতেই জান্‌তে পেরেছেন নিশ্চয় শীতকাল থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না (তার হাত ব্রাউনিংএর মুষ্টিগত লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিলে)—আপনার কেপ্ খুলবেন না ?

ব্রাউনিং—ধন্যবাদ। (কেপ্ খুলে রাখলেন)

এলিজা—ঘরটা আপনার গুমোট মনে হচ্ছে না তো ?

ব্রাউনিং—না, না—

এলিজা—ডাক্তার আমাকে খুব গরমের মধ্যে থাকতে বলেছে, যদিও সেটা আমার পক্ষে খুব ভীতিজনক।

ব্রাউনিং—(চকিতে সমস্ত কক্ষে দৃষ্টিপাত করে নিয়ে) আশ্চর্য্য। মিস্ ব্যারেট্, ভাবছেন এ ঘরে এই প্রথম এলুম! আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা জানেন ?

এলিজা—কিন্তু—

ব্রাউনিং—সম্পূর্ণ ভুল। এ ঘর আমি স্মরণাতীত কাল থেকে জানি। নিজের পাঠ গৃহের মত এ আমার একান্ত পরিচিত। আপনার বই-গুলি কি রকম ভাবে সাজানো আছে, জান্‌লা বেয়ে আইভিলতাটা কি রকম ভাবে ওপরে উঠে গেছে, এসব আমি আসবার আগেও জানতুম। হোমারের ঐ অর্দ্ধাবয়ব প্রতিকৃতি এর আগেও বহুবার আমার দিকে অমন করে চেয়েছে।

এলিজা—(এতক্ষণে স্বচ্ছন্দ হাস্যে)—ওঃ বুঝেছি। মিঃ কেনন তাঁর বন্ধুবর্গ—আমার ভায়েদের গল্প করতে ক্লান্ত হন'না জানি, তবে তিনি যে আমার তুচ্ছ ছোট ঘরখানির বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে দিতে পারেন তা বিশ্বাস হয় নি।

ব্রাউনিং—(এলিজাবেথের পাশে বসে) যতটা সম্ভব তার কাছে কৌশলে আদায় করেছি, বাকীটা আমার কল্পনা পূর্ণ করে দিয়েছে। আপনার সতেজ সুন্দর কবিতা পড়ার পর থেকেই আপনার সম্বন্ধে অতি তুচ্ছ সংবাদও পাবার জন্য আমার দুর্নিবার লোভ ও আগ্রহ ছিল।

এলিজা (মৃদু হেসে) আপনি আমায় ভয় পাওয়াচ্ছেন মিঃ ব্রাউনিং।

ব্রাউনিং—কেন ?

এলিজা—মিঃ কেননের উচ্ছ্বাসের প্রবাহ তো অজানা নেই, তিনি আমাদের প্রিয় বন্ধু, সে ক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে কত কি না জানি অতিরঞ্জিত করে বলেছেন, ভাবতেও লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আমাকে যেভাবে আপনার কাছে চিত্রিত করেছেন, অনুমান করে আমার বেঁচে থাকা শক্ত।

ব্রাউনিং— আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছুই তিনি বলেন নি বা আমিও জানতে চাইনি।

এলিজা—(হতবুদ্ধি হয়ে)—সত্যি ?

ব্রাউনিং—আপনার পারিপার্শ্বিকতা ও জীবনের গতির কথা আমি ব্যগ্রতা সহকারে জেনে নিয়েছি বটে, আর কিছু জানার আমার প্রয়োজন হয়নি। মিঃ কেনন আপনাদের পুরাণো বন্ধু হ'লেও আপনাকে জানার দাবী তাঁর চেয়ে আমার ঢের বেশী।

এলিজা—কিন্তু—মিঃ ব্রাউনিং, আমার নগণ্য লেখা আমাকে যে আপনার কাছে এমন ভাবে ঠেলে নিয়ে যাবে তা কোনদিন কল্পনাও করিনি।

ব্রাউনিং—আমার কাছে চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ ও একান্ত ভাবেই বটে, আর কারুর কথা আমি বলতে পারি না।

এলিজা—আবার আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলছেন।

ব্রাউনিং – না, তা কেন ?

এলিজা—বাস্তবিক তাই। একবার কোন রকম ভীতি উপস্থিত হ'লে আপনার সহযোগীতা করা আমার দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

ব্রাউনিং—একেবারে দুঃসাধ্য ?

এলিজা—শুধু তাই নয় অসাধ্য। আমি নিজে সম্পূর্ণ সহজ থাক্‌তে চাই, আপনিও তাই তো ?

ব্রাউনিং—নিশ্চয়ই, সর্ব্বদা সহজ ভাবে থাকৃতে চাই। (তিনি হাত বাড়িয়ে দিতে এলিজাবেথ হাসিমুখে তা' গ্রহণ করলে। হঠাৎ হেসে উঠে) আমার সহজ ভাবই এই রকম মিস্ ব্যারেট, এর বিরুদ্ধে গেলে ভণ্ডামী হয়। বেশী কথা বলি বটে কিন্তু তা আন্তরিক জানবেন।

এলিজা—হ্যাঁ, এবার আপনাকে বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু ব্যবহার অস্বাভাবিক লাগছে। আপনার কবিতার সঙ্গে আপনার মিল নেই। সে যেন আর একজন কে কথা কয় আপনার মধ্য দিয়ে।

ব্রাউনিং—ঠিক, কিন্তু কেন জানেন ? সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি একটু গোপন প্রকৃতি। যদি আমার ব্যক্তিগত আশা, নিরাশা, আনন্দ, বেদনা বা প্রেম অবলম্বন করে কবিতা লিখতুম সে বিশ্রী, একঘেয়ে কাঁদুনি হ'ত বাস্তবিক।

এলিজা—(উচ্ছ্বসিত হাস্যে) কিন্তু আমরা শুধু সত্যের পূজা করব এ শপথ মনে আছে তো ?

ব্রাউনিং—আছে বৈ কি। কলম হাতে নিয়েই যে আকস্মিক ভাবটা আসে, জীবনের সঙ্গে অসামঞ্জস্য থাকলেও, তাকে তো মিথ্যে বল্‌তে পারি না।

এলিজা— (উচ্ছ্বসিতস্বরে) কিন্তু আপনার কবিতা উজ্জ্বল, সুন্দর উদার। উঃ, সে যে আমার পক্ষে কত বড় দান তা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। এই ঘরের মধ্যে চিরদিন বন্দী হ'য়ে আছি, বহির্জগতের মধ্যে ঐ উইম্‌পোল ষ্ট্রীটের একটু অংশ দেখতে পাই, আপনার কাব্য-লোকের অপরূপ অধিবাসীরা, যুগ যুগান্তর পার হ'য়ে আমার কাছে নব জীবনের বার্ত্তা বয়ে আনে, আমি যে আপনার কাছে কি পরিমাণে ঋণী তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মিঃ ব্রাউনিং।

ব্রাউনিং—(গভীর স্বরে) আপনি সত্যি বল্‌ছেন ?

এলিজা—কেন, এতে অবিশ্বাসের কি আছে ?

ব্রাউনিং—হ'তে পারে সত্যি, আপনি এতদিন প্রকাশ করেন নি, কিন্তু আপনিই কি বিশ্বাস করবেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে এতদিন যে প্রাণহীন প্রশংসা পেয়েছি, আপনার মুখের এই কথাটা তার চেয়ে আমাকে লক্ষ গুণ গৌরব দান করলে ?

এলিজা—(ভীত ভাবে) আবার আমায় মুস্কিলে ফেল্‌ছেন। কিন্তু প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য দিতে আমাদের জনসাধারণ এখনও শেখেনি মনে হয়।

ব্রাউনিং—না, না, তাদের কোনই দোষ নেই। আমার সৃষ্টিছাড়া ষ্টাইলের জন্যেই জনপ্রিয়তা ব্যাহত হয়।

এলিজা—(দৃঢ় আপত্তি করে) কখনো নয়। তবে আমার মনে হয় আপনার লেখা মাঝে মাঝে এত রহস্যময় যে সাধারণ পাঠক তা উপভোগই করতে পারে না, (বই নিয়ে) এই দেখুন, আমি দাগ দিয়ে রেখেছি, অনেক সময় ওগুলো আমায় স্তম্ভিত করে দেয়।

ব্রাউনিং—ও, "সর্ডেলো"! কেউ কেউ এটাকে বিশেষণ দিয়েছে "অন্ধকারের বিভীষিকা"! আচ্ছা দেখি—(মৃদু হাস্যে মনে মনে পড়তে আরম্ভ করলেন, ক্রমে হাসি লুপ্ত হ'য়ে ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠল, মুখ তুলে কপালে হাত বুলিয়ে কি ভেবে আবার পড়তে লাগলেন)

(এলিজাবেথ স-কৌতুকে তাঁকে লক্ষ্য করছে।)

ব্রাউনিং—(স্বগত) অস্বাভাবিক! (পর পর তিনবার পড়ে কৌতুক প্রচ্ছন্ন গম্ভীর মুখে বই রাখলেন)।

এলিজা—কি ?

ব্রাউনিং—মিস্ ব্যারেট, ঠিক যে মুহূর্ত্তে এটা লেখা হ'য়েছিল তখন ঈশ্বর ও রবার্ট ব্রাউনিং এর মানে জানতেন, এখন শুধু ঈশ্বর জানেন।

(দুজনেই হাসতে লাগল)—এই "অন্ধকারের বিভীষিকাতে অগ্নি সংযোগ করে, একে প্রদীপ্ত করে দেওয়া যাক্—কি বলেন ?

এলিজা—(ব্যস্ত হ'য়ে) না, না, কিছু করবার দরকার নেই, বইটি দয়া করে আমায় ফিরিয়ে দিন্। এ যদি "অন্ধকার" হয়, সে শুধু জ্যোতিষ্মান সূর্য্যের গায়ে অলক্ষ্যকালো রেখার তুল্য। "সর্ডেলো" আমি বড় ভালবাসি।

ব্রাউনিং—জানি, কিন্তু কেন বলব? এ একটা বিরাট ব্যর্থতার প্রতিরূপ বলে।

এলিজা—বিরাট চেষ্টাকে যদি বিরাট ব্যর্থতা বলেন, এক পক্ষে তা ঠিকই। আমিও সর্ব্বদা প্রাণান্ত চেষ্টার বিনিময়ে বিপুল ব্যর্থতা লাভ করি।

ব্রাউনিং—কিন্তু এই ব্যর্থতাই শত সহস্র সার্থকতার মত মূল্যবান নয়?

এলিজা—অমূল্য।

ব্রাউনিং—(উৎসুক ভাবে) আপনারও যে এই মত তা আমি জানি। মিস্ ব্যারেট্, যখন বলেছিলুম যে আপনার বর্ণনা দেবার কেননের দরকার হয়নি, আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি, শুনে হেসেছিলেন কিন্তু এইমাত্র ব্যর্থতাও সার্থকতা সম্বন্ধে যা বল্লেন তাতে একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। কেনন শুধু পটভূমি তৈরী করতে সাহায্য করেছে, আপনার উৎসাহ-উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণের ছায়া অবলম্বন করে সেখানে আমি প্রতিমা এঁকেছি।

এলিজা—"উৎসাহ-উজ্জ্বল, সুন্দর"! আর আপনি বলেন আমার সব কিছু জানেন!

(তিক্ত হেসে) মিঃ ব্রাউনিং—ভুল, আমি দারুণ বিদ্রোহী ওঅধৈর্য্য—

ব্রাউনিং—তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কষ্টসাধ্য ধৈর্য্যের দাম আমার কাছে নেই। আমি নারীর প্রতিমা এঁকেছি, মুনি ঋষির নয়। অধৈর্য্য বা বিদ্রোহী হবার অধিকার আপনার চেয়ে কার বেশী থাকতে পারে!

এলিজা—আমার প্রকৃত অবস্থাকে মিঃ কেনন আরো আতিশয্যের সঙ্গে দেখেন, তাই গাঢ় কালো রঙে আমার পটভূমি এঁকেছেন। আমি যে একজন মৃত্যুপথযাত্রী সে কথাও তিনি বলেছেন নিশ্চয়?

ব্রাউনিং—আমরা প্রত্যেকেই তো তাই, মিস্ ব্যারেট্।

এলিজা—আর আমাদের পারিবারিক জীবন যে মুক্তিহীন অশান্তিময় তাও জানেন তো ?

ব্রাউনিং— হ্যাঁ তিনি এই রকম একটা আভাস দিয়েছিলেন বটে।

এলিজা—এসব কথা বলা তাঁর উচিত হয়নি। আচ্ছা, মিঃ ব্রাউনিং, সত্যি কথা বলুন তো, এখন আমাকে খুব দয়ার পাত্রী মনে হ'চ্ছে, না ?

ব্রাউনিং— আমি যেমন আপনাকে সাহস ও আনন্দপূর্ণ আশা করেছিলুম ঠিক তেমনি দেখছি। তবে কেননের দেওয়া রং খুব কালোই ছিল অবশ্য।

এলিজা—তাহ'লে—

ব্রাউনিং - (বাধা দিয়ে ব্যগ্রতা সহকারে) না, না, আমায় বলতে দিন—সে কালো রং এখনও কাঁচা আছে, তাকে মুছে ফেলে আবার নূতন করে পটভূমি আঁকতেই হবে, যদি আপনি অনুমতি দেন, আমি এই অপরূপ কাজটা আরম্ভ করে দিই।

এলিজা—কিন্তু মিঃ ব্রাউনিং—

ব্রাউনিং—না, থামুন। আমি সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত আর রামধনুর রঙে আমার তুলি রাঙিয়ে নোব। বলছিলেন আমার কবিতা আপনাকে সাহায্য করেছে—সে কিছুই নয়। এবার আমি—আমিই নিজে আপনাকে সাহায্য করব, এতদিন প্রতীক্ষার পর যখন আপনাকে পেয়েছি—আর হারাতে চাইনা।

এলিজা—কিন্তু—

ব্রাউনিং—না, "কিন্তু" নয়। দেখি আপনার হাত, (বিস্ময় বিমূঢ় এলিজাবেথের হাত তুলে নিয়ে) একজন মানুষের যেটুকু প্রয়োজন, তার ঢের বেশী প্রাণশক্তি আমার ভেতর উচ্ছ্বসিত আছে। কল্পনার নরনারী

সৃষ্টি করিতে এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ ব্যয় করেছি। এখনও যা বাকী আছে, আপনাকে দান করবার অধিকার আমার নেই? নিশ্চয় আছে। আপনার হাতের ভেতর দিয়ে হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে একটা নূতন প্রাণের শিহরণ সঞ্চারিত হ'চ্ছে, অনুভব করছেন?

এলিজা—(ভীত, কম্পিত স্বরে) ওঃ, দয়া করুন, মিঃ ব্রাউনিং, আমার হাত ছেড়ে দিন দয়া করে (হাত টেনে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বিস্ফারিত চক্ষে তাঁর মুখের প্রতি চেয়ে রইল)

ব্রাউনিং—(কোমল স্বরে) কি হ'ল?

এলিজা—(সহজ ভাব আনতে চেষ্টা করে) আপনি—আপনি সত্যি সাংঘাতিক লোক—বাস্তবিক আমি—

ব্রাউনিং—ভয় পেয়েছেন? না, আমাকে সে জন্য দায়ী করবেন না, ভয় করছেন প্রাণকে, সেটা অত্যন্ত অন্যায়।

এলিজা—প্রাণ যখন বৈদ্যুতিক-প্রবাহ সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে, তখন ভয় হয় বৈকি!

ব্রাউনিং—(মৃদু হেসে) আপনি কি আঘাত পেলেন?

এলিজা—(স্মিত মুখে) উঃ, একেবারে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আমার সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে দিলে। সম্মোহন বিদ্যার জোরে আপনি অন্য সকলকেও এই রকম অভিভূত করে ফেলেন নাকি?

ব্রাউনিং—সকলেই তাই বলে থাকে।

এলিজা—আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে সত্বেও যে অন্তর থেকে একটা বাধা আসছিল, সেটা দেখছি আশ্চর্য্য নয়। চিঠি ও কবিতার মধ্যে দিয়েও আপনার তীব্র প্রাণশক্তি আমার ভেতর সংক্রমন করেছে। শুনে হয়তো হাসবেন—যখন খবর পেলুম আপনি এসেছেন তখন এত ভয়

পেয়ে গেছলুম, দেখা করতে পারব না বলে পাঠাচ্ছিলুম। আপনি সম্মুখীন হ'তে, অতি কষ্টে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করলুম।

ব্রাউনিং—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমিও বিমূঢ় হ'য়ে গেছলুম আপনার মতন।

এলিজা—আপনি ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, সাধারণত আমি দুর্ব্বল প্রকৃতি নই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তটি আমার জীবনের চরম ক্ষণ ছিল। মিস্ ব্যারেট, আমার প্রথম চিঠির কথা মনে আছে আপনার ?

এলিজা—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারী অদ্ভুত ছিল সেটা।

ব্রাউনিং—আপনি ভেবেছিলেন সেটা আপনার কবিতার উপর উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ ? কিন্তু তা নয়, আমি প্রত্যেকটা কথার প্রত্যেকটা অক্ষর ওজন করে দেখেছি বিশেষ করে এই কথাটা—"আমি আপনার কবিতা সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসি এবং আপনাকেও।" মনে পড়ে ?

এলিজা—(সহজ ভাবে) সেটা আপনার খামখেয়ালী ভেবেছিলুম।

ব্রাউনিং—(প্রায় রুষ্ট হয়ে) কক্ষনো না, আপনাকে শপথ করে বলছি তাতে এক বিন্দু খাম-খেয়াল ছিল না ; ও কথা খুব গভীর ভাবে অনুভব ও বিচার করে তবে লিখেছি।

এলিজা—আপনার মত আমার আরো অনেক পাঠক আছে বোধ হয়। ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে দুনিয়ায় আমার কত বন্ধুই হয়তো আছে যাদের কখনো দেখিনি বা নামও জানিনা।

ব্রাউনিং—আমি বন্ধুত্বের কথা বলিনি, ভালবাসার কথা বলছি। (এলিজাবেথ হেসে উঠে কি বল্‌তে যাচ্ছিল) না, হেসে উড়িয়ে দেবার

চেষ্টা মিথ্যে, মিস্ ব্যারেট, আমি ভালবাসার কথা বলছিলুম—আমার মনে হয়—

এলিজা—বাস্তবিক, মিঃ ব্রাউনিং একটা কথা আপনাকে—

ব্রাউনিং—আমি পাগল নই, বা বিকৃত-বুদ্ধি নই, যে কোন লোকের মতই সুস্থচিত্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রথম যেদিন তোমার কবিতা পড়লুম, সে দিন থেকে তুমি যেন আমায় আচ্ছন্ন করেছিলে এবং আজ আমার জীবনের কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছ।

এলিজা—(বিরস গম্ভীর মুখে) আপনাকে গুরুতর ভাবে গ্রহণ করা মানে আমাদের প্রতিশ্রুত, সহজ আনন্দ-কর বন্ধুত্বের পূর্ণচ্ছেদ।

ব্রাউনিং—কেন ?

এলিজা—আপনি ভাল করেই জানেন—'প্রেম' বল্‌তে যা বোঝায় আমার জীবনে তা নিতান্ত অবান্তর ও অসম্ভব ব্যাপার।

ব্রাউনিং—কেন ?

এলিজা—কারণ একটা নয় অনেক। তবে এই টুকুর পুনরুক্তিই যথেষ্ট যে আমি একজন মুমূর্ষু নারী।

ব্রাউনিং—(উদ্বেলিত স্বরে) তা আমি বিশ্বাস করি না। তা' হ'লে জান্‌তে হ'বে ভগবান নির্ম্মম—কিন্তু আমি জানি তিনি তা নন, তা হলে জগতের সমস্ত জীবন অভিশাপে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। তা হতে পারে না এ রকম কথা তুমি কোনদিন উচ্চারণ কর্‌তে পারবে না, আমার হুকুম।

এলিজা—আপনার হুকুম ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, তাই! তুমি আমায় ঠিক নিজের মত সহজ থাকতে হুকুম করেছ, আমিই বা করব না কেন ?

এলিজা—তা—ঠিক—কিন্তু—

ব্রাউনিং—(হঠাৎ পুলকিত হাস্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে) মিস্, ব্যারেট, আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা কি চমৎকার বল তো? মোটে আধ ঘণ্টার আলাপ, কিন্তু এর মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সাহিত্য, জীবন, মৃত্যু, প্রেম সব কিছুর আলোচনা হ'য়ে গেল। দুজনে দুজনের হুকুম মান্‌লুম আবার কলহ পর্য্যন্ত বাদ গেল না, এর চেয়ে সুন্দর ও আশাপ্রদ কি হতে পারে! যদি অনুমতি দাও আজ বিদায় হই—কারণ মিঃ কেনন বলেছেন প্রথম সাক্ষাৎ যেন যথা সম্ভব অ-দীর্ঘ হয়, আমি যদিও নবাগন্তুকের দলভুক্ত নই, তবু ক্লান্ত হয়েছ তুমি, দেখতে পাচ্ছি। আবার কবে আসব?

এলিজা—(ঈষৎ হতবুদ্ধি হ'য়ে) তা আমি ঠিক বল্‌তে পারিনা—

ব্রাউনিং—আগামী বুধবার সুবিধা হ'বে তোমার?

এলিজা—(পূর্ব্ববৎ) হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু তার চেয়ে—

ব্রাউনিং—আগামী বুধবারই ঠিক রইল।

এলিজা—কিন্তু—

ব্রাউনিং—ঠিক সাড়ে তিনটের সময়?

এলিজা—কিন্তু—

ব্রাউনিং—(তার হাত তুলে নিয়ে অভিবাদন করে) আচ্ছা—বিদায়।

এলিজা—(ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে) বিদায়।

ব্রাউনিং—ধন্যবাদ। (তার হস্ত চুম্বন করে টুপী, কেপ প্রভৃতি তুলে নিয়ে ব্রাউনিং এর প্রস্থান।) তিনি চোখের অন্তরাল হ'তে এলিজাবেথ কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল, তারপর সোফা থেকে কম্পিত পদে উঠে দাঁড়িয়ে, টেবিল চেয়ার আশ্রয় করতে করতে ধীরে ধীরে জানালার কাছে উপস্থিত হ'ল। পরদা অবলম্বন করে নিজেকে সম্বৃত করে ঝুঁকে রাস্তায় দেখ্‌তে লাগল। ব্রাউনিং অদৃশ্য হ'য়ে যেতে তার রোগপাণ্ডুর মুখ উৎসাহ, আনন্দ ও তরুণ লাবণ্যে দীপ্তিময় হ'য়ে উঠ্‌ল)

তৃতীয় অঙ্ক

(তিন মাস পরে। ডাক্তার চেম্বার্স ও ডাক্তার ফোর্ড অভিনিবেশ সহকারে এলিজাবেথকে লক্ষ্য করছেন। সে স্বাভাবিক পদক্ষেপে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করছে।)

ডাক্তার ফোর্ড—আচ্ছা, আর একবারটী যদি কষ্ট না হয়। (সে আবার হাঁটলে) মিস্ ব্যারেট্, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার বসুন। (এলিজাবেথ বস্‌লে তিনি তার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করলেন) মিঃ চেম্বার্স,—ঠিক কবে আপনি আমায় পরামর্শের জন্যে ডেকেছিলেন?

চেম্বার্স,—প্রায় তিন মাস আগে।

ফোর্ড—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন আপনার রোগী খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। আপনি একেবারে অঘটন ঘটিয়েছেন।

চেম্বার্স—আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি মাত্র, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মিস্ ব্যারেট্ স্বয়ং তার আরোগ্য সাধন করেছে।

এলিজা—কিন্তু ডাক্তার চেম্বার্স—

চেম্বার্স—সত্যি মিস্ ব্যারেট্ রোগীর নিজের বাঁচবার প্রবল ইচ্ছে হাজার চিকিৎসকের চেয়ে শক্তিমান্।

ফোর্ড—হুঁ বাঁচ্‌বার ইচ্ছে, আচ্ছা এখন আপনি বাইরে বেড়াতে যান্ তো মাঝে মাঝে?

এলিজা—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসি। কেবল সিঁড়ীতে ওঠানামা করতেই যা কষ্ট হয়। আমার ওজনও আশ্চর্য্য বেড়েছে।

ফোর্ড—আচ্ছা, মিস্ ব্যারেট্, আগামী শীতকালে আপনার লণ্ডন ত্যাগ করা সম্পর্কে আমি ডাক্তার চেম্বার্সের সঙ্গে এক মত। এ রকম উন্নতি যদি অব্যাহত থাকে তা হলে ইটালী ভ্রমণের পক্ষে আমার কোনই আপত্তি নেই।

এলিজা—(রুদ্ধ শ্বাসে) ইটালী ? আপনি সত্যি বলছেন ?

ফোর্ড—অন্য কোন রকম অসুবিধে না থাকে তো স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।

এলিজা—টাকাকড়ির জন্যে কোন অসুবিধে হবে না। কারণ আমার নিজের কিছু আয় আছে, শুধু বাবাকে রাজী করাতে পারলেই —সব হয়।

ফোর্ড—নিজের মেয়ের স্বাস্থ্য ও সুখ যাতে হ'বে, তাতে তাঁর আপত্তি কি করে হ'তে পারে ? আর হ'লেও তা মানা হ'বে না।

এলিজা—না, না ডাক্তার বাবু, বাবাকে ভুল বুঝ্বেন না, অত নিষ্ঠুর তিনি নন্। ওঃ, ইটালী ! আমার আজন্মের স্বপ্নলোক ! আকাশ কুসুম !

ফোর্ড—মিস্ ব্যারেট, আপনার আশাতীত উন্নতিতে আমি অতিশয় আনন্দিত। এখন মিঃ ব্যারেটের সঙ্গে একটু আলোচনার প্রয়োজন। বিদায়—।

এলিজা—বিদায়।

চেম্বার্স—বিদায়—মিস্ ব্যারেট্।

এলিজা—বিদায়। (ডাক্তারের প্রস্থান)

ইটালী ! ইটালী ! (ফ্লাশকে কোলে তুলে নিয়ে) তুইও আমার সঙ্গে যাবি তো ফ্লাশি ! আমরা দুজনে কত কি দেখে বেড়াব—রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, বিসুভিয়াস্—(আরাবেলের প্রবেশ)

(এলিজাবেথ ফ্লাশকে রেখে আরাবেলকে জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল স্বরে) সব ঠিক হ'য়ে গেল আরা, ডাক্তাররা বলেছেন অক্টোবরে আমি ইটালী যেতে পারব। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, বিসুভিয়স্, র‍্যাফেল, দান্তে, সর্ডেলো—উঃ, কি যে বলছি জানিনা। আনন্দে যেন পাগল হ'য়ে গেছি।

আরা—আশ্চর্য্য। বাঃ, আমারও খুব আনন্দ হ'চ্ছে, বাবা রাজী হ'বেন তো ?

এলিজা—নিশ্চয়ই হ'বেন। দুজন ডাক্তারই তাঁকে বিশেষ করে বুঝিয়ে বল্‌বেন। আমার মঙ্গল হ'বে শুন্‌লে তিনি কি আপত্তি কর্‌তে পারেন ?

আরা—না, না, তা কি পারেন !

এলিজা—এবেলা তাঁকে দেখেছ ? কি রকম মেজাজ ?

আরা—বেশ খোস্ মেজাজ। আমায় আজ কতদিন পরে আদর করে ডাক্‌লেন। বেলা যখন এল তখন বাস্তবিক যেন খুসী হ'য়ে উঠ্‌লেন।

এলিজা—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তাঁর অভিমত জান্‌বার জন্য ভীষণ অস্থিরতা হ'চ্ছে।

আরা—আমার মনে হয় ইটালী যাবার প্রস্তাব এতদিন তাঁর কাছে গোপন রাখা ঠিক হয় নি। পরে হঠাৎ যদি শোনেন, বিষম কাণ্ড হ'বে।

এলিজা—সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, এ কথা বাবাকে বলতে ডাক্তার চেম্বার্স বারন করেছিলেন। তাই এতদিন চেপেছিলুম। তবে এখনও আমার ভয় যায়নি, বাবা যদি—(বাইরে হেনেরিটা ও বেলার উচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল) ওদের কোন কথা এখন বলোনা। (আরাবেল মাথা নাড়লে)

বেলা—(বাইরে থেকে) আমরা আসতে পারি ?

এলিজা—এস ভাই—।

(বেলা ও পেছনে নীতকনের পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা হেনেরিটার প্রবেশ)

আরা—বাঃ, বা, চমৎকার!

এলিজা—বাস্তবিক ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

বেলা—নয়? আমার নীতকনেদের মধ্যে হেনেরিটা সব চেয়ে সুন্দর হ'বে। আমার ভয় হ'চ্ছে, কনের চেয়ে নীতকনেই না ভদ্রলোকদের মুগ্ধ করে ফেলে।—কিন্তু এলা অমন করে দাঁড়ানো তোমার উচিত নয়।

এলিজা—ভয় নেই, এখন আমি যে কোন লোকের মতই সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারি।

বেলা—(তাকে জোর করে সোফায় বসিয়ে দিয়ে) না, না, তোমার অস্বাভাবিক স্বচ্ছ, মুখ ও পবিত্র দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় তুমি যেন স্বর্গদ্বারে দেবদূতকে দেখতে পেয়েছ।

হেনে—উপস্থিত ও আমাকেই দেখছে এবং আমি দেব-দূতী নই।

বেলা—তা না হ'লেও তুমি অত্যন্ত সুন্দর। দেখ এলা, আমি নিজে যদি মামাকে না বলতুম, তিনি কক্ষনো ওকে নীতকনে হ'বার সম্মতি দিতেন না।

হেনে—শুধু মুখে বলেছ! তুমি তো বাবার কোলের ওপর দিব্যি করে বসে, তাঁর দাড়ীতে হাত বুলিয়েছ। (এলিজাবেথ হেসে উঠ্‌ল)

বেলা—বাঃ, কেনই বা করব না? তিনি আমার নিজের মামা যে। ঐ রকম গুরুগম্ভীর, কঠোর লোককে বশ করতে আমার খুব মজা হয়। তবে তাঁর বিবাহ বিদ্বেষটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না অথচ নিজে তো বিয়ে করেছেন। তাঁর বাড়ীর অলক্ষ্য প্রণয়-স্রোতকেই যখন বাধা দিতে পারলেন্ না, তখন ও কঠোরতার দাম নেই কিছু।

হেনে—(তীক্ষ্ণ স্বরে) তুমি কি বলছ ?

বেলা—তা তুমি ভাল করেই জানো হেনা।

হেনে—আমি ?

বেলা—(স-কৌতুকে) হ্যাঁগো, কাপ্টেন কুক্ তোমায় যেমন তন্ময় হ'য়ে দেখছেন তো দেখছেনই, আমায় অমন করে দেখলে ভয়ে মুর্চ্ছা যেতুম ভাই। তাঁর যা হোমরা চোমরা চেহারা—বাপ্।

হেনা—তুমি তো সব জান্তা দেখছি।

এলিজা—সত্যি তুমি ভারী অদ্ভুত মেয়ে বেলা।

বেলা—হ্যাঁ, আমার একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে। যদিও তুমি সহজে ব্রাউনিং এর নাম প্রকাশ কর না, তবু আমি জানি তিনি প্রায় তোমায় দেখতে আসেন, ফুল পাঠান, ফ্লাশের জন্য কেক্ আনেন—আহা ফ্লাশ যদি কথা কইতে পারত কি ভালই হ'ত।

এলিজা—(নীরস কণ্ঠে) কিন্তু বেলা একটু কম কথা কইলে আরো ভাল হ'ত।

এলিজা—(আরাবেলকে) দেখ, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রূপবান কবি যখন এলার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তার সাক্ষী থাকে কেবল এই ফ্লাশ। ফ্লাশেরও কবিত্ব শক্তি লাভ করা উচিৎ ছিল এতদিনে, কারণ দুই কবি-সম্মিলনের সারাক্ষণ শুধু কবিতারই আলোচনা হয়, ঠিক নয় ?

এলিজা—নিশ্চয় ! তোমার কিছু ভুল হ'বার যো কি।

হেনে—বেলা, তুমি কিন্তু দয়া করে বাবার সামনে এ সব বাজে কথা বোলনা দোহাই !

(দ্বারে করাঘাত, ব্যারেট-ভগিনীরা চকিতে স্থির হ'য়ে বসল, ব্যারেট প্রবেশ করলেন, বেলা লাফিয়ে উঠে তাঁর কাছে ছুটে গেল)

বেলা—ওঃ মামা! (তাঁর হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে) বাবার মেয়ে না হ'য়ে আমি যদি আপনার মেয়ে হ'তুম তা হ'লে কি আপনি আমার ওপর খুব কঠোর হ'তেন? কখনো না। হ'তেন?

ব্যারেট—তুমি কি আমার সঙ্গে হেঁয়ালী করছ?

বেলা—(তাঁকে টেনে এনে চেয়ারে বসিয়ে) না, না। বসুন, (তার পর নিজে তাঁর কোলের ওপর বসে)।

—এইবার ঠিক হ'য়েছে—কিন্তু অমন গম্ভীর হ'য়ে ভুরু কুঁচকে আছেন কেন? মাথা ধরেছে? আচ্ছা আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

ব্যারেট—(অন্য সকলকে শুনিয়ে) বেলা, আমার ছেলে মেয়েরা যদি তোমার মত প্রাণখোলা ও স্নেহশীল হ'ত আমি কত সুখী হ'তুম।

বেলা—না, মামা, ওসব বলবেন না ওরা আমার ওপর রেগে যাবে।

ব্যারেট—(তাকে কাছে টেনে নিয়ে সকলকে উপেক্ষা করে) —বাস্তবিক তুমি ভালবাসার যোগ্য পাত্রী।

বেলা—তাহ'লে আমার দিকে অমন কটমট করে চাইছেন কেন? খেয়ে ফেলবেন?

ব্যারেট—তুমি কি সেণ্ট্ মেখেছ?

বেলা—(খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল)—আপনি সেণ্ট মাখা ভালবাসেন না বুঝি?

ব্যারেট—সুনীতির দিক দিয়ে ওরকম বিলাসিতা আমি ঘৃণা করি, তবে তোমার কথা আলাদা।

বেলা—বেশ চমৎকার গন্ধ না?

ব্যারেট—হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও আমি তোমায় ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

বেলা—(উল্লসিত ভাবে) কিন্তু মামা বাস্তবিক, আমি এক ফোঁটাও সেণ্ট মাখিনি (ব্যারেটের কণ্ঠ বেষ্টন করে) মামা, আপনি ভারী লক্ষ্মী। এক মিনিটে আমায় কত সুখ্যাতি করলেন "প্রাণখোলা সুন্দর, ভালবাসার পাত্রী," এবার আমায় একটু আদর করুন! (ব্যারেট সজোরে তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিতে বেলা একটু আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল। তাকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বেলার মুখ ঈষৎ ভয়ার্ত্ত।)

ব্যারেট্—(কর্কশ কণ্ঠে) এবার ভাগো দিকিনি খুকী। (অন্যদের) তোমরাও যাও।

(সকলে এলিজাবাথকে অভিবাদন জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত। ব্যারেট জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এলিজাবেথ শঙ্কিত প্রত্যাশায় চেয়ে রইল)

ব্যারেট—(মুখ ফিরিয়ে)—বিয়ে করবে? সাতাশে? বাঁচা যাবে। পরে এতটা জ্বালাতন করতে আসবে না।

এলিজা—কিন্তু আমি ভেবেছিলুম আপনি ও'কে স্নেহ করেন বাবা!

ব্যারেট্—(তীব্র ভাবে) স্নেহ করি? কেন করব না? আমার ভাগ্নী না সে? তবে উৎপাত করে বাড়ীর শান্তি নষ্ট করছে, বিশেষতঃ তোমার ভায়েরা ওর প্রতি আকৃষ্ট মনে হয়। (নাক সিঁট্‌কে) রামঃ, এখনও ঘরে তার গন্ধ ভ'রে আছে। যাক্ সে কথা, ডাক্তারেরা এইমাত্র আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

এলিজা—(আশান্বিত স্বরে)—ও, তারপর?

ব্যারেট্—(কৃত্রিম আন্তরিকতার সহিত) তোমার সম্বন্ধে যে অভিমত তাঁরা দিলেন তাতে আমি খুবই কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত—তবে তুমি যে কোন দিন আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ স্ত্রীলোক হ'বে তা এক রকম অসম্ভব

মনে হয়। যদিও ডাক্তার চেম্বার্স খুব জোর দিয়েই বলছিল যে সম্ভব।... যদি তোমার কিছু উন্নতি হ'য়ে থাকে তা চেম্বাসের্র চিকিৎসায় নয় কেবল ঈশ্বরের করুণাতেই হ'য়েছে। রাতের পর রাত তাঁর কাছে আমি কাতর প্রার্থনা জানাইনি? এই কথাটাই মনে করে দেবার জন্যে এসে ছিলুম।

এলিজা—বাবা!

ব্যারেট্—কি?

এলিজা—আগামী শীতকাল সম্বন্ধে কিছু বলেন নি ডাক্তাররা?

ব্যারেট্—তাঁরা অনেক কথাই বলেছেন, আমি তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না! (দ্বারের সম্মুখীন হ'লেন)

এলিজা—কিন্তু, বাবা!

ব্যারেট—(ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে) কি বল্‌তে চাও তুমি?

এলিজা—তাঁরা কি বলেন নি শীতকালটায় আমার ইংলণ্ড ত্যাগ করা উচিত এবং অক্টোবর মাসে আমি ইটালী ভ্রমণ করবার উপযুক্ত হব যদি আপনি—

ব্যারেট্—ও তাই বল। এতক্ষণে বোঝা গেল। কতদিন থেকে এই উপাদেয় মতলব আঁটা হ'চ্ছে।

এলিজা—কয়েক সপ্তাহ আগে ডাক্তার চেম্বার্স এই প্রস্তাব করে-ছিলেন।

ব্যারেট—আচ্ছা। তোমার ভাইবোনরা এমন সুসমাচারটী শোনে নি?

এলিজা—তাদের কাছে কথাচ্ছলে বলেছি বোধ হয়।

ব্যারেট—বলেছ বোধ হয়? তোমার যত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলের সঙ্গেই এ বিষয়ের আলোচনা করেছ বোধ হয়?

এলিজা—বাবা, কি এমন হ'য়েছে যে—

ব্যারেট—কি এমন? কিছুই না। সবাই জানালে শুধু নিজের মেয়ের বিশ্বাস থেকেই আমিই অপমানিত ভাবে বঞ্চিত হলুম।

এলিজা—অপমানিত?

ব্যারেট—অত্যন্ত অপমানিত। সমস্ত ছেলেদের মধ্যে যাকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতুম তার এই শঠতায় আমি মর্ম্মাহত হ'য়েছি।

এলিজা—না—না শুনুন—

ব্যারেট—স্বাস্থ্যের উন্নতি যদি নৈতিক চরিত্রের শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটায়—তবে আমার আন্তরিক বাসনা যে আবার তুমি অসহায় রোগার্ত্ত হ'য়ে সোফায় শুয়ে থাক। ব্যস্—আর কিছু বলবার নেই। (যেতে উদ্যত হ'লেন)

এলিজা—(রোষ-সংযত কণ্ঠে) না, এখনও কিছু বলবার আছে এবং দয়া করে আপনাকে তা শুনতে হ'বেই। এ ঘরে ক'বছর শয্যাগত আছি বলুন তো? পাঁচ বছর? ছ' বছর? কতদিন ঠিক স্মরণ হয় না, কারণ এক একটা বছর দশ বছরের সমান ছিল। সেই সুদীর্ঘ দিনের সর্ব্বক্ষণ কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা ছাড়া আর, আমার আশা বা কামনার কিছু ছিল না।

ব্যারেট্—মৃত্যু?

এলিজা—হ্যাঁ, সুখী হ'বার যথেষ্ট সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছিলুম, তারপর যখন জীবনের সমস্ত আনন্দ রোগ যন্ত্রনায় লুপ্ত হ'য়ে গেল, তখন শেষ পরিণতির জন্য অধীর হ'য়ে উঠ্‌লুম—

তারপর হঠাৎ জীবনের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটল। ক্রমে আমি অন্য সকলের মত আনন্দ উপভোগের অধিকার পেলুম, বন্ধুদের সঙ্গে

মেশবার, মুক্ত আকাশের তলায় আলো বাতাসে, সবুজ ঘাসে, ফুলে যোগ দেবার অবকাশ পাচ্ছি। যখন প্রথম ইটালীর কথা শুনি, অসম্ভব ভেবেছিলুম কিন্তু আজ শক্তি ফিরিয়ে পাবার পর মনে হ'চ্ছে আমায় কেউ বাধা দিতে পারবে না, সেখানে গিয়ে নিজের উন্নতি সাধনের দাবী আমার আছে।

ব্যারেট—দাবী ?

এলিজা—নিশ্চয়। প্রত্যেক দাবী। শুধু যদি আপনার সম্মতি পাই। তাই আগে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে, সমস্ত ব্যবস্থা করবার পর আপনাকে জানাব ভেবেছিলুম। আমি ভুল করে থাকতে পারি কিন্তু আমায় দুর্নীতিপর ও শঠতাপূর্ণ বলে আপনি অত্যন্ত অন্যায় নিষ্ঠুরতা করলেন।

ব্যারেট্—(দুঃখপূর্ণ উত্তেজনায়) কেবল স্বার্থ, স্বার্থ স্বার্থ। নিজের আনন্দ ছাড়া আর কোন চিন্তা তোমার নেই। যে দীর্ঘদিন তুমি ইটালীতে আনন্দ-উপভোগ করে বেড়াবে, ততদিন তোমার বাবা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকবে, এ কথা একবার ভাবলেও না ?

এলিজা—নিঃসঙ্গ ?

ব্যারেট্—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, তোমার ভাই বোনরা—আমায় কত সাহচর্য্য দেয় তা তো জানো আর তুমি—তুমি এখন সবল হ'য়েছ বলে, তোমার বাবার উপর কোন নির্ভরতা না রেখে, আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছ তাকি আমি বুঝতে পারছি না ?

এলিজা—এ মোটেই সত্যি নয়।

ব্যারেট—খুব সত্যি। নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন বন্ধু, নতুন আনন্দ পেয়ে তুমি আমায় পিছনে ঠেলে দিচ্ছ—যে বাবা তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্ত, যে একদিন তোমার সমস্ত জগতের অভাব পূর্ণ করত—"

এলিজা—কিন্তু বাবা—

ব্যারেট—(গম্ভীর দৃঢ়তায়) না, আর কিছু বলবার নেই। (একটু থেমে) ইটালী যাবার জন্যে সম্মতি চেয়েছ। আমি সম্মতিও দোব না বাধাও দোব না। সম্মতি দেওয়া আমার মতে স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দান। আর বাধা দেওয়া বৃথা। তোমার নিজের উপার্জ্জন আছে—তুমি স্বাধীন। যা খুসী করো, যদি যাও তবে তোমার বাবার কথা একটু ভেবো, মনে করো প্রতি রাত্রে সে তার একমাত্র প্রিয় এই কক্ষে শূন্য সোফার পাশে নত জানু হ'য়ে প্রার্থনা—(দ্বারে করাঘাত) কে ?

(উইল্‌সনের প্রবেশ) উইল্—মিঃ ব্রাউনিং, মিস্। (এলিজাবেথ সুস্পষ্ট ভাবে চমকে উঠ্‌ল।)

ব্যারেট—(ঘৃণিত স্বরে) সেই লোকটা আবার—

এলিজা—বাবা, আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন ?

ব্যারেট—কখনই না। আমার ছেলে-মেয়ের কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি না, এতদিনে তা জানা উচিত ছিল। (উইলসনকে) তুমি তাঁকে ওপরে আন্‌তে পার।

উইল—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

ব্যারেট—মিঃ ব্রাউনিং খুব ঘন ঘন আসছেন যে।

এলিজা—গত বুধবার থেকে তিনি আসেন নি তো!

ব্যারেট্—তাই নাকি ? (প্রস্থান)

(দ্বারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে উদ্বেলিত বক্ষে এলিজাবেথ বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ব্রাউনিং প্রবেশ করতেই সে উঠে দাঁড়াল।)

ব্রাউনিং—(তার দুই হাত ধরে) বাঃ কি সুন্দর! এই নিয়ে চার বার হ'ল তুমি আমায় দাঁড়িয়ে উঠে—অভ্যর্থনা করলে।

এলিজা—(সমস্ত বিষাদমুক্ত হ'য়ে পলকের মধ্যে আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠ্ল)—এখনও যদি শোফার ওপর বসে থেকে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করি, আপনি আমাকে অভদ্র বলবেন।

ব্রাউনিং—নিশ্চয়, বলবই তো! আগে বল, ডাক্তার কি বল্লেন, সারাদিন বড় উৎকণ্ঠায় কেটেছে।

এলিজা—ডাক্তার ফোর্ড আমার উন্নতি দেখে অবাক হ'য়ে গেছেন!

ব্রাউনিং—(উৎফুল্লস্বরে) সত্যি! আবার বল তো শুনি?

এলিজা—ওমা, সব কথাটা আবার বলতে হ'বে!

ব্রাউনিং—শুধু বলা কি, এই ঘরের প্রত্যেক দেয়ালে আগুণের অক্ষরে ঐ কথাগুলি আমি জাজ্বল্যমান দেখতে চাই। যে দিন তোমার অনুমতি-পত্র পেয়ে আমি এখানে প্রথম আসি সেই থেকে আরম্ভ করে এই মুহূর্ত্তটী আমার সব চেয়ে মধুরতম। সে ক'বছর হ'ল বলত?

এলিজা—তিনমাস।

ব্রাউনিং—অসম্ভব। আমরা চিরদিনেরই বন্ধু এবং তোমায় সারা জীবন ধরে, তারও আগে থেকে আমি জানি। তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছেন? হ'বেনই তো। আমি নিশ্চয় জান্তুম একদিন তুমি ভাল হ'বেই। পৃথিবীর কোষাগারে তোমার মতন অমূল্য রত্ন এত বেশী নেই যে হেলায় তা হারাণো যায়। তবে এত তাড়াতাড়ি সারবে স্বপ্নেও ভাব্তে পারিনি। আর ইটালীর কি হ'ল? শীতকালে সেখানে যেতে পারবে, ডাক্তারেরা তা বল্লেন?

এলিজা—(শান্তস্বরে) হ্যাঁ।

ব্রাউনিং—কবে যেতে পারবে ?

এলিজা—আবার যদি পাল্‌টে না পড়ি তবে অক্টোবর মাসে।

ব্রাউনিং—আবার পাল্‌টে ? ও রকম কিছু কথাই থাকতে পারে না। অক্টোবর ? আশ্চর্য্য, আমার পক্ষেও ও সময়টা খুব উপযোগী।

এলিজা—আপনার পক্ষে ?

ব্রাউনিং—বাঃ, তোমায় বলিনি যে শীতকালটা ইটালীতে কাটাবার ইচ্ছে আছে ? যাক্, এখন ঠিক করে ফেল্লুম, সেখানে 'আমার "অন্ধকারের বিভীষিকা"কে নতুন রূপ দিতে হ'বে। ইটালীতে কোথায় থাকবে ? সেখানেও মাঝে মাঝে দেখা কর্‌তে পার্‌ব আশা করি।

(এলিজাবেথকে হাস্‌তে দেখে) হাস্‌ছ কেন ?

এলিজা—সেখান থেকে যদি দেখা কর্‌তে আসেন তবে একদিনে হ'বে না অনেক দেরী লাগবে।

ব্রাউনিং—তারে মানে ?

এলিজা—তখন আমি ৫০, উইম্‌পোল্ ষ্ট্রীটে থাক্‌ব।

ব্রাউনিং—এখানে ? কেন ? এই যে বল্লে ডাক্তার—

এলিজা— ডাক্তার প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু বিচার নির্ভর করছে অন্য জায়গায়।

ব্রাউনিং—তোমার বাবা বুঝি নামঞ্জুর করেছেন ?

এলিজা—না, না, ঠিক তা নয়, তবে আমার দৃঢ় ধারণা—তিনি আমার যাওয়া অসম্ভব।

ব্রাউনিং—কিন্তু এ যে তোমার জীবন মৃত্যুর সমস্যা তা কি ডাক্তাররা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন নি ?

এলিজা—তাঁরা যথেষ্টই বুঝিয়েছেন।

ব্রাউনিং—তা সত্বেও—

এলিজা—(ত্রস্ত হ'য়ে) যারা প্রকৃত ব্যাপার জানে না তাদের বোঝানো শক্ত। কি জানেন—বাবা আমাকে বড্ড বেশী ভালবাসেন কিনা—তাই—"

ব্রাউনিং—ভালবাসেন ?

এলিজা—অত্যন্ত স্নেহ করেন আমায়। আর আমার সাহচর্য্য সর্ব্বতোভাবে পেতে চান, অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগ নেই। এ ক্ষেত্রে আমি যদি ছ' মাস চলে যাই—

ব্রাউনিং—(যথাসাধ্য সংযত শান্ত কণ্ঠে) মিস্ ব্যারেট্, আমি স্পষ্ট কথা বল্‌তে পারি ?

এলিজা—(ভীতভাবে) আমি জানি কি বলবেন। তবে আপনি ঠিক বুঝতে পার্‌ছেন না। কি করেই বা পার্‌বেন ?

ব্রাউনিং—বেশ আমি কিছুই বলব না। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর তার সঙ্কল্পের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, প্রচণ্ড বেগে বলে চলল) বলছ আমি বুঝতে পারি না। সত্যিই পারি না। তিনি তোমায় ভালবাসেন বললে —তবে যে ভালবাসা জোর করে শুধু স্বার্থ আদায় করে, নিজের জন্যে শুধু সম্মান, কর্ত্তব্য, বাধ্যতা, স্নেহ সব কিছু চায় আর নিঃশেষে স-বলে তা গ্রহণ করে, প্রতিদানে কিছু দেয় না, এমন ভালবাসা আমি বুঝি না। যে ভালবাসা পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, তোমার জীবন মরণ তুচ্ছ করে, সুখ ও আনন্দের আলো থেকে তোমায় সরিয়ে রাখে সে ভালবাসা নয়, বীভৎস স্বার্থপরতা। এর নাম যদি ভালবাসা হয় তার চেয়ে অকপট ঘৃণা আমার লোভনীয়।

এলিজা—মিঃ ব্রাউনিং, আমি একটা কথা—

ব্রাউনিং—ক্ষমা কর, আমি আর চুপ করে থাকতে পারব না। তোমায়

দেখ্‌বার আগে থেকে জানতুম রোগ ছাড়া আর একটা রাহু তোমায় গ্রাস করে আছে। যদিও কোন দিন কোন অভিযোগ তুমি করনি, তবু সেই ছায়া স্পষ্টভাবে তোমায় আচ্ছন্ন করেছে দিন দিন, বুঝতে পেরেও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি শুধু। আমি তোমাদের পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার কে? সামান্য একজন বন্ধু! তোমার রোগক্লান্ত পাণ্ডুর মুখ দেখে আমার চুপ করে থাকাই উচিত। এবং এতদিন এই ভান করেওছি। কিন্তু আর এ রকম মুখ বন্ধ করে থাকব না, শুধু তোমার সাময়িক সুখ বা আনন্দ নয়, এ জীবন মরণ সমস্যা। প্রাণ নিয়ে ছেলে খেলা করতে আমি নিষেধ করছি এবং সে দাবী বিশেষভাবেই আছে আমার।

এলিজা—(ব্যাকুল উত্তেজনায়) না, না না, ও কথা দয়া করে আর বল্‌বেন না।

ব্রাউনিং—(দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, দাবী আছে। তুমি অকলঙ্ক, সরল ও সত্যপ্রিয়—আমার একথা তাহ'লে অস্বীকার করতে পার না। প্রথম সাক্ষাতের দিন তুমি ভালবাসা সম্বন্ধে কোন কথা বলতে নিষেধ করেছিলে আমি তা পালন করেছি এবং এতদিন শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোন ভাব আমাদের ভেতর প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আমি ভাল করে জানি—তুমিও জানো—ঠিক বন্ধুর সম্পর্ক আমাদের নয়। এখানে আসার আগে তোমার সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েরও আগে থেকে তোমায় ভালবেসে আসছি। এখন তোমায় যত ভালবাসি ভাষা দিয়ে তার পরিমাপ অসাধ্য, এবং শেষ পর্য্যন্ত, অনন্ত কাল ধরে তোমাকে ভালবাসব। এ তুমি জান না? নিশ্চয় জানো—

এলিজা—(ভগ্নকণ্ঠে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিরদিন জানতুম। কিন্তু এখন দয়া করে—দয়া করে আমায় মুক্তি দিন।

ব্রাউনিং—(তার দুই হাত মুষ্টিগত করে) না।

এলিজা—(অধীর কাতরতার সঙ্গে) দয়া করুন, ছেড়ে দিন্ আমায় দয়া করে, ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের দেখা হ'বে না।

ব্রাউনিং—কখনো তোমায় যেতে দোব না, মুক্তি দোব না (তাকে নিকটে আকর্ষণ করে) এলিজাবেথ—

এলিজা—(অসহায়, আর্ত্তস্বরে) না, না, রবার্ট। দয়া কর আমায়—

ব্রাউনিং—এলিজাবেথ—(নত হ'য়ে তার বিবর্ণ ওষ্ঠাধর স্পর্শ করলে)

এলিজা—ওঃ, রবার্ট, তোমায় আমি—

ব্রাউনিং—এখনও কি তুমি আমাকে তোমার জীবন থেকে নির্ব্বাসন দিতে চাও?

এলিজা হ্যাঁ, রবার্ট, কারণ তোমাকে দেবার আমার কিছু নেই। আমার স্বাস্থ্য নেই, লাবণ্য নেই, তারুণ্য নেই—আমি একেবারে নিঃস্ব।

ব্রাউনিং—কোন প্রতিদান আমি চাই না, তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি এই যথেষ্ট।

এলিজা—(উচ্ছ্বসিত আবেগ সংযত করে) প্রথম সাক্ষাতের পর আর না দেখা করাই আমার উচিত ছিল। নিজের কাছে অস্বীকার করলেও সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অণুপরমাণু তোমাতে লীন হয়ে গেল। যেদিন ইভের চোখের সামনে, স্বর্গে প্রথম অরুণোদয় হয়, আমারও তার মত অবস্থা ঘটল—সেই রকম শঙ্কা, বিস্ময়, আনন্দে মেশা একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি। শুষ্ক বন্ধুত্বের ভান ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় আমার ছিল না। কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমি অসহায়, মুহ্যমান হয়ে গেছলুম—সেই পরম মুহূর্ত্তে তাই তোমাকে বিদায় দিতে পারিনি।

ব্রাউনিং—আমি ভালবাসি তোমাকে—আর কিছু বলবার নেই আমার।

এলিজা—আমার জীবন শেষ সূক্ষ্মতম প্রান্তে পৌছেছিল, আমি নিঃশেষ হয়ে গেছলুম—যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি হয়েছিল। তখন, তুমি এলে—রবার্ট, তুমি কি জানো, কি মন্ত্রশক্তি আমার ওপর সঞ্চারণ করেছ? ডাক্তার যখন বল্লে আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি আমায় পুনর্জীবন দান করেছে তখন মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। বাঁচবার ইচ্ছা জেগেছিল সত্যি, কিন্তু কেন তা তিনি কি করে জানবেন! বাঁচ্‌তে চেয়েছিলুম—সমস্ত শক্তি, সমস্ত আকুলতা দিয়ে বাঁচ্‌তে চেয়েছিলুম—সে কেবল তোমা জন্য—তোমার মুখ দেখা, তোমার কথা শোনা, তোমার হাতের স্পর্শলোভ ছাড়া আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কেবলমাত্র তোমার জন্যেই আমার মৃত্যু-মলিন চোখের সামনে আর একবার জগতকে উজ্জ্বল মধুররূপে দেখ্‌তে পেলুম।

ব্রাউনিং—তোমার কথাগুলি আমার কানে মধুরস্বরে বাজছে—সেই রেশ নিয়ে আমি কি করে চির বিদায় নোব?

এলিজা—কিন্তু এযে অত্যন্ত অসম্ভব, বুঝতে পারছ না?

ব্রাউনিং—আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমায় মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করা, তোমায় ত্যাগ করে যাওয়া অসম্ভব।

এলিজা—কিন্তু এর পরিনাম কি হ'বে, ভবিষ্যতের কি আশা আমাদের থাকবে?

ব্রাউনিং—কোন আশার প্রয়োজন নেই—তোমাকে রক্ষা করাই আমার জীবনের ব্রত। তোমাকে আমি স্ত্রীরূপে পেতে চাই।

এলিজা—রবার্ট! আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না—কি করে তা সম্ভব যখন—

ব্রাউনিং—আজ, কাল, এ বছর বা আগামী বছর নয়, হয় তো আরো কত বছর নয়—

এলিজা—তোমাকে বিয়ে করার উপযুক্ত আমি কোন দিন হ'তে পারব না।

ব্রাউনিং—তাতে কি ক্ষতি? যদি তুমি চিরদিনই আমার পাওয়ার সীমার বাইরে থাকো তবু জগতের একটি অমূল্যতম পুরস্কার লাভের জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করলুম বলে পরম সুখে ও সগৌরবে আমি মরতে পারব। সিদ্ধির অনিশ্চয়তায় সাধনা ত্যাগ করতে বল আমায়?

এলিজা—না, না, রবার্ট, স্বপ্নের আবরণ সরিয়ে আমার বাস্তবরূপ দেখ তুমি। একটা নির্জীব স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মার জন্যে তোমার বিরাট প্রতিভা ও মনুষ্যত্বের অপচয় করতে দিয়ে আমার প্রেমের অপমান করতে পারব না।

ব্রাউনিং—শরীরের চেয়ে আত্মাই আমার কাম্য। আমায় ছেলেমানুষ, বা সাময়িক উচ্ছ্বাসে বাস্তব সত্য ভুলে গেছি তা মনেও করোনা। আমি সুনিশ্চিত দৃঢ়তা ও বিবেকসম্পন্ন হ'য়েই বলছি তোমাকে আমার একান্ত প্রয়োজন। তোমার শক্তির দৈন্য আমি আমার প্রচুর শক্তি দিয়ে পূর্ণ করে দোব।

এলিজা—(কিছুকাল নীরব থেকে) এর পর যদি তুমি আবার আস, আমার অবস্থা কি হবে জান?

ব্রাউনিং—জানি।

এলিজা—আমাদের প্রেম সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হ'বে, এর অস্পষ্ট আভাসও যেন বাবা জানতে না পারেন। যদি তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ হয় যে—তুমি আমার বন্ধুর অতিরিক্ত কিছু, তা'হলে এ বাড়ীর দ্বার

তোমার মুখের ওপর চিরদিনের জন্য বন্ধ হ'য়ে যাবে, আমার চিঠিপত্র খানাতল্লাস হ'বে, আমার জীবন শতগুণ দুর্ব্বিসহ হ'য়ে উঠ্‌বে।

ব্রাউনিং—জানি।

এলিজা—কিন্তু তুমি যে অকপট, সূর্য্যালোকের মত স্পষ্ট, এখানে মিথ্যে ছদ্মবেশে কি করে আসবে? আমিই বা—ছলনা করব কি করে?

ব্রাউনিং—(সহর্ষ হাস্য) ও সমস্ত ছলনা আমি দারুণ ঘৃণা করি এবং তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু বিনা ক্লেশে লাভ করবার মত সহজ লভ্য তুমি নও।—কিছু কষ্ট ভোগ আমায় করতে হবেই তো। কত দুর্গম পথ হেঁটে, রক্তাক্ত কলেবরে সেই পারিজাতের মালা পাওয়া গেছল সে গল্প জানো ত?

এলিজা—(তিক্ত ভাবে) পারিজাত? যদি বা হয়, তা শুকিয়ে ঝরে' গেছে। (রবার্ট কি বলতে গেল) না, কোন কথা বলোনা, কিছু শুন্‌বনা। (সে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উদভ্রান্ত ভাবে কি দেখে—আবার ফিরে এল) রবার্ট, যদি আমরা চির বিদায় নিতুম তবে আমরণ এই অমৃতময় স্মৃতি আমাদের সম্বল হ'য়ে থাক্‌ত, বিচ্ছেদের দুঃখ ভোগ করতুম কিন্তু তার মধ্যে স্বপ্ন ভঙ্গের শোক, কোন কটুতা বা অনুতাপের কারণ থাকত না।

ব্রাউনিং—(দৃঢ়, নিম্ন স্বরে) সত্যি তুমিই কথা বলছ?

এলিজা—কেন? কি মনে হচ্ছে?

ব্রাউনিং—তুমি নও। পরাজয়ের আশঙ্কা জয় করে সংগ্রাম করবার প্রবল ক্ষমতা তোমার আছে তাই জানতুম, ভগবান আমাদের চরমতম দান দিতে উন্মুখ, পাছে তা ধূলিতে পরিণত হয় সেই অনিশ্চিত আশঙ্কায় সে দান তুমি গ্রহণ করতে পারছ না? একটা অর্থহীন দুর্ব্বল দুঃখভোগের

স্বপ্নের চেয়ে চরম সুখের জন্যে চরম বিপদ বরণ করা গৌরবের নয়? আমার ভুল হ'য়েছিল, তুমি যে এত ভীরু তা কখনও কল্পনাও করিতে পারিনি।

এলিজা—(সগর্ব্বে, তপ্তস্বরে) ভীরু? আমি? (সহসা ভিন্ন ভাব ধারণ করে) হ্যাঁ, আমি ভীরু, সর্ব্বতোভাবে ভীরু। কিন্তু সে ভীরু তা নিজের জন্যে নয়—

ব্রাউনিং—(তার হাত তুলে নিয়ে গভীর স্বরে) তা আমি জানি এলিজাবেথ—!

এলিজা—আমার জীবনই যখন একটা বিরাট দুঃখ যন্ত্রনার আধার, অন্য বিপদকে আর কি ভয়? কিন্তু তুমি বীর যোদ্ধা, প্রতিভার বৈজয়ন্তী নিয়ে জন্মেছ, আমার ভেতর দিয়ে যদি কোন আঘাত তুমি পাও—"

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, যোদ্ধা, বীর, কিন্তু একলা সংগ্রাম করার শক্তি আমার নেই—আমার সাহায্যের জন্যে একজন উপযুক্ত সঙ্গী চাই-ই।

এলিজাবেথ—কিন্তু ইতিমধ্যেই যে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে সে রকম সঙ্গী নয়!

ব্রাউনিং—ক্ষত বিক্ষত, কিন্তু অপরাজিত, উন্নত শির, নির্ভীক। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সঙ্গী পৃথিবীর কে কোথায় পেয়েছে বা পাবে?

এলিজা—কিন্তু রবার্ট—

ব্রাউনিং—না,

এলিজা—কিন্তু—

ব্রাউনিং—না, আর কিন্তু নয়।

(তার উদ্যত অধর এলিজাবেথের সমস্ত প্রতিবাদ প্রতিরুদ্ধ করে দিলে)

চতুর্থ অঙ্ক

(কয়েক সপ্তাহ পরে। সিঁড়ির ওপরে বাহিরের বেশে সজ্জিতা আরাবেল)

আরা—(এলিজাবেথকে) এলা, এইবার উইল্‌সন্ তোমায় সাহায্য করলে ভাল হ'ত।

এলিজা—না, না উইল্‌সন্ আমায় ছুঁয়োনা।

(সে সোপান অতিক্রম করে উঠে এল। হাঁপাচ্ছে কিন্তু সাফল্যের আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত। পেছনে উইলসন্) দেখ, আজ কারুর সাহায্য না নিয়ে, কোথাও না থেমে আমি উঠে এলুম। ভারি আনন্দ হ'চ্ছে একটু হাঁফিয়ে গেছি এই যা—।"

(তার পা একটু কেঁপে যেতে আরাবেল ও উইল্‌সন্ সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিলে) না, না, আমায় ধরো না, ঠিক হ'য়ে গেছি। (সোফায় বসে দস্তানা, টুপি প্রভৃতি অপসারণ করতে করতে) এটা আমার পক্ষে বিজয়-গৌরব, নয়? গাড়ী থেকে নেমে মাঠে দু'মাইল হেঁটেছি, ডাক্তার চেম্বার্সকে বল্‌তে হ'বে! ইস্—ফ্লাশ তোমার গাউন কাদা মাখিয়ে নষ্ট করে দিলে। কি নোংরা হয়েছিস তুই ফ্লাশি! উইলসন্ ওটাকে চান করিয়ে আনো ত।

উইলসন্—যে আজ্ঞে—(ফ্লাশসহ প্রস্থান)

এলিজা (কতকগুলি চিঠিপত্র নির্দ্দেশ করে) ও, ডাক এসেছে! দাও না ভাই আমায় ওগুলো।

আরাবেল—(তার হাতে চিঠি দিয়ে) মিঃ ব্রাউনিংএর লেখা দেখছি যে, আজ বিকেলে তাঁর আসবার কথা ছিল না?

এলিজা—(বিমনা স্বরে) হ্যাঁ—(চিঠি খুলে পড়তে পড়তে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে) হ্যাঁ, এক্ষুনি আসবেন বোধ হয়। এটা শুভ রাত্রি জ্ঞাপনের জন্যে।

আরা—শুভ রাত্রি কেন?

এলিজা—কাল সন্ধ্যেবেলায় লিখেছেন কিনা।

আরাবেল—ও।

এলিজা—(অন্যান্য পত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ তার স্বর পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল) এটা বাবার চিঠি,

আরাবেল—(ব্যস্ত ভাবে) বাবার? আজ যে তাঁর ফিরে আসবার কথা?

এলিজা—বোধ হয় আসতে পারবেন না, কাজ আছে।

(সে চিঠি পড়তে লাগল)

আরা—(আশান্বিতভাবে) তোমার তাই মনে হচ্ছে?

এলিজা—(পত্রে আবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে) উঃ—আরাবেল!

আরা—কি হ'ল ভাই?

এলিজা—আমরা চলে যাচ্ছি।

আরা—চলে যাচ্ছি?

এলিজা—হ্যাঁ, এই বাড়ী ছেড়ে, লণ্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি, শোন—

(বাইরে থেকে) হেনেরিটা—আমি আসতে পারি?

এলিজা—এস—(আরাবেলকে মৃদুস্বরে) ওকে এখন কিছু বলোনা। (হেনেরিটার প্রবেশ)

হেনে—(হর্ষদীপ্ত উত্তেজনায়) ওঃ এলা, তোমায় তাকে একবার দেখা উচিত। এখুনি।

এলিজা—কাকে ?

হেনে—যোদ্ধার পোষাক পরে সেণ্ট্ জেম্সে যাচ্ছে—রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে মঞ্জুর পত্র আন্‌তে। যা আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাচ্ছে, কি বলব। এক-বার ওপরে আন্‌ব, দেখবে তুমি ?

এলিজা—কিন্তু—

হেনে—বাবা কখনই জানতে পারবেন না। এমন সুযোগ আর হ'বে না, নিয়ে আসি লক্ষ্মীটি, কি বল ? আমি ক্যাপ্টেন্ কুকের কথা বল্‌ছি বুঝেছ বোধ হয়—

এলিজা—তা জানি, তবে এখন ত পারবনা ভাই মিঃ ব্রাউনিং যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন।

হেনে (নিরুৎসাহ হ'য়ে) ওঃ তাহলে আর কি হবে, তবে—আচ্ছা, মিঃ ব্রাউনিং না যাওয়া পর্য্যন্ত তাকে আটকে রেখে দোব। (দ্রুতপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'য়ে) তুমি যতক্ষণ খুসী তোমার কবির সঙ্গে গল্প করো।

[প্রস্থান।

এলিজা (হাসলে, কিন্তু তা দীর্ঘশ্বাসে সমাপ্ত হ'ল) যে টুকু পারে বেচারা আনন্দ করে নিক্।

আরা—কি হ'য়েছে আগে খুলে বল।

এলিজা—ডর্কিং থেকে লিখেছেন,—"তোমাদের জানাচ্ছি যে আগামী বাইশে আমরা লণ্ডন ত্যাগ করব। লণ্ডন থেকে কুড়ি মাইল দূরে বুকহামে একটা বাড়ী নিয়েছি—হয় তো স্থায়ী ভাবেই। যাই হোক্ শীতকালটা এখানেই কাটাব, নির্জ্জন জায়গায়, উন্মুক্ত বাতাসে তোমারও উপকার হ'বে। কিছু দিন থেকে বুঝতে পারছি, তোমার বর্ত্তমান জীবনের স্থিতি

হীন অবস্থায় লণ্ডনে বাস শারীরিক ও নৈতিক উভয়তঃই ক্ষতিকর। তোমার ভাইবোনেদের একথা জানিও, যথোচিত ব্যবস্থা করে রেখো, আমি কাল ফিরব।"—মানে আজ আসছেন।

আরা—কি হ'বে এলা!

এলিজা—শুধু এই নয়। তিনি একটি চমৎকার স্বভাব-সিদ্ধ রসিকতা দিয়ে চিঠি শেষ করেছেন।

আরা—সে আবার কি?

এলিজা—নীচে স্বাক্ষর করেছেন "তোমার স্নেহময় বাবা।"

আরা—আর পনের দিন মাত্র বাকী রইল।

এলিজা—(রুষ্ট হ'য়ে) আমার "জীবনের স্থিতি-হীন অবস্থা!" কারণ একটু বেড়ানো, বহির্জগতের সঙ্গে একটু মেলামেশা—একটু আনন্দ উপভোগ! আমাকে যে তিনি দুঃসাহসী উচ্ছৃঙ্খল বলেন নি এই আশ্চর্য্য। ইটালী যাবার সমস্ত পথ তিনি বন্ধ করলেন। এখানে যে তুচ্ছ আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলুম তাও নির্ম্মূল করে দিলেন। (চিঠিটা দুম্‌ড়ে সে ফায়ার প্লেসের কাছে নিক্ষেপ করলে)

আরা—আমার এতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—তবে তুমি আর হেনেরিটা—

এলিজা—বল, থাম্‌লে কেন?

আরা—(ব্যগ্রতা সহকারে) আমার ওপর রাগ করোনা এলা, এই স্থানান্তর একদিন তোমার পক্ষে শাপে বর হ'বে হয়তো।

এলিজা—তার মানে?

আরা—হেনেরিটা ছাড়া আমরা সকলেই পরস্পরের আভ্যন্তরিক

ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ করি বটে কিন্তু সকলেই জানি তুমি আর মিঃ ব্রাউনিং—

এলিজা—বল, তার পর ?

আরা—তুমি যখন তাঁর প্রতীক্ষা কর এবং তাঁর প্রস্থানের পর তোমার মুখের ভাবই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এলিজা—(সগর্ব্বে) হ্যাঁ, তোমাদের ধারণা নির্ভুল। তাতে গোপনতার কি আছে ? যে কোন নারীর মত আমার ও কি ভালবাসা পাবার বা ভালবাসবার অধিকার নেই ?

আরা—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ সবের পরিনাম কি হ'বে ? বাবার জীবিতকালে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর কাছে বিয়ের সম্মতি পাবে না। তাঁর বিরুদ্ধ-কাজ করার কল্পনাও অসম্ভব। কিন্তু তোমার ব্যাপার শুধু তো তাঁর সম্মতি অসম্মতির ওপর নির্ভর করছে না, যদিও তুমি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করে দিন দিন সুস্থ সবল হ'চ্ছ তবু, কিন্তু, কি জানো—

এলিজা—কিন্তু বিয়ের উপযুক্ত কোন দিন হতে পারবনা এই কথাই বলতে চাইছ তো ?

আরা—তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি তাই কোন রকম আঘাত দিতে কষ্ট হয়। পুরুষের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই অভিজ্ঞতা নেই তবু—মিঃ ব্রাউনিং তোমায় ভালবাসতে পারেন—কিন্তু তিনি যত বড়ই কবি হোন্ না কেন, ভবিষ্যতে তাঁর নীড় বাঁধবার জন্যে স্ত্রী ও সন্তান তো চাই-ই। যদি তোমায়—

এলিজা—(দাঁড়িয়ে উঠে) উঃ—থামো—আরা, চুপ কর। তুমি কি মনে কর সে সব কথা আমি ভাবিনি ? হাজার বার ভেবেছি। (জান্লার কাছে গিয়ে অস্থিরভাবে দেখতে লাগল)

আরা—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলেম ভাই, তোমায় বাধা দেবার জন্যে নয় বাঁচাবার জন্যেই—

(তার কোন কথাই এলিজাবেথের কাণে গেল না, হর্ষদীপ্ত মুখে সে কোন্ পথচারীর উদ্দেশে হস্ত আন্দোলিত করছে) ও—, (আরাবেল নিঃশব্দে প্রস্থান করলে)

এলিজা—(মুখ ফিরিয়ে) মিঃ ব্রাউনিং এইমাত্র—(কক্ষ শূন্য দেখে) ওমা—। (ফায়ার প্লেসে পতিত ব্যারেটের কুঞ্চিত চিঠিতে দৃষ্টি পড়তে আবার তার মুখ বিমর্ষ হ'য়ে উঠল। সেখানা কুড়িয়ে রেখে দিলে। দ্বারে করাঘাত)

(ব্রাউনিংএর প্রবেশ—দুজনে পলকের জন্যে নির্ব্বাকভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। তার পর ব্রাউনিং অগ্রসর হ'য়ে তার দুই হাত গ্রহণ করলে)

ব্রাউনিং—এলা !

এলিজা—রবার্ট !

ব্রাউনিং—তোমায় আজ এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ? সারাদিন কি করেছ ?

এলিজা—(জোর করে সহজ ভাব এনে)—আজ পার্কে দু মাইল হেঁটেছি এবং বিনা সাহায্যে, বিশ্রাম না নিয়ে ওপরে উঠ্‌তে পেরেছি।

ব্রাউনিং—ওঃ, সত্যি ? আমার কি আনন্দ যে হ'চ্ছে—! আচ্ছা—চলো বসা যাক্। (সোফায় উপবেশন করে) তোমার আরো কিছু উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা হ'চ্ছে না ?

এলিজা—কি জানি—তবে শরীরটা খুব ভালই লাগছে—

ব্রাউনিং—আমার দিকে চাও তো! (এলিজাবেথ আজ্ঞা পালন করলে) কি হয়েছে তোমার?

এলিজা—কিছুই না।

ব্রাউনিং—তোমার বাবা ফিরেছেন?

এলিজা—না, আজ ফিরবেন।

ব্রাউনিং—(তার মুখ তুলে ধরে) কিন্তু তোমার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই কি একটা হ'য়েছে। আমায় বলা তোমার অবশ্য উচিত।

এলিজা—ঐ চিঠিখানা পড়ে দেখো।

ব্রাউনিং—তোমার বাবার চিঠি যে। (চিঠি পড়ে তার মুখের দিকে চেয়ে সে অদ্ভুতভাবে হাসলে)।

এলিজা—হাসছ কেন?

ব্রাউনিং-(হাসতে হাসতে) তুমি নিশ্চয়ই এখানা দুমড়ে ফায়ার-প্লেসে ফেলে দিয়েছিলে?—কেন?

এলিজা—তুমি বুঝতে পারছ না—চিঠির মর্ম্ম?

ব্রাউনিং—পারছি। বোধ হয় তোমার চেয়েও ভাল পারছি।

এলিজা—আমার চেয়েও? ভুল, মনে করছ এটা সামান্য স্থান পরিবর্ত্তন মাত্র ও ইচ্ছে মতন এমনি দেখা করতে যাবে সেখানে। তুমি জাননা, আমার বাবাকে আমি যত চিনি, তুমি চেনোনা। আমার জীবনে একটু আনন্দের আভাস দেখে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়েছেন, ফলে সমস্ত আমোদ প্রমোদ বন্ধু বান্ধব থেকে আমার চিরবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। অবিলম্বে তোমাকে দেখতে পাবার সৌভাগ্যও আমি হারাবো।

ব্রাউনিং—এই মহামূল্য চিঠির এসব অর্থ থাকতে পারে কিন্তু তাছাড়া আরও বিস্তর মানে এতে আছে যা তুমি ধারণা করতে পারনি।

এলিজা—আরো মানে ?

ব্রাউনিং—এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি এই মাসের মধ্যেই ইটালী পৌছুবে।

এলিজা—(বিস্ময়-অবরুদ্ধ স্বরে) ইটালী ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, এবং আমার সঙ্গে ?

এলিজা—কি পাগলের মত বক্‌ছ ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, মানে অবিলম্বে আমাদের বিয়ে হওয়া অবশ্যই দরকার।

এলিজা—(দাঁড়িয়ে উঠে) তুমি কি বল্‌ছ, জানো ?

ব্রাউনিং—জানি বৈকি, আবার তার পুনরাবৃত্তি কর্‌ছি আমাদের অবশ্যই অবিলম্বে বিয়ে হওয়া দরকার।

এলা—শোন—(সে হস্ত প্রসারিত করলে)

এলিজা—(চমকে সরে গিয়ে) না আমায় স্পর্শ করোনা। তুমি যা, বলছ, তা পাগলের প্রলাপ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না—কখনই না।

ব্রাউনিং—(অকস্মাৎ উত্তপ্ত, দৃঢ় কণ্ঠে) তুমি পার এবং তা পারতে হ'বেই। (সংযত হ'য়ে) তুমি কি সত্যই ভাবছ যে একটা স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণের সন্তুষ্টির জন্যে তোমার জীবন বলি দিতে দোব ? এতদিনে আমাকে চেনা উচিত ছিল।

এলিজা—(আর্ত্তস্বরে) ওঃ, রবার্ট, আমাদের দুজনের মধ্যে বাধা শুধু বাবা নন্, শ্রেষ্ঠ বাধা আমি স্বয়ং—

ব্রাউনিং—এ প্রসঙ্গে তো অসংখ্যবার আলোচনা হ'য়ে গেছে।

এলিজা—হ্যাঁ, এই শেষবারের জন্যে আবার অসঙ্কোচে তা আলোচনা করতে হ'বেই।

ব্রাউনিং—কিন্তু

এলিজা—না, রবার্ট, নিজেদের ঠকিয়ে কোন লাভ নেই। আমি যত সুস্থই হই না কেন চিরকাল পঙ্গু থাকব। তুমি বল যে পীড়িত বা সুস্থ যে কোন অবস্থাতেই আমাকে চাও, সে কত সত্যি তা আমি জানি, তার জন্যে শুধু সুখী নই—অত্যন্ত গর্ব্বিত আমি। একজন চিররুগ্নার জন্য তোমার জীবন ও পৌরুষের এ মহান্ আত্মবলি। তোমার স্ত্রী হ'লে অহোরাত্রি এই দুঃখই আমায় ক্ষত বিক্ষত করবে যে জীবনে তুমি কত আনন্দ, সুখ, সৌভাগ্য পেতে পারতে শুধু আমার জন্যেই তা থেকে বঞ্চিত রইলে, কোন স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ বা সাহায্য তোমাকে দিতে পারলুম না; কেবল দুর্ভর বোঝা হ'য়ে রইলুম তোমার।

ব্রাউনিং—আঃ, শোনই না আগে—

এলিজা—(বেদনা-কাতর কণ্ঠে)—উঃ, রবার্ট, তোমার জন্মহীন সন্তানদের প্রেতাত্মা আমাকে অনুক্ষণ পীড়িত করবে। প্রথমে চিঠিটা পড়ে মনে হ'ল আমার সমস্ত জগৎ যেন চুরমার হ'য়ে গেল। কিন্তু এখন ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সময় থাকতে তিনি সতর্ক বাণী পাঠালেন। এখনও আমরা গ্রন্থিবদ্ধ হইনি এবং এখনও আমরা চিরবিদায় জানাবার শক্তি হারিয়ে ফেলিনি—

ব্রাউনিং—(তার প্রসারিত কর উপেক্ষা করে, দৃঢ় নিশ্চিত স্বরে) আমি ভেবে দেখলুম—ঐ উপযুক্ত সময় সকলে চলে যাবে—(চিঠি দেখে) বাইশে, পনেরো দিনের মধ্যে আমাদের সব আয়োজন শেষ করতে হবে। তুমি বলেছিলে আগামী শনিবার হিড্‌লী-পরিবার তোমার বোনেদের

পিক্‌নিকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তা'হলে সেদিন বাড়ী বেশ নির্জ্জন থাকবে। সেই সকালেই মেরি-লি-বন গির্জ্জেতে নিঃশব্দে আমাদের বিয়ে হ'বে।

এলিজা—(শঙ্কা-বিহ্বল—অপলক দৃষ্টিতে এতক্ষণ চেয়ে ছিল) রবার্ট!

ব্রাউনিং—(কর্ণপাত না করে) সেই দিনেই লণ্ডন ত্যাগ করা হবে না। আমার মনে হয় বিয়ের পর তুমি এখানে চলে এসে দু-একদিন বিশ্রাম করে যাবার আয়োজন করে রাখলেই ভাল হ'বে। যদি এই শনিবারের পরের শনিবারে যাওয়া হয় তবে এখনও ছ'দিন সময় পাবে। এখন—(সে পকেট থেকে কাগজ বার করলে)—

এলিজা—ওঃ থামো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ব্রাউনিং—(সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পূর্ব্ববৎ গুরুত্বব্যঞ্জকভাবে স্বগত) এই রকম আকস্মিক কিছু একটা প্রত্যাশা করেই সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে দরকারী খবর কিছু কিছু সংগ্রহ করে রেখেছি। শনিবার রাত ৯টায় জাহাজ ছাড়ে, তা'হলে ভস্কালে পাঁচটার এক্সপ্রেস ধরতে হ'বে। সেটা আট টায় সাউদাম্পটনে পৌছয়।

এলিজা—উঃ—(সে পাগলের মত হাসতে লাগল, শেষে তা কান্নায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। ব্রাউনিং তাকে কাছে টেনে নিলে। ক্ষণকাল পরে শান্ত হ'য়ে ভগ্ন স্বরে) এতদিন বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর মধ্যে চরম দমন বিদ্যাপটু—কেবল বাবা,

ব্রাউনিং—(সহাস্যে)—এখন জান্‌লে যে তাঁর সমকক্ষও কেউ আছে।

এলিজা—কিন্তু রবার্ট, আমি পারবনা, কিছুতেই পারবো না।

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, আর একটি জিনিষের আবশ্যকতা আছে, সেটাও ঠিক করে ফেলা যাক্, একজন পরিচারিকা তোমার চাই-ই—তুমি তো বল উইলসন্ তোমার খুব অনুরক্ত। সে সঙ্গে যেতে রাজী হ'বে না?

এলিজা (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) রবার্ট ! যাত্রা পথে আমার শক্তি ভঙ্গ হ'তে পারে, তা তুমি ভেবে দেখছ ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ।

এলিজা—ভাবো যদি, আমি—আমি তোমার হাতে মারা যাই ?

ব্রাউনিং—(একমুহূর্ত্তে স্তব্ধ হ'য়ে, স-স্নেহে) তাতে তোমার ভয় করছে এলা ?

এলিজা (গর্ব্বিত-রোষে)—ভয় ? তুমি জানো, এতদিন মরণের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে প্রাণের ভয় আমার কণামাত্র নেই। তোমায় ছেড়ে শত বছর বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার কাছে এই মুহূর্ত্তে মরতে পারা আমার পরম ও চরম লোভনীয়। কিন্তু ওরকম ভাবে আমার মৃত্যু হলে তোমার কি মনে হ'বে ? ডুনিয়ার লোক তোমাকে কি বলবে ?

ব্রাউনিং—(শান্তভাবে)—আর যাই বলুক হত্যাকরী বলবে না—। তোমায় এই সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে—

এলিজা—তবু আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ,তোমাকে এই ভীষণ ভূতের বাড়ী থেকে মুক্ত সূর্য্যালোকে নিয়ে যেতে চাই। তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব—সমস্ত বিপদ আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে নিয়ে তোমাকে পত্নীত্বে বরণ করতে চাই।

এলিজা—এই রকম তোমার ভালবাসা ?

ব্রাউনিং—হ্যাঁ, এই রকমই ভালবাসা আমার। (সুদীর্ঘ নৈঃশব্দ্য)

এলিজা—রবার্ট আমায় একটু সময় দাও।

ব্রাউনিং—সময় বড় অল্প, এলা।

এলিজা—জানি, তবু আমায় একটু ভেবে দেখতেই হ'বে। আমি এখুনি কিছু ঠিক করতে পারছি না—সাহস হচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা সময়

দাও আমায়। রাত্রে শোবার আগে আমার অভিমত তোমাকে লিখে জানাব—লক্ষ্মীটি—রবার্ট—

ব্রাউনিং—প্রতিজ্ঞা করছ তো ?

এলিজা—প্রতিজ্ঞা করছি।

ব্রাউনিং—বেশ।

এলিজা—ধন্যবাদ।

ব্রাউনিং—এখন যাই তাহ'লে ?

এলিজা—(মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে)—হ্যাঁ—

(রবার্ট নতজানু হ'য়ে তার উভয় হস্ত চুম্বন করলে তার পর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

(—সে নিস্পন্দ হ'য়ে বসে রইল। দ্বারে করধ্বনি। এলিজাবেথ চমকে উঠে)—এস—

(হেনেরিটার প্রবেশ)—মিঃ ব্রাউনিং চলে গেলেন দেখলুম—এবার তাকে নিয়ে আসি ?

এলিজা—কাকে ?

হেনেরিটা—সে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে (তাকে হাত দিয়ে ঠেলে) শুনছ ? আমি সার্টিসের কথা বলছি

এলিজা—ওঃ, নিশ্চয়ই। কিন্তু অন্যদিন হ'লে ভাল হ'ত না ?

হেনেরিটা—না, না, বলছি সে আজ সৈনিকের পোষাক পরে এসেছে। তুমি তো কথা দিয়েছিলে তাকে দেখবে।

এলিজা—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বেশ, তাই হোক্ ভাই। (হেনেরিটা উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাকে চুম্বন করে ছুটে গিয়ে দ্বার মুক্ত করে দিলে।)

হেনেরিটা—এস সার্টিস। (ক্যাপ্টেন্ সার্টিস কুক প্রবেশ করলে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ, সুশ্রী যুবক, মুখাকৃতি সরলতা ব্যঞ্জক। সম্পূর্ণ সামরিক ভূষায় সজ্জিত) এলা, এই ক্যাপ্টেন্ সার্টিস্ কুক, আর ইনি আমার বোন্ এলিজাবেথ। (এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করতে, ক্যাপ্টেন্ সৈনিক কেতানুসারে প্রত্যভিবাদন জানালে)

কুক্—আপনার ভৃত্য মিস্ ব্যারেট্।

এলিজা—(হাত বাড়িয়ে) কেমন আছেন, ভাল ত?

কুক্ (তার প্রসারিত কর গ্রহণ করে স-সম্ভ্রমে)—আমি অত্যন্ত সম্মানিত হলুম আজ। প্রথম মহারাণীর কাছে তারপর আপনার কাছে। আমার—যোগ্যতার অতিরিক্ত গৌরব।

এলিজা—ও, ভুলে গেছি আপনি প্রাসাদ থেকে আসছেন। মহারাণীকে কখনও দেখিনি, কেমন দেখ্তে তাঁকে?

কুক্—খুব সাধারণ। কিন্তু তাঁর প্রতি অঙ্গাবয়ব ও পদক্ষেপ সম্রাজ্ঞীর মহিমা-সূচিত।

হেনেরিটা—সার্টিস্—তুমি তলোয়ারটা পরোনি।

কুক্—তোমায় তো বলেছি অন্দরের পক্ষে সেটা সভ্য-রীতি বিরুদ্ধ!

হেনেরিটা—ছাই সভ্যতা। এলা তোমায় পূরো যোদ্ধৃবেশে দেখুক—আমার এই ইচ্ছে। সেটা নীচে ফেলে এসেছ? আচ্ছা—আমি এখুনি নিয়ে আসছি। (সে ছুটে চলে গেল)

কুক্—(একটু ইতস্ততঃ করে) মিস্ ব্যারেট্—

এলিজা—কি বলছেন?

কুক্—মিস্ ব্যারেট্—

এলিজা—(উৎসাহিত করে) হ্যাঁ, বলুন মিঃ কুক্—আপনি হেনেরিটার বিষয় কিছু বল্তে চান্?

কুক্—(ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আপনি জানেন মিস্ ব্যারেট—আপনি জানেন······(সে কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল)

এলিজা—(দয়াদ্র স্বরে) হ্যাঁ মিঃ কুক্ আমি জানি—যদিও কোন রকম সাহায্য করার সামর্থ্য নেই তবে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আপনাদের জানাচ্ছি (সে হাত বাড়িয়ে দিলে)

কুক্—(দুই হাতে তার কর গ্রহণ করে) ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ মিস্ ব্যারেট, ও রকম মেয়ে আমি জীবনে কখনো—মানে, বুঝছেন কি না ঐ হেনেরিটা—আমি সামান্য—
(তলোয়ার নিয়ে হেনেরিটার প্রবেশ। তখনও—কুক্ এলিজাবেথের হাত ধরে আছে দেখে)

হেনেরিটা—ওঃ, আমি চলে যাবার পর সার্টিস তোমায় কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছিল বোধ হয়? কিন্তু বাস্তবিক ও কি সব গুছিয়ে বল্‌তে পেরেছে?

এলিজা—(মৃদু হেসে) সম্পূর্ণ ভাবে নয় বোধ হয়, কি বলুন মিঃ কুক্?

কুক্—আজ্ঞে হ্যাঁ, কি জানেন—মেয়েদের বোধ শক্তি—

এলিজা—আমি বুঝতে পেরেছি। (হেনেরিটাকে চুম্বন করে) হেনেরিটা তোমাদের জন্য কিছু যদি কর্‌তে পারতুম!

হেনেরিটা—না, তুমি পারবে না, কেউ পারবে না, সার্টিস্ বাবার কাছে আমার বিয়ের প্রস্তাব কর্‌তে চায়—এ বাড়ীতে তা যে কি অসাধ্য ব্যাপার কিছুতেই ওর মাথায় ঢোকাতে পারছি না।

এলিজা—(স-হৃদয় ভাবে) আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ কুক। সে

একান্ত অসম্ভব। তারপর আপনার এ বাড়ীতে যাতায়াতের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হ'য়ে যাবে।

কুক্—সম্পূর্ণ স্বীকার করি আমি ওর যোগ্য নই, গরীব, তবু আমি উচ্চবংশ সম্ভূত, ও সাধারণের সম্মানিত। পরে সামরিক বিভাগ ছেড়ে না হয় অন্য কোন উচ্চতর পদের চেষ্টা করব, হেনেরিটার মত পুরস্কার লাভ শুধু ভাগ্য গুণেই সম্ভব, যোগ্যতার বিনিময়ে কেউ ওকে পেতে পারে না, কি বলেন ?

হেনেরিটা—এলা তুমি ওকে বোঝাতে পার ? আমি তো হার মেনে গেছি।

এলিজা—(কোমল কণ্ঠে) মিঃ কুক্, আপনি যদি রাজকুমার হ'য়ে ধন-রত্ন ও যশের উচ্চ মুকুট পরেও আসেন তবু বাবা আপনাকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করবেন। এখন বুঝতে পারছেন আসল কথা ?

কুক্—আজ্ঞে, না।

হেনেরিটা—বেশ, আর পেরেও কাজ নেই। মোট কথা, বাবার কাছে বলোনা, আর আমার হুকুম সৈনিক বিভাগ ছাড়তে পারবে না। এই বীর বেশ ছাড়া অন্য হীন সাজে কখনো তোমায় গ্রহণ করব ভেবেছ নাকি ? ওঠো তোমার কোমরে তলোয়ার বেঁধে দিই।

(অর্থহীন হাস্যে) কুক্ উঠে দাঁড়াল। তরবারি যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে করতে) এলা মনে করে কবিরা অর্থাৎ কবির মধ্যে বিশেষ একজন, পৌরুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার ভুলটা ভেঙে দিতে হ'বে।

কুক্—তুমি ভুল করছ তলোয়ার বাঁ দিকে থাকে।

হেনেরিটা—বাঃ, কেন—?

(ব্যারেটের প্রবেশ। বিস্মিত দৃষ্টিতে আভ্যন্তরিক দৃশ্যপট দেখে দারুণ অসন্তোষে তাঁর মুখ পলকে কঠিন হ'য়ে উঠল। কন্যাদ্বয় ভীতি বিহ্বল মুখে তাঁর দিকে চেয়ে আর কুক্ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।)

এলিজা—বাবা—আপনি—আপনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই এসেছেন বাবা।

ব্যারেট—বড়ই অন্যায় করেছি। এ ভদ্রলোককে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

হেনেরিটা—বাবা, ইনি ক্যাপ্টেন্ সার্টিস্ কুক্!

কুক্—আপনার ভৃত্য—মহাশয়—(দুজনে কঠিনভাবে অভিবাদন জানালেন)

হেনেরিটা—(একটু চুপ করে থেকে) ক্যাপ্টেন কুক্,—জর্জ্জ আর অকির অন্তরঙ্গ বন্ধু।

ব্যারেট—বটে! (কুকের প্রতি) কিন্তু এ সময় আমার ছেলেরা কেউ বাড়ী থাকে না।

কুক্—আজ্ঞে হ্যাঁ, যাবার পথে মনে করলুন—ইয়ে আজ্ঞে—

ব্যারেট—ও।

এলিজা—ক্যাপ্টেন কুক্, এই মাত্র বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ফিরছেন, ওঁর সামরিক পোষাক আমাকে দেখাবার জন্যে হেনেরিটা ওঁকে ওপরে এনেছে।

ব্যারেট—বটে! (ঘড়ি বার করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন)

কুক্—দেখবার কিছুই নেই—তবে মেয়েরা জাঁকজমক ভালবাসে কি না—

ব্যারেট—(ঘড়ি পকেটস্থ করে গম্ভীর স্বরে) পাঁচটা বেজে সাড়ে উনিশ মিনিট।

কুক্—বাই জোভ্! অনেক দেরী হ'য়ে গেছে—গুডবাই মিস্ ব্যারেট—

এলিজা—গুডবাই। (ব্যারেট স্বয়ং দ্বার উন্মুক্ত করে দাঁড়ালেন)

কুক্—গুডবাই মিস্ হেনেরিটা—

হেনেরিটা—চলুন আমি যাচ্ছি।

কুক্—আপনার ভৃত্য—মহাশয়—(ব্যারেট নীরবে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে, কুকের অনুগামিনী হেনেরিটাকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিবৃত্ত করলেন)

হেনেরিটা—আমি ওঁকে পৌছে দিয়ে আসি—

ব্যারেট—(সঙ্কেত-রজ্জু আকর্ষণ করে) সে চাকররা পারবে। (দ্বার রুদ্ধ করে এসে ঘরের মাঝখানে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন) এলিজাবেথ, ক্রমেই তোমার অভ্যাগতের তালিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এলিজা—এই প্রথম আমার ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

ব্যারেট—বটে! কিন্তু ঘরে ঢুকে যা দেখলুম তাতে মনে হ'ল হেনেরিটার আলাপ বেশ গাঢ়তর।

হেনেরিটা—ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে কিছুদিন থেকে আমার আলাপ হয়েছে।

ব্যারেট—বটে! কিন্তু কাছে ঘেঁসে তাঁর কোমর বেঁধে দেবার মত অতি ঘনিষ্ঠতা কবে থেকে হ'য়েছে?

হেনেরিটা—আমি এর আগে কখনও তাঁকে সামরিক বেশে দেখিনি তাই—

ব্যারেট—এবং ভবিষ্যতে কোনদিন তাঁকে যে কোন বেশেই দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ।

হেনেরিটা—(আহত-স্বরে) কেন ?

ব্যারেট—(তাকে উপেক্ষা করে) তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

এলিজা—হ্যাঁ বাবা।

ব্যারেট—নতুন বাড়ী নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এখানে ভাল করে নজর রাখতে পারিনি। যাক্ সেখানে এ সব ঝঞ্ঝাট থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

হেনেরিটা—নতুন বাড়ী ?

ব্যারেট—(অন্যত্র দৃষ্টি রেখে) বুক-হামে একটা বাড়ী নিয়েছি এবং বাইশে তারিখে সকলকে সেখানে যেতে হ'বে।

হেনেরিটা—কেন ?

ব্যারেট—নিজের কোন কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

হেনেরিটা—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস্ করার অধিকার আমার আছে, বাবা। এই ঘরে আমাকে ক্যাপ্টেন কুকের কোমরে তলোয়ার বেঁধে দিতে দেখেছেন, মাত্র এই কারণেই তাঁকে এ বাড়ীতে ঢুকতে নিষেধ করে দেবেন।

ব্যারেট—সে জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথার কি দরকার ? ও তোমার ভায়েদের বন্ধু।

হেনেরিটা—আমিই তাকে এখানে ডেকে এনে তলোয়ার বাঁধবার নিয়ম জান্‌তে চেয়েছি, সে জন্য তাঁকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত।

ব্যারেট—(তীক্ষ্ণ স্বরে)—এ দিকে এস।

হেনেরিটা—(ছ'এক পা এগিয়ে ভীতি রুদ্ধ স্বরে) কি ?

ব্যারেট—(পলকের জন্য ভ্রূকুঞ্চিত করে, অভিনিবেশ সহকারে তার মুখ দেখে—মাটিতে পা ঠুকে) এখানে এস। (ভীত মুখে হেনেরিটা এগিয়ে গেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বজ্র গম্ভীর স্বরে) ঐ লোকটা তোমার কে ?

হেনেরিটা—আপনাকে—আপনাকে বলেছি—আমাদের বন্ধু।

ব্যারেট্—তোমার কে ?

হেনেরিটা—আমার—আমার বন্ধু।

ব্যারেট্—আর কিছু নয় ?

হেনেরিটা—না।

ব্যারেট্—(হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে) মিথ্যেবাদী !

এলিজা—(তীক্ষ্ণস্বরে) বাবা !

হেনেরিটা—(হাঁপাতে হাঁপাতে) আমায় ছেড়ে দিন।

ব্যারেট্—(মুষ্টি দৃঢ়তর করে) জবাব দাও।

(হেনেরিটা মুক্তির বৃথা চেষ্টা করে কেঁদে ফেললে)—জবাব দাও।

হেনেরিটা—(অবরুদ্ধ ভাষায়) সে—সে, বাবা, আমি তাকে ভালবাসি।

ব্যারেট্—কি ? (দুই হাত ধরে সবলে ঝাঁকানি দিয়ে দন্ত নিষ্পেষিত করে) কি—তুমি—তুমি—

(হেনেরিটা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠ্ল)

এলিজা—(ব্যারেটের হাত ধরে) ছাড়ুন, ওকে এক্ষুনি ছাড়ুন, এ সব আমি সইতে পারিনা। (ব্যারেট্ হেনেরিটাকে ধাক্কা দিতে, সে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল)

ব্যারেট্‌—(এলিজাবেথকে) আর তুমি? তুমি এসব পাপের কথা জান্‌তে?

এলিজা—সম্প্রতি জান্‌তে পেরেছি এবং আমার অকপট সহানুভূতি জানিয়েছি ওদের।

ব্যারেট—আমার সামনে এ কথা বলার স্পর্দ্ধা তোমার হ'ল?

এলিজা—হ্যাঁ, এবং সাধ্য থাক্‌লে ওদের সাহায্য করতুম।

ব্যারেট্‌—আচ্ছা, তোমার ব্যবস্থা পরে হ'বে।

(হেনেরিটাকে) ওঠো।

হেনেরিটা—(হঠাৎ তাঁর পা জড়িয়ে মিনতি করুণস্বরে) ও, বাবা, দয়া করে শুনুন, শপথ করে বলছি আমি খারাপ মেয়ে নই—ভয়ে আপনার কাছে কপটতা করছি, সেজন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত আমি। কিন্তু আমি—আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। ভালবাসা কখনও পাপ হ'তে পারে না। ভালবাসা না পেলে কেউ বাঁচে না বাবা, মার কথা ভেবে দেখুন—তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার দয়া হ'বে।

ব্যারেট্‌—(তার বাহু বন্ধন থেকে পা মুক্ত করে অটল স্বরে) ওঠো ওখানে বসো।

(হেনেরিটা অবনতশিরে চেয়ারে বসে পড়ল)

কতদিন থেকে এ ব্যাপার চলছে? (হেনেরিটা নীরব) শুনতে পাচ্ছ?

হেনেরিটা—প্রায়— এক বছর।

ব্যারেট্‌—তার সঙ্গে কোথাও গেছ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট্‌—একলা?

হেনেরিটা—হ্যাঁ

ব্যারেট্—কোথায় ?

হেনেরিটা—পার্কে—আর—আর—

ব্যারেট—এই বাড়ীতে !

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট—একলা ? (হেনেরিটা নিরুত্তর) এ বাড়ীতে একলা দেখা করেছ ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট—ওঃ, এতদূর। আমার বাড়ীতে এই কদর্য্য কপট উচ্ছৃঙ্খলতা আর যাকে সরল পবিত্র বলে বিশ্বাস করতুম—তার দ্বারাই উৎসাহিত ?

হেনেরিটা—না না—।

এলিজা—(উত্তেজিত হ'য়ে) এ কথা কি ক'রে উচ্চারণ করছেন ?

ব্যারেট—থামো, (হেনেরিটাকে রূঢ় নির্ম্মম স্বরে) শোন, দুবছর, পরে আবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল। পাপকে তাড়াতে হ'লে আরো কঠোর হ'তে হ'বে। হয় তার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সম্পর্ক ত্যাগ কর, না হয় জন্মের মত এবাড়ীতে থেকে বিদায় হও। যে কোন একটা পথ বেছে নাও, আমার কথার পরিবর্ত্তন হ'বেনা জানো।

হেনেরিটা—(আত্ম-সংঘাত ক্লিষ্ট স্বরে) এর পর আজীবন আপনি আমার ঘৃণার পাত্র হ'বেন।

ব্যারেট্—আমার তাতে কিছু মাত্র কষ্ট নেই। তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করবে যে, তার সঙ্গে কোন আদান প্রদান রাখবেনা।

হেনেরিটা—(নীরব থেকে, অস্ফুট কণ্ঠে) আমার কিছু মতামত নেই ।

ব্যারিট্—এলিজাবেথ! তোমার বাই-বেল্ আমায় দাও।

এলিজা—কেন?

ব্যারেট—তোমার বোনের মুখের কথার দাম নেই, ঈশ্বরের নামে শপথ চাই। দাও বাইবেল্।

এলিজা—এই হীন উদ্দেশ্যে আমার পবিত্র বাইবেল্ ব্যবহার করতে দোবনা।

ব্যারেট্—দাও।

এলিজা—না।

ব্যারেট্—আমাকে অমান্য করছ?

এলিজা—হঁ্যা। (ব্যারেট্ সাঙ্কেতিক রজ্জু আকর্ষণ করলেন। মেয়েরা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। উইল্‌সনের প্রবেশ)—

ব্যারেট্—তোমার হাত পরিষ্কার?

উইল্‌সন—(হাতের দিকে চেয়ে) আজ্ঞে হঁ্যা।

ব্যারেট্—তবে আমার ঘর থেকে বাইবেল্ আনো।

(অল্পক্ষণ পরেই উইল্‌সন্ আজ্ঞা পালন করে ফিরে গেল) ব্যারেট—(স-সম্মানে বাইব্ল্ টেবিলে রেখে) উঠে এস হেনেরিটা। এর ওপর হাত রেখে আমার কথার পুনরাবৃত্তি কর (হেনেরিটা উঠে এসে আদেশ পালন করলে) বল—

"আমি ঈশ্বরের নামে আপনার কাছে শপথ করছি যে ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে কোন রকম সংশ্রব রাখব না।"

(হেনেরিটা অশ্রুতভাবে পুনরাবৃত্তি করলে)

ব্যারেট—এখন তোমার ঘরে যাও, ও আমার বিনা হুকুমে সেখান থেকে বেরিও না (বিনা উত্তরে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে হেনেরিটা বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দ থেকে) এলিজাবেথ! তোমার কিছু বলবার আছে ?

এলিজা—না।

ব্যারেট্—বেশ অত্যন্ত অসন্তোষের সঙ্গে আমি চল্লুম। যে পর্য্যন্ত ভগবান তোমার হৃদয় কোমল না করেন, নিজের দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁর ও আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, ততদিন আমি তোমার মুখ দেখব না।

(তিনি বাইবেল্ তুলে নিয়ে চলে যাবার পরই এলিজাবেথ সঙ্কেত রজ্জু আকর্ষণ করলে। তার মুখে দৃঢ় মীমাংসার চিহ্ন। উইল্সনের প্রবেশ)

এলিজা—দরজা বন্ধ করে দাও। (উত্তেজিত স্বরে) উইল্সন তুমি আমার বন্ধু ?

উইল্সন—(হতবুদ্ধি হয়ে) আপনার— বন্ধু—মিস্ ?

এলিজা—হ্যাঁ, এখন আমার এমন বন্ধুর অত্যন্ত প্রয়োজন যে আমাকে এই মুহুর্ত্তে সাহায্য করতে পারবে।

উইল্সন্—আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিস্—তবে আপনাকে খুবই ভালবাসি, আপনার জন্যে প্রাণ দিতে পারি।

এলিজা—তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি ?

উইল্—নিশ্চয়ই।

এলিজা—উইল্সন্, এর পরের শনিবার আমি মিঃ ব্রাউনিংকে বিয়ে করছি ?

উইল্—(বিস্ময়ে মুখবাদান করে) বিয়ে ?

এলিজা—চুপ্—হ্যাঁ, যদিও এ বাড়ীর কেউ জানবে না। মেরি-লি-বন্

চার্চ্চে আমাদের বিয়ে হ'বে। তুমি আমার সঙ্গে আসতে রাজী আছ ?

উইল্—আমি ? হ্যাঁ—খুব খুসী হ'য়ে—

এলিজা—বিয়ের পর দু' একদিনের জন্যে এখানেই ফিরে আসব এবং—

উইল—(গভীর বিস্ময়ে) এখানে ? মিঃ ব্রাউনিংএর সঙ্গে ?

এলিজা—(মূর্চ্ছাতুর হাস্যে) না, না, তোমার সঙ্গে। তারপর আমরা ইটালী যাব। তুমি যাবে সঙ্গে ?

উইল্—আমার এতে কোন লাভ ক্ষতি নেই, কিন্তু স্বামী থাকুন বা না থাকুন আমি ছাড়া আপনি কিছুতেই ইটালী যেতে পারবেন না।

এলিজা—যাক্, যাবে তো তা'হলে ? কি খুসীই যে হ'লুম। আমি মিঃ ব্রাউনিংকে এখন চিঠি লিখে দিচ্ছি—তুমি এক্ষুনি সেটা ডাকে ফেলে দেবে। যাও তৈরী হ'য়ে এস। (উইলসনের প্রস্থান। এলিজাবেথ দ্রুত হস্তে চিঠি লিখতে মগ্ন)

পঞ্চম অঙ্ক

—০ঃ০—

প্রথম দৃশ্য

(এলিজাবেথ ফ্লাসের কলারে শেকল বাঁধ্‌ছে। আদর করে তার মাথা চাপড়ে দিয়ে সে খামে ভরা চিঠির গোছা টেবিল থেকে ম্যাণ্টল পিসের ওপর রেখে দিলে। তারপর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে উদ্বেগ ও অস্থিরতা সু-পরিস্ফুট। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে আবার নিশ্বাস ফেলে ফিরে গিয়ে চিঠি গুলো একে একে টেবিলের ওপর রাখলে। তার ক্লোক্, দস্তানা টুপি প্রভৃতি শয্যায় ছড়ানো। হাতে ত্থানা ভ্রমনোপযোগী কম্বল নিয়ে দ্রুতপদে উইলসনের প্রবেশ) উইল্‌সন্—ভারি ভুল হ'য়ে গেছে মিস্ কাল তাড়াতাড়ি লাগেজ্ ষ্টেশনে পাঠাবার সময় এত্নটো প্যাক করা হয়নি।

এলিজা—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই।

উইল্—(কম্বল তুটো চেয়ারে রেখে) আর বোধ হয় ভুল হয়নি কিছু ?

এলিজা—হ'লেও বিশেষ অসুবিধে হ'বে না, মিঃ ব্রাউনিং বলেছেন যথাসম্ভব কম জিনিষ নিতে। যদি কিছু দরকার হয় প্যারিসে কিনে নেওয়া যাবে। (ঘড়ি দেখে) উঃ, সময় যেন কাট্‌তে চাইছে না, এখনও দেড় ঘণ্টা এই রকম স-শঙ্ক প্রতীক্ষায় কাটাতে হ'বে। গাড়ীটা ঠিক কোন্ জায়গায় আমাদের অপেক্ষা করবে তা বুঝ্‌তে পেরেছ তো ?

উইল—নিশ্চয়ই, সাড়ে তিনটের সময় মোড়ের কাছে গাড়ী থাকবে। মিঃ ব্রাউনিং হগ্‌সন্স লাইব্রেরী থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আপনার স্বামী এসে পড়লে আর কোন ভয় নেই মিস্ এলা।

এলিজা—এই, চুপ্ চুপ এখানে ওকথা উচ্চারণ করোনা আমি দারুণ ভীতু হ'য়ে গেছি, মনে হ'চ্ছে যেন প্রতি দেয়ালটি সজীব হ'য়ে সব শুনছে। হেনেরিটা ছাড়া আর কেউ বাড়ি নেই বোধ হয়!

উইল্—আসবার সময় দেখলুম তিনি বাইরের পোষাক পরছেন।

এলিজা—ওঃ, উইলসন্, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে মাত্র এক ঘণ্টা পরে এই চিরদিনের ঘর ছেড়ে চলে যাব, জীবনে আর ফিরে আসব না।

উইল—এ ঘর ত্যাগ করা আপনার পক্ষে আনন্দজনক।

এলিজা—আবার এক পক্ষে দুঃখকর। এখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছি, আমার স্বর্গের সন্ধানও পেয়েছি।......উঃ মনে হ'চ্ছে ধাক্কা দিয়ে সময় সরিয়ে দিই। এ রকম অপেক্ষা করা যেন মৃত্যু-জনক লাগছে।

উইল্—আপনার চিঠি পত্র লেখা হ'য়ে গেছে তো?

এলিজা—(মূর্চ্ছাতুর ভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রত্যেককে আলাদা করে লিখেছি যে আমি কি করলুম ও তাদের কাছে চির-বিদায় গ্রহণ করেছি। তবে—মিঃ ব্যারেট্‌কে আরো কিছু লিখব কি না ভাব্‌ছি—নাঃ আর কিছু লেখার নেই।

উইল—(স-কৌতুক হাস্যে) মিস্, আমার এ সব অনধিকার চর্চ্চা, কিন্তু মনিব যখন আজ রাত্রে আপনার চিঠি পড়ে জানতে পার্ব্বেন যে এক সপ্তাহ আগে আপনার বিয়ে হ'য়ে গেছে তখন তাঁর মুখের ভাবটা—

এলিজা—(ত্রস্ত হ'য়ে) না, না, উইলসন্ থামো, ঐ কল্পনাই আমার

রক্ত শুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে সে সময় আমরা বহুদূরে থাক্‌ব। (ঘড়ি দেখে) ওঃ, এখনও এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট, সময় কি আর ফুরোবে না!

উইল্—আপনি ততক্ষণ কবিতা লিখুন না ?

এলিজা—(অত্যাশ্চর্য্যভাবে) কবিতা ?

উইল—(উৎসাহিত হ'য়ে) হ্যাঁ, তা'হলে বেশ সহজে সময় কাটবে। (এলিজাবেথ অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল। বাহিরের বেশে সজ্জিতা হেনেরিটার প্রবেশ, তার হাতে একটা পত্র। এলিজাবেথ পলকে হাসি থামিয়ে ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে)

এলিজা—(নিজের পত্র গুলোয় দৃষ্টিপাত করে) আমি—আমি ভেবেছিলুম তুমি বেড়াতে গেছ।

হেনেরিটা—উইলসন্, আমি এলার সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই।

উইল্—যে আজ্ঞা—(প্রস্থান)

হেনেরিটা—আমি বেড়াতে বেরুচ্ছিলুম এমন সময় একটা লোক তোমার নামে এই চিঠি দিয়ে গেল।

এলিজা—(উদ্বিগ্ন হয়ে হাত বাড়িয়ে) আমার চিঠি ?

হেনেরিটা—(চিঠি হাতে রেখেই) হ্যাঁ,
কিন্তু এ তার লেখা।

এলিজা—ক্যাপ্টেন কুকের ? আচ্ছা খোল তাহ'লে—

হেনেরিটা (পড়তে লাগল) প্রিয় মিস্ ব্যারেট্, আপনাকে আবার আমাদের ব্যাপারে টেনে এনে আমি অত্যন্ত অন্যায় করছি, তবে বিষয়টা এত প্রয়োজনীয় যে আশা করি আমায় ক্ষমা করবেন। আমাদের সৈন্যদল শীঘ্রই সমারেষ্টে চলে যাচ্ছে। যাবার আগে হেনেরিটাকে একটিবার

দেখতে হ'বেই। তার নামে চিঠি দিলে বিপদ আশঙ্কায় আপনার দয়ার ওপর নির্ভর করছি। দয়া করে অভ্যন্তরস্থ পত্রখানি হেনেরিটাকে দিলে চিরকৃতজ্ঞ হ'বে।—চিরবাধিত—বিশ্বস্ত সার্টিস্ কুক।" সমারেষ্ট। (সেখানা ফেলে দিয়ে অভ্যন্তরস্ত পত্র সাগ্রহে পড়তে লাগল। এলিজাবেথ পূর্ব্বের চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেল্লে)—কটা বাজে এখন ?

এলিজা—দুটো বেজে পনেরো মিনিট।

হেনেরিটা—(দৃঢ়-অনুচ্চ স্বরে) বাবা আমাকে কি শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন মনে আছে।

এলিজা—আছে।

হেনেরিটা—(স্পর্দ্ধিত সুরে) বেশ, আমি আজ সেই শপথ ভাঙ্‌ব।

এলিজা—সত্যি ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ, তাতে গৌরবান্বিত হ'ব। সার্টিস্ লিখেছে সে চারটে থেকে ছটার মধ্যে এক জায়গায় থাকবে আমি নিশ্চয়ই দেখা করব। বাবা কিছু জিজ্ঞেস করেন স্রেফ মিথ্যে কথা বল্‌ব।

এলিজা—(শান্ত কণ্ঠে) এসব আমায় বলে কি লাভ ?

হেনেরিটা—(বিদ্রোহীর মত) কারণ তোমায় দেখাতে চাই যে আমি খারাপ, কপট, মিথ্যেবাদী, বিশ্বাস-ঘাতক—তাই আমার পক্ষে কোন কাজ অসম্ভব নয়।—(সহসা এলিজাবেথকে জড়িয়ে ধরে)—উঃ এলা, আমায় মাপ করো ভাই। আজ কাল আমার মাথার ঠিক নেই। উৎকট ঘৃণা আর তীব্র ভালবাসার সংঘাত চলেছে রাতদিন।

এলিজা—(সাবেগ স্নেহে) হেনা তোমার অবস্থা আমি প্রাণ দিয়ে অনুভব করছি—ভীষণ কষ্ট হ'চ্ছে। তোমায় সাহায্য করতে পারি না,

কিছু উপদেশ দেবার সাহসও নেই—কিন্তু নিরাশ হয়োনা—সাহস হারিও না, আর (মুখে উদ্বেগের স্পষ্ট ছায়া নিয়ে ব্যস্তভাবে উইলসনের প্রবেশ)

উইল্—(হাঁপাতে হাঁপাতে)—ওঃ ; মিস্ এলা—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—হায় হায় কি হবে (ভগ্নীদ্বয় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, হেনেরিটা আশ্চর্য্য ও এলিজাবেথ শঙ্কিত ভাবে)

এলিজা—কি হ'য়েছে উইলসন্? হেনেরিটা, দোর বন্ধ করে দাও।

উইল্—মনিব মিস্, মনিব, তিনি এই এলেন ব'লে।

এলিজা - (অস্ফুট-কণ্ঠে) বাবা—।

উইল্—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই। এইমাত্র, নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে বলেছে—

এলিজা—চুপ।

হেনেরিটা—অবাক হ'য়ে দুজনের মুখ চাইতে চাইতে)—কিন্তু কি ব্যাপার এলা ?

এলিজা—কিছুই না, কিছুই না, কি জানো—সেই সে দিন থেকে আজ দশদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন নি তাই—(উইলসন্‌কে) আমার টুপী, জামা সব সরিয়ে ফেল—শীগগীর—(সে আজ্ঞা পালন করলে)

হেনেরিটা—শুধু ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না, তোমার মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হ'য়ে গেছে ! নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু—

এলিজা—(কোমল অথচ দৃঢ়স্বরে) না, না, কোন কথা বোল না, কোন প্রশ্ন করোনা, তুমি কিছুই জানো না কিচ্ছু না—বুঝলে ?

হেনেরিটা—কিন্তু—

এলিজা—না। (উইল্‌সন্‌কে) ঐ ব্যাগ দু'খানা—(উইলস্‌ন তাড়াতাড়ি সে দুটো হাতে তুলে নিলে, দ্বারে করধ্বনি শোনা যেতে সে হাঁ করে থমকে রইল)—

এলিজা—(বদ্ধকণ্ঠে)—আসুন। (তারপর অবার গলা পরিষ্কার করে)—আসুন। (ব্যারেট প্রবেশ করলেন, সকলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান)

এলিজা—আজ আপনি সকাল সকাল ফিরেছেন বাবা।

(ব্যারেট উত্তর না দিয়ে, প্রত্যেকের মুখ একাগ্রভাবে দেখে নিয়ে দৃঢ়ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। উইল্‌সন্ সু-স্পষ্ট ভীতিপূর্ণ মুখে কম্বল নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ল)

ব্যারেট—ওর কি হ'য়েছে ?

এলিজা—উইল্‌সনের ?

ব্যারেট—হ্যাঁ, আর তোমার ?

এলিজা—কিছুই না বাবা—।

ব্যারেট—(স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে চকিতে তাকে দেখে নিয়ে হেনেরিটার প্রতি)—কোথায় গিছ্‌লে ?

হেনেরিটা—কোথাও না।

ব্যারেট—যাচ্ছ কোথায় ?

হেনেরিটা—পিসিমার বাড়ী, চা খেতে।

ব্যারেট—সত্যি কথা ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট—তোমার শপথের কথা মনে আছে ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট—তা রক্ষা করেছ ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট—ভবিষ্যতে রক্ষা করবে ?

হেনেরিটা—হ্যাঁ।

ব্যারেট—(তাকেও পলকের জন্য অভিনিবেশ সহকারে দেখে)—তুমি এখন যেতে পার। (কারোর দিকে না চেয়ে হেনেরিটা দর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল। এলিজাবেথ নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ব্যারেট একবার জানালার ধারে গিয়ে আবার—ফিরে এলেন)—ব্যারেট—আমি এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে এলুম জানো ?

এলিজা—(শ্বাস-নিরোধ করে অস্ফুট স্বরে)—না বাবা।

ব্যারেট—(প্রখর ও নিম্ন কণ্ঠে)—কারণ আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, দশ দিন হ'য়ে গেল তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি—

এলিজা—সে জন্যে কি আমি দোষী বাবা ?

ব্যারেট—(রুদ্ধ রোষে) এ কথা জিজ্ঞেস্ করতে সাহস কর তুমি ? তুমি তোমার বোনের নির্লজ্জ কদাচারে সংশ্লিষ্ট নও ? তাকে তুমি উৎসাহিত ও সাহায্য করনি ? তুমি কি আশা কর যে আমার অসন্তোষ থেকে বিনা ক্লেশে নিষ্কৃতি পাবে ? (হঠাৎ সংযত হ'য়ে গম্ভীর স্বরে) যাক্—একথা বলবার জন্য এখানে আসিনি—সে সব ভোলবার জন্যে এসেছি। এই দশ দিনে বাবার দুঃসহ কষ্টের অর্দ্ধেকও হয়নি তোমার।

এলিজা—দুঃসহ ?

ব্যারেট—যখন আমার পৃথিবীর প্রিয় জিনিষগুলি থেকে আমি নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত হই তখন কি ভাবো আমার খুব সুখ হয় ? এখানে আসবার ও তোমায় ক্ষমা করবার শক্তি লাভের জন্য আমি রাতের পর রাত কি দারুণ সংগ্রাম করেছি, তা কি তুমি জানো ?

এলিজা—বাবা—!

ব্যারেট—আমার ন্যায়, কর্ত্তব্য ও বিচার বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করেছি।

কিন্তু জয়ী হ'তে পারলুম না, তোমার মুখ ও কথার অভাব আমায় পীড়িত করেছিল—আমায় আস্‌তে হ'লই। লোকে যে রকম মনে করে ততটা শক্তিমান আমি নই। এজন্য নিজের ওপর ধিক্কার আসছে, ঘৃণা হ'চ্ছে।

এলিজা—না, না, (উঠে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে)—উঃ, বাবা, আপনি যাকে 'শক্তি' বলেন তা-ই দুর্ব্বলতা, আপনার ন্যায় বিচার ও কর্ত্তব্য বোধ যে ভ্রান্তির অন্যায় প্রতিরূপ তা কি দেখতে পাচ্ছেন না ?

ব্যারেট—(তার হাত কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে কর্কশ স্বরে) আমার ভুল ? আমার অন্যায় ? কি বলছ তুমি ? (তাকে বাধা দিয়ে) না চুপ কর। জবাব করোনা। ভুল, অন্যায় ? তুমি কি বলছ তা জানোনা।

এলিজা—আমার কথা একটু শুনুন্ বাবা—

ব্যারেট—না। (তিনি জানলার ধারে সরে গিয়ে খানিকক্ষণ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে এসে) তোমার কথায় যদি কণামাত্র সত্য থাকে তা'হলে আমার সমস্ত জীবন একটা অর্থহীন পরিহাস প্রতিপন্ন হয়। আমি নিতান্ত দুঃ-সময়েও চিরদিন মাথা উঁচু করে ন্যায় পথে চলেছি। তিক্ত কটু পরিণামে জর্জ্জরিত হয়েও কাপুরুষের মত কর্ত্তব্য ত্যাগ করিনি। যাদের কর্ত্তব্য পথে পরিচালনা করবার ভার আমার, তারাও ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—তুমিও, এমন কি তোমার মা পর্য্যন্ত তাই।

এলিজা—আমার মা ?

ব্যারেট্—হ্যাঁ, তবে প্রথম থেকেই নয়। তুমি—আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান শুধু অনাবিল ভালবাসায় জন্মেছিলে। আর অন্য সকলে জন্মাবার বহু পূর্ব্ব থেকেই তোমার মা ও আমার ভেতর ব্যবধানের প্রাচীর গড়তে সুরু

হয়েছিল। সে কখনও কোন প্রতিবাদ বা অভিযোগ জানায় নি, নীরবে আমার হুকুম পালন করে গেছে, কিন্তু ভালবাসার মৃত্যু হ'য়ে সেখানে ভয় এসে দাঁড়ালো।

এলিজা—(তীব্র স্বরে) না, না—।

ব্যারেট্—এ সমস্তের কারণ আমার কঠিন কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

এলিজা—(বিস্ফারিত নেত্রে, অব্যক্ত কণ্ঠে) উঃ, ভগবান! কি কষ্টই তিনি ভোগ করে গেছেন সারাজীবন!

ব্যারেট্—শুধু তিনি? আর আমার কি হ'য়েছে? আমার?

এলিজা—আপনার? তা হলে আপনি—আপনার প্রতি মার ভাল-বাসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁকে ভালবাস্‌তেন?

ব্যারেট্—(পরুষ স্বরে) ভালবাসা? ভালবাসা আবার কি? সে আমার স্ত্রী ছিল—তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছ না।

এলিজা—(স-ভয় অর্দ্ধস্ফুট ভাষায়) আর সমস্ত সন্তান কেবল ভয়ের ভেতর জন্মেছে, উঃ কি ভীষণ, কি ভয়ানক, কি ভয়ানক (দু'হাতে মুখ ঢেকে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল)

ব্যারেট্—(বিপন্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে) ওকি, এলা! না, না কেঁদনা, আমার এসব বলা উচিত হয়নি, সব ভুলে যাও, লক্ষ্মীটি! মুখ তোল এলা—, (তার হাত ধরতেই এলিজাবেথ শিউরে দূরে সরে গিয়ে শঙ্কিত পলকহীন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল) ওরকমভাবে আমার দিকে চেওনা (নিজের দৃষ্টি অপসারণ করে) তুমি বুঝতে পারনি, কি করেই বা পারবে, দুষ্প্রবৃত্তির অদম্য প্রবাহে কত শক্তিমান লোক নরকে ডোবে তার সংখ্যা নেই। তুমি তোমার বোনকে যে জন্যে উৎসাহিত করেছ—

এলিজা—(রুষ্ট উত্তেজনায়) হেনেরিটার ভালবাসা ? ছি, ছি, কি করে তার সঙ্গে ঐ নারকীয় তুলনা দিচ্ছেন—

ব্যারেট্—(রুক্ষ স্বরে) তার ভালবাসা ? মূর্খ, অনভিজ্ঞ তুমি—ভাল-বাসার কি জান ? ভালবাসা ? সে শুধু চোখের মোহ, ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সৌখীন আচ্ছাদন—

এলিজা—(সবেগে দাঁড়িয়ে উঠে) আমি আপনার কোন কথা শুন্‌তে চাই না।

ব্যারেট—(তার হাত ধরে বলপূর্ব্বক বসিয়ে দিয়ে) শুন্‌তে হ'বেই তোমাকে। তোমার জীবনের তরুণ স্বপ্নের সময়—এই কঠোর বাস্তব শোনা চাই ই। তুমি কি মনে কর নিজের জীবনে ভালবাসার কোন পরিচয় ছিল না—তাই জন্যে আমি দৈত্যের মত সকলকে পাহারা দিচ্ছি আর নিষ্ঠুর ঘৃণা আর অপমান সহ্য করছি ?—(প্রকৃতিস্থ হয়ে) ভগবানের দয়ায় দীর্ঘকাল কঠোর সংযম সাধনা করে তবে আমি যাবতীয় প্রবৃত্তিকে হত্যা করতে পেরেছি এবং যতদিন প্রাণ থাকবে—ততদিন, যাদের দায়িত্ব আমার ওপর আছে তাদেরও রক্ষা করব দুর্নীতির কবল থেকে। বুঝতে পারলে আমার কথা ?

এলিজা—(সোজা হয়ে সামনে চেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে) হ্যাঁ পেরেছি—আজ আপনাকে ঠিক বুঝতে পেরেছি।

ব্যারেট—শুনে সুখী হলুম। (উভয়েই নীরব, এলিজাবেথ তেমনি নিমেষশূন্য চোখে স্থির হয়ে বসে আছে। ব্যারেট কথা কইলেন, তার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত।

ব্যারেট—কঠোর্ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই এসব বলতে হ'ল। পাছে আমার এতদিনের্ পবিত্র সাধনা কলঙ্কিত হয়, তবে তুমি যে নির্দ্দোষ তা

আমি জানি। তোমায় ক্ষমা করলুম। যাক্—এসব ভুলে যাও। (তার হাত ধ'রে) তোমার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা—কাঁপ্‌ছ কেন?

এলিজা—(হাত টেনে নিয়ে) আপনি যা বলছেন তা আমি জীবনে কখনো ভুলতে পারব না।

ব্যারেট—কখনো ভুলবে না? কিন্তু—আচ্ছা বেশ, ভুলো না—(সহসা ব্যগ্রভাবে) কিন্তু এলা, দোহাই, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে যেন অন্তরায় ঘটতে দিও না। তুমি দিন দিন আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু দুনিয়ায় আমার জন্য অবশিষ্ট আছে—একমাত্র তোমার ভালবাসা।

এলিজা—আপনি একদিন আমার মা'র ভালবাসা পেয়েছিলেন, আপনার সমস্ত ছেলেমেয়ের ভালবাসাও পেতে পারতেন।

ব্যারেট—হ্যাঁ, যদি আমি কাপুরুষের মত কর্ত্তব্যে অবহেলা করে সহজ পথ নিতুম। কিন্তু ওরকম ভাবে প্রীতি অর্জ্জন করার চেয়ে জগতের ঘৃণাস্পদ হওয়া আমার শ্রেয়ঃ।

এলিজা—(ভগ্নস্বরে) বাবা, আপনার জন্যে আমার যে কি রকম দয়া হয় তা জানাতে পারবো না।

ব্যারেট—(কঠিন স্বরে) দয়া? চাই না তোমার দয়া। কিন্তু যদি তোমাকে বা তোমার স্নেহ হারাই—(তার অনিচ্ছুক হাত ধরে) এলা, আগামী সপ্তাহে আমরা চলে যাব, আর ফিরব না। সেখানে আবার আমরা একান্তভাবে পরস্পরের একমাত্র সঙ্গী হ'ব কেউ বাধা দিতে বা বিরক্ত করতে আসবে না। (এলিজাবেথের কঠিন দেহ বুকে টেনে নিয়ে) এলিজাবেথ—ডার্লিং, তুমি আমায় সুখী করবার চেষ্টা করো। দুনিয়ায় এইটুকুই আমার কাম্য—তুমি কেবল আমার মুখ চেয়ে, আমার ওপর

সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকো। তোমার যাবতীয় সুখ, দুঃখ আশা আনন্দের অংশ আমায় দাও। আমি তোমার সমস্ত প্রাণ মন চাই (ব্যারেট তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন—ভীতি ও যন্ত্রনাপূর্ণ মুখ ফিরিয়ে সে বসে রইল)—

এলিজা—(অশ্রু রুদ্ধ স্বরে) আমি এ সব সইতে পারছি না আমায় ছেড়েদিন বাবা—ছাড়ুন—(ব্যারেট আলিঙ্গন শিথিল করতে সে সোফায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল)

ব্যারেট—(উঠে দাঁড়িয়ে) আমায় মাপ করো এলা, আবেগের আতি-শয্যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছলুম। এইবার যাচ্ছি—

এলিজা—(রোদনাকুল কণ্ঠে) যান বাবা—পায়ে পড়ছি—

ব্যারেট—আমি রাত্রে তোমায় দেখতে আসব আর?

এলিজা—(মুখ না তুলে) আজ রাত্রে নয়।

ব্যারেট—তোমার জন্য প্রার্থনা করব?

এলিজা (অর্দ্ধ স্বগতঃ) আমার জন্যে প্রার্থনা, আজ রাত্রে—! (মুখ তুলে বাবার মুখের দিকে চাইলে) হ্যাঁ, প্রার্থনা করবেন—যদি আপনার ইচ্ছা হয়।

(ব্যারেট ধীরে ধীরে তার ললাট চুম্বন করে প্রস্থান করলেন। এলি-জাবেথ এক মুহূর্ত্ত নিথর হয়ে বসে রইল। তারপর শঙ্কাকুল নেত্রে চারি-দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে) আমি এখনি চলে যাব—আমি যাবই—যেতেই হবে।

(ত্বরিতে উঠে পড়ে ক্লোক ও টুপী নিয়ে এল। হাতে কম্বল নিয়ে পা টিপে টিপে উইল্‌সনের প্রবেশ)

উইল—মনিব পড়বার ঘরে গেছেন।

এলিজা—(টুপী পরতে পরতে) আমরা যাব, এই মুহূর্ত্তে!

উইল্—কিন্তু মিস্ এলা—

এলিজা—এই মুহূর্ত্তেই, আমার ক্লোক ঠিক করে দাও।

উইল্—(আদেশ পালন করে) কিন্তু সেখানে গাড়ী আসতে একঘণ্টা দেরী—তাছাড়া—

এলিজা—তাহ'লে ততক্ষণ রাস্তায় বেড়াবো। এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়—আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় করছে—তুমি তৈরী হ'য়ে এস।

উইল—রাস্তায় বেড়াবেন? পারবেন না—পারবেন না মিস্—মনিব যদি দেখে ফেলেন—ওরে বাবা—

এলিজা—চিঠিগুলো কোথায় রাখলুম?—এই যে, (চিঠিগুলি পৃথক পৃথক সাজিয়ে রাখলে) যাও—শীগ্‌গীর তৈরী হয়ে এস।

উইল—কিন্তু যদি মনিব দেখতে পান্—

এলিজা—তখন যা হয় হ'বে।

উইল—কিন্তু মিস্—

এলিজা—তিনি আমায় বাধা দিতে পারবেন না, এখন আমি আমার স্বামীর,—তাঁর সম্পত্তি নই। বাবা আমায় খুন করতে পারেন কিন্তু আটুকে রাখতে পারবেন না কিছুতেই।

উইল—আমার সাহস হচ্ছে না—

এলিজা—বেশ, তাহ'লে আমি একাই যাব।

উইলসন্—তা অসম্ভব।

এলিজাবেথ—(দৃঢ়, গুরুত্বপূর্ণ স্বরে) আমার ও বাবার মধ্যে ঘটিত ব্যাপার আজ আমার গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করলে। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানিনি। তিনি সাধারণের মত নয়, ভয়ানক পৃথক। তাঁর

সঙ্গে এই প্রতারণা করতে বাধ্য হ'লুম অবশেষে। আর কিছু বলতে পারছি না তুমি যদি না যাও তোমার কোন দোষ হবে না—কিন্তু আমায় যেতে হবেই, এক্ষুনি।

উইল—এখুনি পোষাক পরে আস্‌ছি মিস্—।

(এলিজাবেথ সাদরে তাকে চুম্বন করলে। সে বেরিয়ে গেল। এলিজাবেথ আবার চিঠিগুলো ঠিক করে রাখলে, তারপর রিবনবদ্ধ বিবাহ-অঙ্গুরীয় বুকের মধ্যে থেকে বার করে আঙ্গুলে পরে—এক মুহূর্ত্ত সে দিকে চেয়ে তার ওপর দস্তানা আবৃত করে দিলে, উইলসনের প্রবেশ।

এলিজা—আমি তৈরী। তুমি ব্যাগ দুটো নাও, আমি ফ্লাশকে নিচ্ছি।

এলিজা—আর একবার ভাল করে দেখ বাবার ঘরের দোর বন্ধ কি না।

উইলসন্—দেখে আসছি—(প্রস্থান। ফ্লাশকে কোলে তুলে নিয়ে —আজন্ম-পরিচিত কক্ষটাকে অবর্ণনীয় দৃষ্টিতে এলিজাবেথ শেষ দেখা দেখতে লাগল। উইলসনের প্রবেশ)

উইল্—দরজা বন্ধ। সব নিস্তব্ধ।

(এলিজাবেথ ও পরে উইলসন্ ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(এক বা দুই ঘণ্টা পরে। অপরাহ্ণের রঙীন আকাশ মুক্ত বাতায়ন দিয়ে শূন্য কক্ষের দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে আরাবেলের প্রবেশ)

আরা—(প্রবেশ কালে) এলা, আমি তোমাকে—(শূন্যতা লক্ষ্য করে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, টেবিলের চিঠিগুলোর প্রতি দৃষ্টি পড়তে সে

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একখানা তুলে নিয়ে, উদ্বিগ্ন-স্বরে) আমার নামে লেখা—এর মানে কি ? (চিঠি পড়ে বিস্ময়ের আতিশয্যে) অ্যাঁ ? না, না, বিবাহিত ? না—ওমা—অসম্ভব। (তার মুখ উত্তেজনা ও আশঙ্কায় আরক্ত হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ সোফায় বসে পড়ে সে পাগলের মত উৎকট ভাবে হাসতে লাগল। ক্ষণকাল পরেই দ্রুত পদক্ষেপে জর্জ্জ, চার্ল্‌স ও অক্টোভিয়াস একত্রে উপস্থিত হ'ল জর্জ্জ ডিনারের পোষাকে, অপর দু'জনের বেশভূষা অর্দ্ধসমাপ্ত)

জর্জ্জ—আরাবেল !

চার্ল্‌স্—দোহাই আরাবেল !

অক্টো—ব্যাপার কি ? (আরাবেল তেমনি স-শব্দে হাসছে)

জর্জ্জ—(তার হাত চাপড়ে) থামো, আরাবেল, শীগ্‌গীর হাসি থামাও।

আরা—(রুদ্ধ হাস্য-বেগে, হাঁপাতে হাঁপাতে) বিয়ে করেছে—চলে গেছে—বিয়ে করেছে—চলে গেছে, হোঃ হোঃ হোঃ, (সে আবার প্রবল হাসির উচ্ছ্বাসে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল)

জর্জ্জ—থামো, চুপ কর। এই, চট করে কেউ জল নিয়ে এস।

অক্টো—ইউ-ডি -কোলন্‌। (আলফ্রেড সেপ্টিমাস্‌ ও হেনরী, দু'জন সজ্জিত, অপর জন প্যাণ্ট ও সার্ট পরে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলে)

অ্যাল্—কি হ'য়েছে ?

হেনরী—এলার কি আবার অসুখ করল ?

আরা—(হাঁফাতে হাঁফাতে) তার বিয়ে হ'য়ে গেছে—চলে গেছে—বিয়ে করে চলে গেছে—(বাহিরের পোষাকে হেনেরিটা উপস্থিত হ'য়ে এক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল)

বিয়ে করে চলে গেছে—গেছে—(আরাবেল করুণ সুরে কাঁদতে লাগল। এতক্ষণে সকলে কিছু কিছু অনুমান করতে পারলে)

চার্ল্স—কি বলছ তুমি ? এলা কোথায় ?

সেপ্টি—বিয়ে করে চলে গেছে—না, আরাবেলের মাথা খারাপ হয়েছে।

জর্জ্জ—(ঝাঁকানি দিয়ে) কি বলছ, ভাল করে বল আরাবেল।

অক্টো— বিয়ে করেছে !

(সকলকে ঠেলে দিয়ে হেনেরিটা আরাবেলকে সজোরে নাড়া দিয়ে)

হেনে—মাথা ঠাণ্ডা কর আরাবেল, জবাব দাও—এলা কোথায় ?

আরা—(অবরুদ্ধ কণ্ঠে) তার বিয়ে হ'য়ে গেছে।

(ভায়েরা গভীর ভীতি ও বিস্ময়ে বলাবলি করতে লাগল, "বিয়ে হয়েছে ?" "বলকি,', "অসম্ভব," "রবার্ট ব্রাউনিং" "কি আশ্চর্য্য।")

হেনেরিটা—(রোরুদ্যমানা আরাবেলকে) সে কোথায় ?

আরা—সে চলে গেছে—ঐ যে চিঠি—আমাদের প্রত্যেককে লিখে গেছে—সে—সে বলে গেছে—"

(প্রত্যেকেই স্ব-নামাঙ্কিত চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে অস্ফুট গুঞ্জন করছে "হরি হরি" "অসম্ভব" "বিবাহিত' "এক সপ্তাহ আগে ?")

অক্টো—(একটা পত্র তুলে ধরে) আর এইটা বাবার চিঠি।

সেপ্টি—তিনি বাড়ী আছেন নাকি ?

জর্জ্জ—ডিনারের পোষাক পরছেন।

অক্টো—এ চিঠি কে দেবে তাঁর হাতে ?

হেনে—(সানন্দ উৎসাহে)—আমায় দাও, বেশ আহ্লাদের সঙ্গে দিয়ে আসছি তাঁকে।

আরা—(সভয় চাপা স্বরে)—এই চুপ চুপ—(সে কম্পিতভাবে দ্বারপথে ইঙ্গিত করতে সকলে সংযত হয়ে পড়ল। ব্যারেট এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য সহকারে সম্মিলিত পুত্রকন্যার প্রতি চেয়ে রইলেন। সকলে পাথরের মত স্থির।)

ব্যারেট—এর মানে কি? (কেউ নড়ল না বা জবাব দিলে না) এত চেঁচামেচি কি জন্যে হ'চ্ছিল? (সকলে পূর্ব্ববৎ) ভদ্রলোকেরা এমন অর্দ্ধসমাপ্ত বেশে কেন? (সকলে তদ্রূপ) এলিজাবেথ কোথায়? (সবাই নীরব। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে, অদম্য ক্রন্দনে আরাবেল হেনেরিটাকে জড়িয়ে ধরলে।) আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছ? এলিজাবেথ কোথায়?

হেনে—(আরাবেলের আলিঙ্গন মুক্ত হ'য়ে, চিঠি তুলে ধরে) সে আপনাকে এই চিঠি দিয়ে গেছে।

ব্যারেট—(তা স্পর্শ না করে, অন্ধকার মুখে) চিঠি দিয়ে গেছে? কি বলছ তুমি?

হেনে—সে আমাদের সকলকেই চিঠি দিয়ে গেছে, এটা আপনার।

(স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ব্যারেট ধীরে ধীরে হাত থেকে চিঠি নিয়ে খুলতে যাবেন, হঠাৎ হেনেরিটা তাঁর হাত ধরে আকুল মিনতি ভরে বলে উঠ্‌ল) বাবা, তাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করতে হ'বেই। তার জন্যে নয়, আপনার নিজের জন্যে। আগে আপনাকে ঘৃণা করতুম কিন্তু এখন দয়া হ'চ্ছে, তাকে ক্ষমা করুন। (এক মুহূর্ত্ত তার দিকে চেয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ব্যারেট্ চিঠি পড়তে লাগলেন।—নিস্তব্ধ কক্ষে শুধু অদম্য—উত্তেজিত দ্রুতনিশ্বাস তাঁর মনের বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। চিঠি পড়ে যখন মুখ তুললেন—তা একেবারে রক্তশূন্য। স্থির দৃষ্টি সম্মুখে রেখে,

যন্ত্রচালিতের মত চিঠিটা খুলতে ও মুড়তে লাগ্‌লেন। জানালার ধারে যাবার সময় তাঁর অব্যবস্থিত পদক্ষেপ দেখে মনে হ'ল যেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে। পেছনে মুষ্টিবদ্ধ হস্তে চিঠি রেখে তিনি বাইরে মুখ বাড়িয়ে রইলেন, তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের ওঠা নামা দেখলে নিঃশ্বাসের গুরুত্ব বোঝা যায় স্পষ্ট ভাবে। অপর সকলে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির)—ব্যারেট—(মুখ ফিরিয়ে অর্দ্ধস্বগতঃ)—হুঁম্. ঠিক হ'য়েছে—তার আদরের কুকুর—(একটা অবর্ণনীয় কুটিল ক্রুর হাসি তার দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধরে খেলে গেল) হ্যাঁ, তার কুকুরটাকে নিতেই হ'বে, অক্টোভিয়াস ?

অক্টো—আজ্ঞে !

ব্যারেট—তার কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হ'বে—আজই।

হেনেরিটা—কিন্তু—

ব্যারেট—(উচ্চগ্রামে) তাকে গুলি কর্ত্তে হ'বেই, বুঝেছ, ? (একটু থেমে) এখুনি।

অক্টো—(হতাশ ভাবে) কিন্তু সে বেচারা কি দোষ করলে তাতো—

ব্যারেট—(বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে) আমার কথা, বুঝ্‌তে পারছ ?

হেনেরিটা—(বিজয়োল্লাস দমনে অসমর্থ হ'য়ে)—আমার চিঠিতে এলা লিখেছে—সে ফ্লাশকে সঙ্গে নিয়ে গেছে !

(সকলে নিস্তব্ধ। ব্যারেট স্পন্দ শূন্য, অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে যন্ত্রচালিতের মত হাতের চিঠি খানা খণ্ড খণ্ড করে ফেল্লেন। পায়ের কাছে ঝরে পড়া ছিন্ন অংশ গুলি তাঁর মুখের প্রতি চেয়ে যেন বিজয় গর্ব্বে হাস্‌তে লাগল)।

শেষ।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৭	সল্প	স্বল্প
৭	১০	বোধ	বোধ হয়
১৩	৫	অসন্থষ্ট	অসন্তুষ্ট
১৪	৩	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ
১৫	১৭	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
১৫	২১	এক মুহূর্ত্তে	এক মুহূর্ত্ত
১৭	২	যথা সর্ব্বস্ব	যথা সর্ব্বস্ব
১৭	৭	পালন হ'বে	পালন করে
২৩	১৮	ফুরিয়া	ফুরিয়ে
২৫	১	আরাবেলেও	আরাবেলও
২৫	৩	নির্ম্মল	নির্ম্মূল
২৫	১১	সত্তা	সত্ত্বা
২৭	১৮	(অকেটাভিয়াসের প্রস্থান—Omit)	
২৭	২০	আশ্চর্য্য	আশ্চর্য্য
২৮	১৯	আপনার	আপনারা
৩২	১১	সম্মতি দিয়াছি তা সম্পূর্ণ	সম্মতি দিয়েছি কিন্তু
৩২	১৭	আমার কি উপায় আছে আর	আমার——আর ?
৩৩	১৩	রুদ্ধ শ্বাসে	রুদ্ধ শ্বাসে
৩৪	১৭	এক মুহূর্ত্তে	এক মুহূর্ত্ত

৪২	১	করিতে	করতে
৪৪	১৫	মুষূর্ষু	মুমূর্ষু
৪৯	১২	দেবদ্বুত	দেবদূত
৫০	৯	অর্ন্তদৃষ্টি	অন্তর্দৃষ্টি
৫২	১৪	ভেলেছিলুম	ভেবেছিলুম
৫৪	২	জানালে	জান্‌লে
৫৪	৩	থেকেই	থেকে
৫৮	১৯	তিনি	তিনি ——
৬২	৮	তোমা	তোমার
৬৪	২৩	তিুম	তুমি
৬৫	৩	করিতে	কবতে
৭৬	৫	মুহূর্ত্তে	মুহূর্ত্ত
৭৬	১৯	সুদীর্ঘ	সুদীর্ঘ
৮২	২	প্রত্যাভিবাদন	প্রত্যভিবাদন
৮৭	১	ব্যারিট	ব্যারেট
৮৮	২২	মুখবাদান	মুখব্যাদান
৯৫	১	অবার	আবার

———